# শ্রীশ্রী মহাদেবী মায়ের পত্র-যোগবাণী

# শ্রীশ্রীমহাদেবী মায়ের
# পত্রযোগবাণী



: প্রকাশক :
শ্রীধীরেন্দ্র নাথ মিশ্র কাব্যতীর্থ

প্রথম সংস্করণ,
১৩৮৩



মূল্য ৪'০০ টাকা

নমঃ শিবায়

ওঁ

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্ ।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

# প্রকাশকের নিবেদন
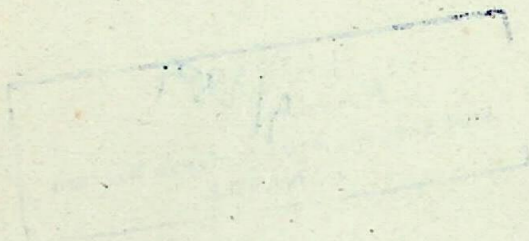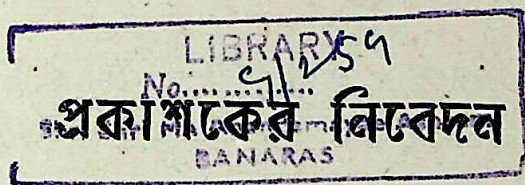
*অখণ্ডং সচ্চিদানন্দমবাঙ্‌মনস গোচর।*
*মাত্মান মখিলা ধার মাশ্রয়েঽভিষ্ট সিদ্ধয়ে ॥*

(শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যপাদাঃ)

এই পূণ্যগ্রন্থ কলেবরে যে সব পত্রাবলী শোভা পাইতেছে, শ্রীশ্রীযোগেশ্বরী মাতা মহাদেবী সেই সব পত্রে বারংবার একজনের কথা বলিয়াছেন, "একোদেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ" সেই একজন হইতেছেন, —সর্বনিয়ন্তা, সর্বব্যাপী, সর্বদ্রষ্টা, ও সর্ববেত্তা। সেই একজনকে মনন করিয়া, পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীযোগেশ্বরী মাতা মহাদেবীর যোগদ শ্রীচরণযুগল বন্দনা করিয়া, শ্রীশ্রীমহাদেবী মায়ের পত্র-যোগবাণী প্রকাশ করিতেছি।

এই পত্র-যোগবাণী যে মহাসাধিকার, তাঁহার বিস্তৃত জীবনী অদ্যাপিও প্রকাশিত হয় নাই, তথাপিও শ্রীশ্রীমহাদেবী মায়ের যোগবাণী গ্রন্থে, প্রকাশকের এবং দ্বিতীয় সংস্করণ ব্রতীর নিবেদনে ও শ্রীশ্রীমহাদেবী মায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনীতে, ইহাছাড়া যোগবাণী প্রচার প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় খণ্ড ও তৃতীয় খণ্ডে তাঁহার জীবনীকথা আলোচিত হইয়াছে, এখানেও সংক্ষিপ্ত আলোচনা হইতেছে

দেবলোকের কাহিনী ও নরলোকের দীব্য কাহিনীমালায় শ্রীশ্রী-মায়ের জীবনী পরিপূর্ণ, তাই সেই সব কাহিনীর সহিত শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী আলোচিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীমা অধুনা স্বাধীন বাংলাদেশের অন্তর্গত, ঢাকা জেলার অন্তঃপাতী, সোনারগাঁ পরগণায়, সন্মানদি নামক পল্লীর প্রসিদ্ধ সাধক ও পণ্ডিতপ্রবর শ্রীশ্রীরাধাকিশোর গোস্বামীদেবের ঔরসে, শ্রীশ্রীমুক্তাকেশীদেবীর গর্ভে একাদশ মাস অবস্থান করিয়া, বঙ্গাব্দ ১২৭৮ সালের শুভ বৈশাখী অমাবস্যার পূণ্যলগ্নে, দ্বাদশ মাসে আবির্ভূতা হন। এই শুভক্ষণে বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারীদেব প্রত্যক্ষ করেন, এক দীব্যজ্যোতিঃ উর্দ্ধলোক হইতে নরলোকে নামিয়া আসিতেছেন। অতঃপর তিনি অলৌকিক ভাবে শ্রীশ্রী-মায়ের আবির্ভাবের কথা বিদিত হইয়া গোস্বামি-ভবনে পদার্পণ করিয়া শ্রীশ্রীমার নামকরণ করেন "কৈলাশ কামিনী দেবী"। যখন শিশু কৈলাশ কামিনী দেবী পঞ্চম বর্ষিয়া, তখন শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্ম-চারীদেব, শারদীয়া দুর্গাদেবীর মহানবমী পূজাদিনে কুমারী পূজা-বিধানানুযায়ী, নিজ আশ্রমে কুমারী কৈলাশ কামিনী মুর্ত্তিতে সিংহবাহিনী দেবীর ওপরে শববাহিনী দেবীর অর্চ্চনা করেন। তদবধি বারদীর ব্রহ্মচারীদেবের আশ্রমে এই কুমারীদেবী প্রায়শঃ অবস্থান করিতেন। নারী সম্পর্ক-শূন্য, নির্জ্জন এই আশ্রমাঙ্কে ব্রহ্মচারী বাবার বাহু-উপাধানে নিশীথ নিদ্রাঘোরে যখন এই
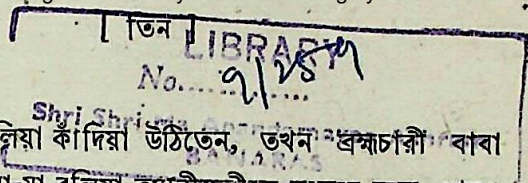
কুমারীদেবী বাবা বলিয়া কাঁদিয়া উঠিতেন, তখন ব্রহ্মচারী বাবা যোগাবিষ্ট হইয়াও মা-মা বলিয়া কুমারীদেবীকে সস্নেহে বক্ষে ধারণ করিয়া, যোগনিদ্রাভিভূত হইতেন, কখনো বা যোগাসনে সমাসীন ব্রহ্মচারীদেবের অঙ্ক-শায়িনী এই কুমারীদেবী কাঁদিয়া উঠিলে, মৌনী ব্রহ্মচারী বাবা তাঁহার মানস-কন্যার শ্রীঅঙ্গে পদ্মহস্ত বুলাইয়া, তাঁহাকে ক্রিয়াভিভূত করিয়া, নিজে সমাধীমগ্ন রহিতেন।

শ্রীশ্রীমা যখন তাঁহার পিতৃগৃহে অবস্থান করিতেন, তখন তাঁহার পিতৃদেবের অনুকরণে কালাচাঁদের অর্চ্চনায় নিমগ্না থাকিয়া "শিশু-পূজারিণী" আখ্যা প্রাপ্তা হন। আবার এই শিশু-পূজারিণী যখন অষ্টমবর্ষে পদার্পণ করেন, তখন তাঁহার পিতৃদেব তাঁহাকে আদমপুর পল্লীর সুপ্রসিদ্ধ সাধক ও সুপণ্ডিত শ্রীশ্রীনবকিশোর ভৌমিকদেবের সুযোগ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র সুদর্শন সুশিক্ষিত সৌম্য ও শান্ত শ্রীশ্রীমদন মোহন ভৌমিকদেবের শ্রীকরে সম্প্রদান করেন।

শ্বশুরালয়ে আসিয়া এই নববধূ যখন শ্রীগুরু ধ্যানপরায়না আধ্যাত্ম চিন্তায় পাগলিনী, তখন এক আষাঢ়ী শ্রীগুরু-পূর্ণিমায়, লাঙ্গলবন্দ তীর্থে, এক পা জলে ও এক পা স্থলে রাখিয়া দণ্ডায়মানা অবস্থায়, ইঁহাকে শক্তি সঞ্চারে মূর্চ্ছিত করিয়া, এক সন্ন্যাসী দেবতা ( এই ভৌমিক কুল বধূর ) কর্ণে মহামন্ত্র দীক্ষা প্রদান করেন।

এই সন্ন্যাসী দেবতা সাধারণ্যে শ্রীশ্রী যং বং রং লং সাধু-বাবা ও শ্রীশ্রী বাবা পাগলনাথ এবং শ্রীশ্রী তারানন্দ গিরি পরমহংস

বাবা নামে অভিহিত হইতেন। এই সিদ্ধ মহাপুরুষ তাঁহার যোগেশ্বর অবস্থাকে সর্ব্বদা গোপন রাখিবার জন্য সর্বত্র পাগলের ছদ্মবেশে বিচরণ করিতেন। এই অলৌকিক মহাযোগী ত্রিকালদর্শীও সর্ব্বজ্ঞ ছিলেন। আজিও তাঁহার পবিত্র কীর্ত্তি বহুমুখে বহুভাবে বর্ণিত হইতেছে। আমাদের গুরুভ্রাতা নিকুঞ্জ দাদা যখন সবে কিশোর, তখন তাঁহাকে শিববাড়ীর পথে ধরিয়া, বক্ষে জড়াইয়া, বাবা পাগলনাথ বলিতে থাকেন, "—আপনি আমার নাতি হইবেন, আমাকে দাদা বলিয়া ডাকুন।" একদা ইঁনি, নারায়নগঞ্জে, এক বাসযাত্রীকে কাপড় ধরিয়া টানিয়া রাখেন, বাধ্য হইয়া সেই ভদ্র-লোক বাসে উঠিতে পারলেন না, পরে ইঁহার অনুমতি লইয়া পর-বর্ত্তী বাসে উঠিয়া, কিছুদূর গিয়া তিনি জানিতে পারেন, আগের বাসটি উল্টাইয়া গিয়াছে, বহু মানুষ হতাহত হইয়াছেন। তিনি এই মহাপুরুষের মহতী কৃপায় মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচিয়া গিয়াছেন।

এই সিদ্ধমহাপুরুষ কোন সম্প্রদায় গঠণ করেন নাই, কোন মতবাদ প্রচার করেন নাই, মন্বাদি ঋষির মতবাদই ইঁহার মতবাদ। ইঁহার একমাত্র শিষ্যা শ্রীশ্রী যোগেশ্বরী মাতা মহাদেবীও শ্রীগুরু আদর্শে নিষ্ঠাবতী হইয়া, সর্বপ্রকার প্রচার পরিপন্থি ও সর্বদা আত্মগুপ্তা ছিলেন।

অতঃপর সন্মানদি পল্লীস্থ পিত্রালয়ে শ্রীশ্রীকৈলাশ কামিনী মাতা ফিরিয়া আসামাত্র বাবা বিশ্বনাথ মানবের ভাষায় তাঁহাকে

বলিতে থাকেন, —"দেবী ! কৈলাশ কামিনী সচন্দন পঞ্চ বিল্বপত্র তুমি আমার মাথায় দিয়া, আমাকে পূজা কর, আমি বসুধা গর্ভে তোমার পিতৃ রোপিত এই বিল্ব বৃক্ষমূলে অবস্থান করিতেছি।" শ্রীশ্রীরাধা কিশোর গোস্বামীদেবের নির্দেশানুযায়ী কিছুমাত্র ভূগর্ভ খনন করা হইলে, শ্রীশ্রীমা অষ্টধাতু নির্মিত এক শিবলিঙ্গ মৃত্তিকা মধ্য হইতে উত্তোলন করেন। পঞ্চগব্য, পঞ্চামৃত ও গঙ্গোদকে অভিষেকান্তে, শ্বেত-চন্দনার্চ্চিত পঞ্চ-বিল্বপত্রে শ্রীশ্রীমা বাবা বিশ্বনাথের প্রথম পূজা করেন। প্রত্যাদেশানুযায়ী শ্রীশ্রীমা অগণিত মূর্চ্ছারোগগ্রস্ত নরনারীকে এই নির্মাল্য বিল্বপত্র কণিকা দানে নিরাময় করিয়াছেন, অদ্যাপিও তাহা হইতেছে। শ্বশুরালয়ে যেদিন শ্রীশ্রীমাতা প্রথম যাত্রা করেন, সেদিন তাঁহার শ্রীঅঙ্কে ছিল কালা-চাঁদ, আজ আবার বাবা বিশ্বনাথকে শ্রীঅঙ্কে ধারন করিয়া, আদম-পুরস্থ শ্বশুরালয়ে শ্রীশ্রীকৈলাশ কামিনী মাতা প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এখানে নিজ মন্দিরে বাবা বিশ্বনাথ প্রতিষ্ঠিত হইবামাত্র এই পল্লী-অঞ্চল শিববাড়ী নামে বিখ্যাত হয়। এই শিববাড়ীস্থ বাবা বিশ্ব-নাথ আদমপুর পল্লীর সমীপবর্ত্তী এক পল্লীর এক যুগী-পরিবারের এক সৌভাগ্যবতী ষোড়শী বধূকে মধ্যে মধ্যে ভর করিয়া তাঁহার পূজা করিবার নির্দ্দেশ-প্রদান করিতে থাকেন। এই সময়ে এই কুল কামিনী ভূত-ভবিষ্যৎ কথা ও সংস্কৃত ভাষায় বেদ-বেদান্ত, শ্রুতি, স্মৃতি প্রভৃতি ধর্ম্ম শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন।

অতঃপর এই সৌভাগ্যবতী রমনীর শ্বশুর শ্রীশ্রীমার শ্রীচরণে উপস্থিত হইয়া, প্রণামান্তে করযোড়ে নিবেদন করেন, —"মা! আপনার বিশ্বনাথ আমাদের বাড়ীতে গিয়া, আমার বধূমাতাকে প্রায়শঃ ভর করিয়া থাকেন। তিনি পরিচয় দিয়াছেন, —'আমি শিববাড়ীর শিব, আমি এই বধুর পূজা চাই।' উত্তরে আমার বিংশবর্ষীয় পুত্র বলিয়াছিল, —'ঠাকুর! ব্রাহ্মণে পণ্ডিতে তোমার পূজা করিতে পারেনা, আর আমরাত মূর্খ, সংস্কৃত জানিনা, মন্ত্র জানিনা, পূজা জানিনা, কি করিয়া তোমার পূজা করিব?' তথাপিও বাবা বিশ্বনাথ বলিতেছেন, —'তোমার নারী সচন্দন বিল্বপত্র আমার মাথায় দিলে আমি পরিতৃপ্ত হইব।' সব কথা শুনিয়া, শ্রীশ্রীমা ধীরে সুমধুরে বলিলেন, —"যোগী, ঋষি ধ্যানে যাঁর নাগাল পান্ না, সেই দেবাদিদেব মহাদেব তোমার বধূমাতার পূজা চান, সে অত্যন্ত সৌভাগ্যবতী, তুমি তোমার পুত্রের সহিত বধূমাতাকে লইয়া, শিব-বাড়ীতে আসিয়া বাবা বিশ্বনাথের পূজা দাও, আমি তোমার বধূ-মাতাকে পূজার বিধান উপদেশ করিব।"

ভারতভূমি দ্বিখণ্ডিত হইয়া স্বাধীন হইবার পর সসম্মানে নিজ দেশে অবস্থান করিতে না পারিয়া এই যুগী-পরিবার ভারত-রাষ্ট্রের নাগরিক হইয়া, ভাগিরথী নদীর চরে, নদীয়া জেলার অন্তঃ-পাতী চরব্রহ্মনগর নামক এক শিল্প পল্লীতে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছেন। এখানে নির্মিত হইয়াছে এই বিশ্বনাথের মন্দির।

শ্রীশ্রীমাতা মহাদেবীর প্রদত্ত মন্ত্রে ও প্রদত্ত বিধানানুযায়ী এই মন্দিরে বাবা বিশ্বনাথের ঘট পট ও লিঙ্গ স্থাপিত হইয়া শ্রীশ্রী-মায়ের প্রতিকৃতিসহ, নিষ্ঠার সহিত ব্রাহ্মণদ্বারা যথাবিধি সমার্চিত হইতেছেন। শিব-চতুর্দশীতে ও চৈতী গাজনে সাড়ম্বরে এখানে বাবা বিশ্বনাথের সমার্চনা হয়। শ্বশুর, স্বামী, পুত্র ও পৌত্রাদির সহিত এই ভক্তিমতী দেবনাথ-কুল-লক্ষ্মী মহানন্দে কালাতিপাত করিতেছেন। এই কুলবধূর নাম শ্রীমতী বিদেশবাসিনী। ইঁহার স্বামীর নাম শ্রীসূর্যকুমার দেবনাথ। পূর্ব্ববঙ্গে (অধুনা বাংলাদেশ) আমচাঁদ নামক এক পল্লীতে ইঁহাদের পূর্ব বাসস্থান ছিল। এই দেবনাথ কুলবধূর মাথায় জটা হইয়াছিল, তাঁহার স্বামী তাহা কাটিয়া বাবা বিশ্বনাথের পায়ে দেন। তারপর তাঁহার মাথায় বিরবিরা (অসংখ্য) জটা হয়, তাঁহার স্বামী এবারে তাহা মুণ্ডন করিয়া বাবা বিশ্বনাথের পূজা দিয়া প্রার্থনা করেন,—"ঠাকুর! আমার সহধর্মিনীকে জটাধারিনী করিও না।" তারপর আর জটা হয় না।

পূর্বোক্ত কারণে ভৌমিক পরিবারও আজ শিববাড়ী পরিত্যাগ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীমায়ের দেবরপুত্র শ্রীতুফান চন্দ্র ভৌমিক-দেব শ্রীশ্রীমাতা মহাদেবীর সাধনালব্ধ অষ্টধাতু নির্মিত সেই শিব-লিঙ্গটি কলিকাতায় আনয়ন করিয়া, শ্রীশ্রীমায়ের অনুজ্ঞাপ্রাপ্ত পূজক শ্রীনবীন নিরোদ ভট্টাচার্য্য দাদাকে প্রদান করেন। তিনি

তাঁহার কলিকাতাস্থ আবাসে সারা জীবন সেই বাবা বিশ্বনাথের পূজার্চনা করিয়াছেন। অধুনা তাঁহার পত্নীর দায়িত্বে নিযুক্ত পূজক দ্বারা সেই শিববাড়ীর বাবা বিশ্বনাথ সমার্চিত হইতেছেন। নবীনদাদার সহধর্মিনীর নাম কিরণবালা দেবী। নবীনদাদার তিন পুত্র, জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম শ্রীশিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য। এই রাজযোগী পণ্ডিত প্রবরের তিরোধানের সাথে সাথে ভারত হইতে চিরতরে লুপ্ত হইল এক ভারতীয় গোপ্য সম্পদ, যাহা শ্রীশ্রীযোগেশ্বরী মাতা মহাদেবী তপস্যার দ্বারা উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহা হইল,—শ্রীশ্রী-মায়ের প্রদত্ত বিশ্বনাথ পূজাবিধি, শ্রীশ্রীমায়ের প্রদত্ত মন্ত্র ও মুদ্রা-সহযোগে বাবা বিশ্বনাথের ধ্যান করিলেই ধ্যানানুরূপ বিশ্বনাথ মূর্ত্তি পূজকের সম্মুখে প্রকট হইতেন, তখন কেবল সচন্দন পঞ্চ-বিল্বপত্রে তাঁহার পূজা করা হইত, পরে সংগৃহীত উপচার প্রদানে বাবা বিশ্ব-নাথের অর্চনা করা হইত। পূর্ব্বোক্ত শিববাড়ীতে বাবা বিশ্বনাথের মন্দির প্রতিষ্ঠা হইবার পর, একদা ব্রহ্মমুহূর্ত্তে শয্যা সমাসীনা শ্রীশ্রীকৈলাশ কামিনী মাতার সম্মুখে এক দীব্যজ্যোতিঃ উদ্ভাসিত হইয়া, এক দেবী মুর্ত্তিতে রূপান্তরিত হন। এই দেবী শববাহিনী, মুণ্ডমালিনী, চতুর্ভুজা, অসুরনাশিনী ও রণরঙ্গিনী। এই দেবী মানবের ভাষায় বলেন, —“আমি দেবী-মাহাত্ম বর্ণিত ত্রৈলক্য--তারিনী দেবী, আমার অপর নাম ভ্রামরী দেবী, আমি তোমার পূজা চাই, তুমি আমার এই মূর্ত্তি গড়াইয়া, বেদ, উপনিষদ, গীতা,

চণ্ডী, তন্ত্র, পুরান, স্তব-স্তোত্রাদি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মণ্ডলীর দ্বারা পাঠ করাইয়া, মৌনী জপী ব্রাহ্মণদের দ্বারা গায়ত্রী, কালী, দুর্গা, শিব, হরি ও রামনামাদি জপ করাইয়া, স্বর্গ, মর্ত্ত ও পাতাল এই ত্রিভুবনের হিতসাধন সঙ্কল্প করিয়া, আমার পূজা কর।”

এই প্রত্যাদেশানুযায়ী পূণ্যদিনে শ্রীশ্রীবাবা মদন মোহন ও শ্রীশ্রীকৈলাশ কামিনী মাতা ত্রিলোকহিত কামনায়, সঙ্কল্প করিয়া যোগযুক্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে বরণ করিলেন, অতঃপর গীতা, চণ্ডী, তন্ত্র, পুরাণ, বেদ ও উপনিষদাদি পঠিত হইতে থাকিল, জপীরা গায়ত্র্যাদি জপ করিতে লাগিলেন। এইভাবে পূজক ও তন্ত্রধারক যখন দেবীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন, শ্রীশ্রীমাতা কৈলাশ কামিনী দেবী তখন দীব্যদৃষ্টিতে নিজ আসনে বসিয়া পূজা-বলোকন করিতেছিলেন। শ্রীশ্রীবাবা পাগল নাথ যখন নিজগৃহে উভাসনে উপবেশন করিয়া, ঘণ্টা ধ্বনি সহকারে দেবী গায়ত্রী পাঠ করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে এক অপূর্ব্ব দীব্যজ্যোতিঃ বিদ্যুদা-ভার ন্যায় আকাশমার্গ আলোকিত করিয়া, সুরলোক হইতে নরলোকে অবতরণ করিয়া, দেবী ত্রৈলক্যতারিণীর ঘট ও প্রতিমা জ্যোতিঃ প্লাবিত করিয়া, অদৃশ্য হইয়া রহিলেন। এই অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়া, বিস্ময়ান্বিত ব্রাহ্মণগণ, দেবীর আগমনী মুদ্রা রচনা করিয়া, কায়মনোবাক্যে দেবী ত্রৈলক্যতারিণীর স্বাগতমন্ত্র পাঠ করিয়া, ঘণ্টাদি নানাবিধ বাদ্য সহকারে আরতি ও জয়ধ্বনি

করিতে লাগিলেন। মহানন্দে বাজিতে লাগিল —শঙ্খ, ঘণ্টা. ঢাক, ঢোল, মৃদঙ্গ, কলতাল, শিঙ্গা, কাঁসি, বাঁশি, ঘড়ি ও কাঁশর এই শব্দকে মুখরিত করিতে লাগিল অগণিত বামাকণ্ঠের শুভ উলু-ধ্বনি। এহেন সময়ে ব্রহ্মাদিদেবতারাধ্য সিদ্ধ মহাযন্ত্র, শ্রীশ্রীযোগে-শ্বরীমায়ের সন্মুখে প্রকটিত হইয়া, একটি দীব্য কৌটার মধ্যে অন্যের অলক্ষ্যে শ্রীশ্রীমায়ের হস্তে আগমন করিলেন।

আশ্চর্য্যের কথা এইযে, এই দীব্যজ্যোতীরাগমন মূহুর্ত্তে, একমাত্র শ্রীশ্রীমা ছাড়া, শ্রীশ্রীবাবা মদন মোহন ভৌমিকদেব পরিবারের আবালবৃদ্ধবণিতা মোহনিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন, এক্ষণে এই শুভ কলরোলে ও বিবিধবাদ্যনাদে, তাঁহারা জাগরিত হইয়া, প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে এই দীব্যজ্যোতীরাগমন বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বিমূগ্ধ হইলেন। আরও আশ্চর্য্যের কথা দেবী ত্রৈলক্যতারিনী প্রতিমা নির্মাতা বারানসীর কোনও অজ্ঞাতনামা মহাপুরুষের আদেশানুসারে বহুপূর্ব্ব হইতে প্রতিমা নির্মান করিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের প্রেরিত লোককে তিনি নামমাত্র মূল্য লইয়া দেবীপ্রতিমা প্রদান করিয়াছিলেন।

পূজাশেষে হোমান্তে প্রধান হোতা পূর্ণহুতি যখন বৈশ্বানরে প্রদান করিতেছিলেন, শ্রীশ্রীবাবা মদন মোহন ও শ্রীশ্রীমাতা কৈলাশ কামিনী দেবী যখন অগ্নিমুখে করযোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া দীব্যদৃষ্টিতে অগ্নিদর্শন করিতেছিলেন, তখন রক্তবর্ণ অগ্নিদেব, নাভি-প্রমান

জিহ্বা বিস্তার করিয়া, ত্রৈলক্যতারিণী দেবী ঘট ও পটকে আলোক-রঞ্জিত করিয়া, পূর্ণাহুতি গ্রহণ করিলেন।

একদা এক অমানিশীথে ত্রৈলক্যতারিণী দেবী মন্দিরে যোগনিদ্রাভিভূতা শ্রীশ্রীযোগেশ্বরী মাতা মহাদেবী শায়িতা ছিলেন। এক অশরীরী দেবতা কর্ত্তৃক তিনি হস্তগ্রাহবৎ সমাকর্ষিতা হইতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার শ্রীগুরুদেবের কণ্ঠস্বর তাঁহাকে বিরাট পুরুষের ইচ্ছানুযায়ী পরিচালিত হইবার নির্দ্দেশ প্রদান করিলেন। এক্ষণে বিস্মিতা, আনন্দে উদ্‌বেলিতা শ্রীশ্রীমাতা অলৌকিক আকর্ষনে আকর্ষিতা হইয়া রুদ্ধদ্বার মন্দিরতল হইতে মুক্ত আকাশতলে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সেই অলৌকিক শক্তি তাঁহাকে ধরাতল ও আকাশতলের একীভূত এক অপূর্ব অবস্থায় উপস্থাপিত করিয়া রাজযোগরূপ দৈবী সম্পদ্ অধিগত করাইলেন। শ্রীশ্রীমাতা বুঝিতে পারিলেন রাজবিদ্যা রাজযোগ তাঁহার অন্তরে পরিপূর্ণ-প্রকট রহিয়াছেন। পুনরায় অলৌকিক শক্তি পরিচালনায় নক্ষত্রলোকে তিনি উপস্থাপিত হইয়া, আকাশ লেখায় ব্রহ্মবিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া ব্রহ্মবিদ্যা অধিগত হইতেছেন, (কে তাঁহাকে অধ্যাপনা করাইতেছেন তাহা তিনি জানেন না)। এক্ষণে সূর্য্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রখচিত আকাশে তাঁহার সত্ত্বা বিলীন হইতেছে। তিনি বাহ্য-জ্ঞানরহিতা হইয়া পড়িয়াছেন। ক্রমশঃ তিনি এক অপূর্ব্ব জ্যোতি-লোকে সমানিতা হইতেছেন। এখানে তিনি কেবল জ্যোতিঃ,

অপরূপ জ্যোতিঃ বহুধা বিবর্ত্তিত জ্যোতির্দর্শন করিতেছেন। এখানে নাই ধরা, নাই জল, নাই বহ্নি, নাই বায়ু, নাই এর সমব্রোধর, নাই এর সমানুভূতি। এক্ষণে বিবসা ব্রহ্ম সমাধি মগ্না শ্রীশ্রীমাতাকে সেই অশরীরী হিরন্ময় দেবতা শ্রীঅঙ্কে গ্রহণবৎ গ্রহণ করিয়া, শ্রীশ্রীত্রৈলক্য তারিণী দেবী মন্দিরস্থ শয্যায় পুনঃ শায়িত করিলেন। সূর্য্যদেব সেদিন বহুক্ষণ আকাশে উদিত হইলেও শ্রীশ্রীমাতা মন্দিরস্থ শয্যায় সমাধি মগ্না হইয়া শায়িতা রহিলেন। অবশেষে গৃহজনদের বহু প্রচেষ্টায় ও বহু আহ্বানে ত্যক্ত সমাধি শ্রীশ্রীমাতা শয্যা ত্যাগ করিয়া যথাপূর্ব্ব গৃহকর্ম করিতে লাগিলেন।

এই পবিত্রক্ষণ হইতে শ্রীশ্রীমাতা শ্রীমদাচার্য্য শঙ্করের অদ্বৈত বেদান্তসাগরে সদা মগ্না রহিলেন। ক্ষণে ক্ষণে ব্রহ্মসমাধি হইতে লাগিল। কর্মরতা অবস্থায় শ্রীশ্রীমাতা সমাধিস্থা হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন। কখনও বা মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিতেন, কাহাকেও জানিতে দিতেন না যে তিনি সমাধিস্থা। অতঃপর নির্বিকল্প সমাধি সূচনায়, নিচ্ছিদ্র ক্ষুদ্রগৃহ নির্ম্মান করিয়া, ভিতর হইতে প্রবেশদ্বার মৃত্তিকার দ্বারা রুদ্ধ করিয়া অনাহারে অনিদ্রায়, যোগাসনে বসিয়া সমাধিস্থা হন। উদ্‌বিগ্ন পরিজনরা তিন সপ্তাহ পরে গৃহদ্বার ছিদ্র করিয়া, শ্রীশ্রীমাতার ব্রহ্ম সমাধি ভগ্ন করেন। পুনরায় কিছুদিন পরে বহির্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ঐ গৃহ পুনঃনির্মান করিয়া শ্রীশ্রীমাতা সমাধিস্থা

হন। এবারে তিন মাস অন্তে উদ্‌বিগ্ন আত্মিয়-স্বজনরা অধীর হইয়া উক্ত গৃহ ছিদ্র করিয়া শ্রীশ্রীমাতার সমাধির বিঘ্ন উৎপাদন করেন। কিছুদিন পরে পুনঃরায় শ্রীশ্রীমাতা ঐ গৃহ পুনঃ নির্মান করিয়া দশমাস কাল যোগাসনে বসিয়া নির্বিকল্প সমাধিমগ্না থাকেন। শ্রীগুরু ইচ্ছায় এবারে দ্বার মুক্ত হওয়ায়, শ্রীশ্রীমাতা যোগাসন পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগুরুদেবকে বন্দনা করেন, শ্রীগুরুদেব বলেন, "—মাতা! এই ভাবে আর সমাধিমগ্না হইবেন না। এখন বিশ্বমানবের কল্যানার্থ তপোলব্ধ আপনার দেবী সম্পদ্ বিশ্ব-কল্যানে বিতরণ করুণ। মাতা! এক্ষণে অনিমাদি অষ্টসিদ্ধি আপনার করায়ত্ব, নিজ প্রয়োজনে আপনি তাহা প্রয়োগ করি-বেন না। অদ্য হইতে আপনার আকাশ বৃত্তি। কাহারো নিকট আপনি কোন বস্তু নিজ প্রয়োজনে চাহিবেন না, দেবতার নিকট অথবা আমার উদ্দেশ্যে মনে মনেও কোন নিজ প্রয়োজনীয় বস্তু প্রার্থনা করিবেন না। আমি আপনার সব কিছুই যোগাইব।"

এবারে পরীক্ষা। মহাকালের লেখায়, মহাসাধিকার মহতী পরীক্ষা। কালক্রমে আকাশবৃত্তাবলম্বিনী শ্রীশ্রীমাতা শীত ঋতুর আগমনে ছিন্ন বস্ত্র পরিহিতা, লজ্জা নিবারণার্থ সর্বদা কম্বলে শ্রীঅঙ্গ আবৃত রাখেন। এই ভাবে শীত কাটিল, আসিল বসন্ত, সেও চলিয়া যাইতেছে। উদ্‌বিগ্ন মানবের মন, অধীরভাবে করযোড়ে শ্রীশ্রীমায়ের নিকট প্রশ্ন রাখে, মা! এগরমে কম্বল গায়ে কেন?

শ্রীশ্রীমা কোন উত্তর দেন না। নীরবতা ঘন-ঘটায় মানব মনকে আলোরিত করে। গ্রীষ্ম ঋতুর আগমনে অত্যুদ্‌বিগ্ন শ্রীশ্রীবাবা মদন মোহন পরিজনদের নিকট বারংবার প্রশ্ন করিয়া কোনই কারণ জানিতে পারেন না, অবশেষে একদা ব্যাকুলিতান্তঃকরণে, ত্রৈলক্য তারিণী দেবী মন্দিরে আগমন করিয়া, সোদ্‌বেগে বলিতে লাগিলেন, "—যোড়সীর মা! তোমার কি জ্বর হয়? এখন কি জ্বর কেটে ঘাম দিচ্ছে? ডাক্তার ডাকবো?" শ্রীশ্রীমাতা হাসিয়া উত্তর দিলেন, —"না, শ্রীগুরু কৃপায় আমি ভাল আছি।"

প্রশ্ন— "তবে কম্বল গায়ে কেন?"

এবারে হাসিমুখে শ্রীশ্রীমাতা নীরব।

প্রশ্ন— "তুমি বলিবে না?" উদ্‌বিগ্ন শ্রীশ্রীবাবা, বাবা পাগল নাথের মন্দিরে চলিলেন। এখানে আসিয়া করযোড়ে ব্যাকুলভাবে আবার প্রশ্ন, —"বাবা! ষোড়সীর মা কম্বল গায়ে দিয়ে থাকে কেন?"

পরীক্ষক আজ কিছুই জানেন না! তিনি ঘাড় নারিয়া উত্তর দিলেন, —"হাঁ, মা-ত কম্বল গায়ে দিয়েই থাকেন, কারণটা মাকেই জিজ্ঞাসা করুণ, আমিত কিছুই বলিতে পারিতেছিনা।" শ্রীশ্রীবাবা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া প্রনামান্তে প্রস্থান করিলেন।

এবারে ত্রৈলক্য তারিণী দেবী মন্দিরে হাসিতে হাসিতে, বলিতে বলিতে আসেন, শ্রীশ্রীমায়ের দেবর শ্রীমনোমোহন ভৌমিকদেব,

—"বেড়ালের মা গো ! বেড়ালের মা বৌদিদি গো ! আজ বৈকাল চারটায় ডাক্তারবাবু আসবেন, দাদা বলেছেন, —তখন আপনি মন্দিরের দ্বার বন্ধ কোরবেন না।" মধুর হাসি হেসে উত্তর দেন, শ্রীশ্রীমা, —"মানুষ মোর্‌লে মানুষের অশ্রু ঝরে, বেড়ালও ত প্রাণী, তার মৃত্যুতে একদা আমার অশ্রু ঝরেছিল, তাই নিয়ে, তুমি আমায় বেড়ালের মা বলে উপহাস কর কেন ভাই ! এখন কি তুমি আমায় রুগী সাজাতে এসেছো ঠাকুরপো !" হাসি মুখে উত্তর দেন শ্রীদেবর, —"সত্যি বলছি বৌদি ! আমি এজন্য আসিনি, আমি এসেছি তোমার হাতের প্রসাদের লোভে। শ্রীশ্রীমা এখন উঠান পরিস্কার করে, পরিস্কার থালায়, প্রসাদ দিলেন স্নেহভরে শ্রীদেবরকে।

যথাসময়ে ডাক্তার এসে তার ফি-এর টাকা শ্রীশ্রীমায়ের পায়ে প্রনামী দিয়ে, বলে গেলেন, কম্বল গায়ে দেবার কারণ জ্বর বা কোন ব্যাধি নয়।

এইভাবে রৌদ্রতপ্ত নিদাঘের ছুটিমাস কাটিয়া গেল। এবারে পরীক্ষক — অস্থির, চঞ্চল, অধীর। দিকে দিকে তাঁর ভক্তরা স্বপ্নাদেশ পান, —পূজা দাও, —দেবী ত্রৈলক্যতারিণীর। পূজা দাও, —দেবী পূজারিণী জননীর॥ পরীক্ষার ফল দেখিয়া পরীক্ষক আজ বিস্মিত, শিষ্যার কৃচ্ছ্র সাধনায় শ্রীগুরু আজ অভিভূত, গুর্ব্বনুবর্ত্তিতায় আনন্দিত, তাই তিনি আজ আসিয়াছেন,

দেবী ত্রৈলক্যতারিণী মন্দিরে, যেথা তাঁর স্নেহধন্যা কৃপামদ-গর্বিতা শ্রীশ্রীমাতা বিরাজ করিতেছেন। সহসা শ্রীগুরু দরশনে আনন্দো-জ্জলা কম্বলাবৃতা শ্রীশ্রীমাতা মহাদেবী শ্রীগুরুপদে মাথা রাখিয়া দণ্ডবৎ প্রণতা হইলেন। শ্রীশ্রীবাবা পাগলনাথ তাঁহাকে হাত ধরিয়া তুলিলেন এবং তাঁহার মাথায় হাত রাখিয়া ক্ষণকাল নির্ব্বাক নিস্পন্দ অলৌকিকভাব বিহ্বল হইয়া চিত্রার্পিতবৎ দণ্ডায়মান রহিলেন। শ্রীশ্রীমাতা বুঝিতে পারিলেন ত্রিলোক-মঙ্গল এক ঐশী শক্তি শ্রীশ্রীগুরুদেব তাঁহাকে এক্ষণে প্রদান করিতেছেন। অতঃপর শ্রীশ্রী-গুরুদেব ত্রিলোক জননী মহামহিমময়ী শিষ্যাকে প্রণাম করিলেন। "একি করেন বাবা, একি করেন" —বলিয়া ভাব বিহ্বলা শ্রীশ্রীমা শ্রীশ্রীবাবা পাগলনাথকে ধরিয়া তুলিলেন। শ্রীশ্রীবাবা পাগলনাথ উত্তর দিলেন, —"মাতা! ত্রিভূবন আজ আপনার নিকট অবনত হইল, স্মরণমাত্র সর্ব্বদেবদেবী আপনার নিকট উপস্থিত হইবেন এবং আপনার অভিপ্রেত কার্য্য সাধন করিবেন। আমি অবনত না হইলে বিশ্বভূবন আপনার নিকট অবনত হইত না।"

অতঃপর চারিদিক হইতে আসিতে লাগিল পূজা সম্ভার, দেবী ত্রৈলক্য তারিণীর ও দেবী পূজারিণী জননীর। এক্ষণে শ্রীশ্রীমাতা তাঁর শ্রীঅঙ্গ কম্বলে আবৃত করেন না। নববস্ত্রে, অলঙ্কারে, সিন্দুরালক্তকে শ্রীঅঙ্গ সুসজ্জিত হইতে দেখিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন,—শ্রীশ্রীবাবা মদন মোহন এবং অনুরাগী ভক্তজন,

বস্ত্রে বস্ত্রে মন্দির পরিপূর্ণ, নববস্ত্র রাখিবার স্থানাভাব, তাই শ্রীশ্রী-মাতা ছিন্নবস্ত্রা সিমন্তিনীদের প্রসাদি বস্ত্রপ্রদান করিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীমাতা একদা ত্রৈলক্যতারিণী মন্দিরে শ্রীশ্রীবাবা মদন মোহন দেবের সহিত মিলিত হইয়া বলিলেন' —"কর্ত্তা, আমি আর গর্ভ ধারণ করিতে সমর্থা নহি, আমি চট্টগ্রামে দেব পাহাড়ে একটি আশ্রম স্থাপন করিয়া অতঃপর মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবন যাপন করিতে চাই, যদি আপনিও মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবন যাপন করিতে ইচ্ছুক হন, তবে চলুন, আমরা উভয়েই দেব পাহার যাত্রা করি।" শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন, —"তোমার প্রস্তাব আমি সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিতেছি, অদ্য হইতে দেব পাহাড় অথবা শিববাড়ীতে যেখানেই থাকিনা কেন, আমরা মুনিবৃত্তি অবলম্বনে জীবন যাপন করিব!"

সুমধুর সংকির্ত্তন গায়িকা এক পতিতানারী নারায়ণগঞ্জ হইতে প্রায়শঃ শ্রীশ্রীমায়ের পূজোৎসবে উপস্থিত হইয়া পূজা দিতে লাগিল ও মধুর সঙ্গীতে সমাগতদের আপ্যায়িত করিতে লাগিল। তাহা লইয়া প্রতিবাদ সভা ডাকিল আদমপুর পল্লীর মোড়লরা। সভায় স্থির হইল, যদি ঐ বারনারী শিববাড়ীতে আসে তাহা-হইলে আগামীকল্য শিবচতুর্দ্দশীর শিবোৎসবে আদমপুরের আবাল-বৃদ্ধবনিতা কেহই উপস্থিত হইবেন না। হিন্দু মুসলমান সবাই জোটবদ্ধ হইয়া, শিববাড়ী আসা বন্ধ করিল। বেলা তখন দশটা,

বিশ্বনাথ মন্দির চত্বরে শ্রীশ্রীবাবা মদন মোহন বসিয়া নীরবে অশ্রু-মোচন করিতেছেন, শ্রীশ্রীমাতা মহাদেবী তাঁহাকে পরিবোধ দিয়া বলিলেন,—"কর্ত্তা! এত বাবা বিশ্বনাথের উৎসব, আমাদের পারিবারিক উৎসব নয়, আমাদের ছেলে মেয়ের বিবাহ না। আপনি দুঃখ করিবেন না, যে আসে আসবে, না আসিলে দুঃখের কি কারণ আছে?" বাবার মানসিক অবস্থা পরিবর্ত্তনের জন্য ঢাকীকে তিনি ঢাক বাজাইতে নির্দ্দেশ দিলেন। অত্যুৎসাহে ঢাকী ঢাক বাজাইতে লাগিল। ঢাক-বাদ্যের আকর্ষনে কয়েকটি ছেলে মেয়ে ছুটিয়া আসিল। শ্রীশ্রীবাবা মদন মোহন সস্নেহে তাহাদের হাতে প্রসাদ বিলাইতে লাগিলেন। তাঁহার অশ্রুমোচন বন্ধ হইয়াছিল, শ্রীশ্রীবাবা পাগলনাথের "মা কি করেন দেখুন" এই কথা শুনিয়া।

শ্রীশ্রীমাতা এবারে নাভিমূলে বাবা বিশ্বনাথকে ধরিয়া, মন্দির প্রদক্ষিন শুরু করিলেন। ভৌমিক পরিবারের কুমারী ও বধূরা শঙ্খ বাজাইয়া উলুধ্বনী দিয়া তাঁহার অনুগমন করিতে লাগি-লেন, যেখানে সাত শত নারী উলুধ্বনী দিয়া, শাঁখ বাজাইয়া, বিশ্বনাথের শোভাযাত্রা শুরু করিতেন, সেখানে চার পাঁচটি শাঁখ বাজিয়া উঠিয়াছে, —এ দৃশ্য শ্রীশ্রীবাবা মদন মোহন ভৌমিকদেবের পক্ষে বড়ই বেদনাদায়ক হইতেছে। সহসা তুমুল শঙ্খধ্বনি, শত সহস্র শঙ্খে প্রতিধ্বনিত হইল, আদমপুর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী পল্লীগুলির শঙ্খ-

বাদিনীরা নিজ নিজ গৃহাঙ্গন হইতে প্রচার করিতে লাগিলেন বাবা বিশ্বনাথের শোভাযাত্রা শুরু হইয়াছে এই প্রতি-শঙ্খনাদের দ্বারা। এবার কুমারীদের রোখে কে? তাহারা বাবার দাদার নিষেধ মানিল না, হাতে শাঁখ লইয়া ছুটিয়া চলিল বাবা বিশ্ব-নাথের শোভাযাত্রায়। গৃহে গৃহে বধূরা অশ্রুজলে আঁচল ভিজা-ইয়া, নিজ নিজ স্বামী ও শ্বশুরের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন, বাবা বিশ্বনাথের মাথায় জল দিতে যাবেন, আজ যে তাঁদের উপবাস, ব্রত, শ্রীশ্রীশিব চতুর্দ্দশী ব্রত, বাবা বিশ্বনাথের পূজা করিতেই হইবে, প্রমাদ গণিল মোড়লরা, এইরূপ যে হইতে পারে, তাহা তাঁহারা পূর্বে ভাবেন নাই, তাই প্রতিশঙ্খনাদ নিষেধও করেন নাই। এক্ষণে দূর হইতে শুনা যাইতেছে, "জয় বাবা বিশ্বনাথ" বহু কণ্ঠের সোচ্চার ধ্বনি আসিতেছে—, আসিতেছে বহু নর-নারী, বহু নর--নারীর বিরাট শোভাযাত্রা, পূরভাগে সেই বারনারী, সে তার-যন্ত্র বাজাইয়া, সুমধুর স্বরে শিব-সংকীর্ত্তন করিতে করিতে সদলবলে আসিতেছে। আদমপুর পল্লীর প্রান্তপল্লী সীমানা হইতে শ্রীশ্রীমাতা যোগেশ্বরী মহাদেবীর পত্র-লিখিত নির্দ্দেশানুযায়ী, সে ধরিয়াছে গান। সেই শিবনাম গানে মাতোয়ারা মানব-মানবী তার অনুগমন করিয়া গঠণ করিয়াছে এই শোভাযাত্রা। আজ যে শিব-চতুর্দ্দশী, বিভিন্ন পল্লীর ব্রতধারী ও ব্রতধারিণী মানব-মানবীরা এই শোভা-যাত্রার অঙ্গবর্দ্ধন করিয়া আসিতেছেন বাবা বিশ্বনাথের পূজা

দিতে। এই শোভাযাত্রা মিলিত হইল বাবা বিশ্বনাথের শোভা-যাত্রায়, যার পুরোভাগে শ্রীশ্রীমাতা যোগেশ্বরী মহাদেবী বাবা বিশ্বনাথকে নাভিমূলে ধারণ করিয়া গমন করিতেছেন। সহস্র কণ্ঠে গীত হইতেছে, শিব সংগীত "জয় শিব শঙ্কর, অন্নপূর্ণা বিশ্বেশ্বর।" শত শত নারীর উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি, নানাবিধ বাদ্যধ্বনি ও জয় বাবা বিশ্বনাথ ধ্বনি, আজ আদমপুরের আকাশ-বাতাস আমোদিত করিয়া তুলিয়াছে। কে কাহাকে নিষেধ করিবে? সবাই উৎসুক, সবাই শিবন্মুখ, দলে দলে ব্রতধারিণী রমনীরা পূজার জলা হাতে শিব বাড়ীতে সমবেত হইতেছেন এবারে হাস্য-মুখ, হর্ষান্বিত শ্রীশ্রীবাবা মদন মোহন, আর বিষন্নবদন ও অনুতপ্ত শিববাড়ী বন্ধকারি মোড়লরা। তাঁহারা শিব বাড়ীর পথে পথে জটলা করিয়া বর্ত্তমান পরিস্থিতির আলোচনা করিতেছেন। পণ্ডিত প্রবর শ্রীবরদা কাব্যতীর্থের সহিত পথে তাঁহাদের দেখা হইয়াছে, তিনি তাহাদের হিত কথা বলিয়াছেন,—"দেখুন, দেব, দানব, যক্ষঃ, রক্ষঃ, কিন্নর, গন্ধর্ব্ব, নাগ, ভূত, প্রেত, পিশাচ, সবাই শিবের পূজা করেন। এটা শিববাড়ী এখানে ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, পণ্ডিত, মূর্খ, সৎ, অসৎ, দস্যু, তস্কর, সতী-সাধ্বী নারী ও বার-নারী সবারই আসার ও পূজা করার অধিকার আছে। আপ-নারা বিবেচনা করিয়া কার্য্য করেন নাই। আপনাদের উচিৎ এখন শ্রীশ্রীমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা।" এই হিতোপদেশ

বেশ কাজ করিয়াছে। হিন্দু মুশলমান সব মোড়লরা একত্র হইয়া শিববাড়ী চলিয়াছেন। এক্ষণে বাবা বিশ্বনাথের শোভাযাত্রা শেষ হইয়াছে। বিল্বতলায় বাবা বিশ্বনাথকে বসাইয়া প্রথমে শ্রীশ্রীমাতা পূজা করিয়াছেন, তারপর ব্রতধারিণীরা ও ব্রতধারীরা বাবা বিশ্ব-নাথের পূজা করিতেছেন। এদিকে সেই ভক্তিমতী সুগায়িকা পতিতা হরিদাসী হরিনাম সংকীর্ত্তনে জন সভাকে আপ্যায়িত করিতেছেন। মোড়লরা এই সভার একদিকে বসিয়া সংকীর্ত্তন শুনিতেছেন। শ্রীশ্রীবাবা মদন মোহনের অনাগত অনুসন্ধিৎসু চক্ষু দুটি তাহাদের উপর পতিত হইয়াছে। তিনি সাগ্রহে মোড়লদের প্রসাদ গ্রহণের জন্য ডাকিতেছেন। লজ্জিত মোড়লরা, ওরা বলি-তেছেন, —"আমরা আপনার কাছে অপরাধী, আগামীকল্য বাবা বিশ্বনাথের অন্নকূটের যেসব কাজ বাকী আছে, সেই সব কাজ আজ সারা রাত্রি জাগিয়া সুসম্পন্ন করিয়া দিব, আপনি আমাদের ক্ষমা করুন।" শ্রীশ্রীবাবার আজ আনন্দ আর ধরেনা। দেবীত্রৈলক্য তারিণী ও বাবা বিশ্বনাথের প্রসাদ, কোমরে কাপড় বাঁধিয়া, নিজ হস্তে পরিবেশন করিতেছেন।

আমরা মহাভারতে সর্প যজ্ঞের বর্ণনা দেখিতে পাই। কিন্তু একদা এই ভারতভূমির একাংশে অধুনা বাংলাদেশের স্বাধীন অন্তর্গত আদমপুর পল্লীর এই শিব বাড়ী অঞ্চলে পুনরায় সর্প যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই কথা ইতিহাস পুরানাদিতে লিখিত না হইলেও

ইহা সত্য। এই লেখার পূর্ব্বে কোনও প্রকারের লেখায় অদ্যাপিও ইহা প্রকাশিত হয় নাই, তথাপিও ইহা সত্য! ইহা সত্য!! ইহা সত্য!!!

এই যজ্ঞের অনুষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীশ্রীযোগেশ্বরী মাতা মহাদেবী। শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণাশ্রিত শিষ্য ব্রহ্মচারী বিষ্ণ্বানন্দের মাসতোত ভাইয়ের সর্পদংশন যোগ ছিল। এক জ্যোতির্বিদ্ পণ্ডিত তাহার কোষ্ঠী-পত্র গণনা করিয়া, নির্দিষ্ট দিন ও ক্ষণ বলিয়া দিয়াছিলেন, এই সময়ের মধ্যে জাতকের সর্প দংশনে নিশ্চিত মৃত্যু হইবে। এই জাতকের পিতা ও মাতা শ্রীমদ্ বিষ্ণ্বানন্দ ব্রহ্মচারীর সহিত শ্রীশ্রী-মায়ের মন্দিরে আগমন করিয়া, অন্ন-জল পরিত্যাগ করিয়া, আকুল ভাবে পুত্রের প্রাণ রক্ষার আবেদন শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণ-পদ্মে অশ্রু জলের সহিত রাখেন। শ্রীশ্রীমা তাহাদের প্রার্থনা গ্রহণ করিয়া, দেবীত্রৈলক্য তারিণী মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া, ধ্যান মগ্না হন। শ্রীশ্রীমায়ের, শ্রীশ্রীগুরুদেব তাঁহাকে বর দিয়াছেন, "যে দেবতাকে তিনি ধ্যান করিবেন, সেই দেবতা তাঁহার নিকট প্রকট হইবেন।" শ্রীশ্রীগুরু দত্ত মন্ত্রের সহিত, শ্রীশ্রীমা, নাগ-জননী মনসা দেবীর ধ্যান করেন। নাগ-জননী তাঁহার নিকট প্রকট হন। শ্রীশ্রীমা জাতকের জীবন রক্ষার্থ সর্প-যজ্ঞ করিবার অনুজ্ঞা প্রার্থনা করেন। যজ্ঞের অনুমতী প্রদান করিয়া নাগ-জননী দেবী অন্তর্হিতা হন। এবারে শ্রীশ্রীমা মন্দির দ্বার মুক্ত করিলেন এবং জাতকের

জীবন রক্ষার্থ সর্প-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবার নির্দ্দেশ প্রদান করিলেন। জাতকের পিতা ও মাতা ব্যবস্থা পত্র চাহিলেন, শ্রীশ্রীমা বলিলেন, —"একটি তাম্রনির্ম্মিত সর্প, বেদজ্ঞ পঞ্চ পণ্ডিত ব্রাহ্মণ, তন্মধ্যে, একজন সামবেদীয় ব্রাহ্মণ, একজন যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণ, একজন ঋক্‌বেদীয় ব্রাহ্মণ ও একজন অথর্ব্ববেদীয় ব্রাহ্মণ, পাঁচসের ঘৃত ও সোয়া মণ তিলাদী উপকরণ। তাহা ছাড়া বাবা বিশ্বনাথ, মনসাদেবী, জরৎকারু মুনি, আস্তিক মুনি, নাগরাজ বাসুকী, অনন্তাদি নাগ পূজার এবং পূজক, তন্ত্রধারক ও চর্ব্বকাদি সহ ষোড়শোপচার পূজা দ্রব্য সম্ভার প্রয়োজন। এতক্ষণে জাতকের পিতা ও মাতা আশ্বস্ত হইলেন। অন্ন জল গ্রহণ করিলেন। ব্যবস্থানুযায়ী সব প্রস্তুত করিয়া দিবেন বলিলেন। যথাবিধি যজ্ঞবেদী নির্ম্মিত হইল। যজ্ঞ পূর্ব্বদিনে এক বিশাল ফনাধারী, বিরাটকায় সর্প বিশ্বনাথ মন্দিরে আগমন করিয়া, তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া, ব্রাহ্মণদের ভয় দেখাইয়া যজ্ঞায়োজনে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে লাগিল।

পরদিন পূর্ব্বাহ্নে শ্রীশ্রীমায়ের অনুমতি লইয়া ব্রতী ব্রাহ্মণগণ সর্প-যজ্ঞের শুভারম্ভ করিলেন। নাগ পূজার্থ তাম্রনির্ম্মিত সর্প, রৌপ্যাসন, মধুপর্ক, বস্ত্র ও নৈবেদ্যাদি উপচার সুসজ্জিত করা হইল, আবার তাহার পার্শ্বে একটি নতুন আসন পাতিয়া, তাহাতে নববস্ত্রাদি দিয়া, পুরোভাগে একটি বড় নতুন পাত্রে পাঁচসের দুগ্ধ, মধু, দধি, ঘৃত ও পাকাকলাদি নৈবেদ্য সাজাইয়া রাখা হইল, আগন্তুক

জীবন্ত সাপের পূজোপচার হিসাবে। চারিদিকে রটিয়া গেল, আজ শিব বাড়ীতে 'সর্প-যজ্ঞ' অনুষ্ঠিত হইতেছে। সর্প যজ্ঞ দেখিবার জন্য সউৎসুক জনতা শিব বাড়ীতে আগমন করিতে লাগিলেন। গৃহ শীর্ষে, বৃক্ষশীর্ষে, পথে, প্রান্তরে হাজারে হাজারে কাতারে কাতারে মানুষ বসিয়া সর্পালোচনায় মুখর হইয়া উঠিলেন। এদিকে শ্রীশ্রীমা নাগ পূজা ব্রতী ব্রাহ্মণদের বলিলেন, —"আগন্তুক সর্প তাঁহার নিজ আসনে সমাসীন হইলে, একটি পঞ্চ-প্রদীপের আরতী করিতে হইবে।" তদানুযায়ী নতুন পঞ্চ-প্রদীপ সজ্জিত রহিয়াছে। যজ্ঞ বেদী হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ বেদ মন্ত্র গান করিয়া, কাষ্ঠ নির্মিত হস্ত (শ্রুক ও শ্রুত) দ্বারা ঘৃত লইয়া, বেদী প্রদক্ষিণ করিয়া "স্বাহা ইদমগ্নয়ে" বলিয়া বৈশ্বানরে ঘৃতাহুতি প্রদান করিতেছেন, তৎসঙ্গে তিলাদি উপকরণ, চরু ও সমিধ প্রভৃতি অগ্নিমুখে প্রদান করিয়া, নিজ আসনে উপবেশন করিতেছেন, তৎপর পুনর্বার বৈশ্বানরে মন্ত্র পড়িয়া ঘৃতাহুতি দান করিতেছেন। অগ্নিদেব লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিয়া হোতাদের মস্তক প্রমান উর্দ্ধ শিখায় আহুতি গ্রহণ করিতেছেন। এই ভাবে পূজা ও হোম শেষ হইতে চলিল। এক্ষণে পূর্ণাহুতির আর দেরী নাই। দিনমনি অস্তাচলে আরোহন করিতেছেন। সর্পকুল মন্ত্রের আকর্ষনে আজ আকুল, তাহারা জনকলরোলের মধ্যে এই বিশাল জনরণ্যে পথ করিয়া যজ্ঞ বেদীতেকেহই আসিতে পারিতেছেনা। যদিবা কেহ একপা অগ্রসর হয়,

অমনি বৃক্ষারূঢ়, গৃহশীর্ষারূঢ় ও পথচারী মানুষরা চীৎকার করে, —"সাপ আসিতেছে! সাপ আসিতেছে!!" অমনি তাহারা ঘাস বনে, কচু বনে, বাঁশ বনে আশ্রয় গ্রহণ করে, অন্যথায় অগণিত মানুষ চারিদিক হইতে তাদের ঘিরিয়া ফেলে। পূর্ণাহুতি বৈশ্বানরে প্রদান করিবার জন্য যখন প্রধান হোতা নববস্ত্র, স্বর্ণ কণিকা, নারিকেল, তাম্বুল, গুবাক্ প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া একত্রিত করিতেছেন, তখন তিনি প্রথম দেখিতে পাইলেন, দুগ্ধ ভাণ্ডে প্রবেশ করিয়া সর্প দুগ্ধ পান করিতেছেন। ভয়ে-ভক্তিতে অভিভূত, বিস্ময়ান্বিত ও আনন্দিত হোতৃ প্রধান শ্রীশ্রীমাকে সর্পাগমণ বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। শ্রীশ্রীমা যখন করযোড়ে বেদীতলে সর্পমুখে দণ্ডায়মান হইলেন, সর্প তখন দুগ্ধাদি পানে পরিতৃপ্ত হইয়া, মাতৃ মুখে ফণা তুলিয়া দুলিতে লাগিল। শ্রীশ্রীমা বলিলেন, —"বাবা আপনি নিজ আসনে বিশ্রাম করুণ, ব্রাহ্মণদের ভয় দেখাইবেন না, অবশিষ্ট কর্ম তাদের নির্ভয়ে করিতে দিন, কর্মান্তে আপনি নিজ মন্দিরে বিজয়া করিবেন।" অমনি সর্প নিজ আসনে নববস্ত্রের উপর কুণ্ডলী পাকাইয়া, আরামে বিশ্রাম করিতে লাগিল। পূর্ণাহুতি প্রদানান্তে আরতি ও শান্তিবারি অভিসিঞ্চনান্তে দক্ষিণান্ত হইয়া সর্প-যজ্ঞ সমাপ্ত হইল। নাগ জননী মনসাদেবী, নাগরাজ বাসুকী ও অনন্তাদি নাগ পূজার যাবতীয় নৈবেদ্য নাগবলি সহ নাগতলায় (একটি নির্জ্জন বৃক্ষতলে) নাগ কুলের ভোজনার্থ পরি-

বেশিত হইল। যে আসনে ও বস্ত্রে সর্প অধিষ্ঠান করিয়া ছিল, সেই বস্ত্রে লীলা দংশন করিয়া বিশোদ্‌গিরণদ্বারা, সর্প জাতককে সর্প দংশন যোগ হইতে চিরকালের জন্য অব্যাহতি প্রদান করিয়াছিল। নদীগর্ভে সেই বস্ত্র ও আসন প্রোথিত হইয়াছিল। অদ্যাপিও সেই ভাগ্যবান্ জাতক সুস্থদেহে জীবিত আছেন। আমাদের যোগেশ্বরী শ্রীশ্রীমহাদেবীমায়ের অপূর্ব্ব জীবনী চতুর্দশ ভুবনবাসীর পূণ্য কাহিনী সঞ্জড়িত, তন্মধ্যে সুরলোক ও নাগলোকের বৈচিত্র কাহিনী সংখ্যায় অধিক, তাই এখানে এ বিষয়ে কিছু আলোচনা হইতেছে।

ষোড়শীদিদি (শ্রীশ্রীবাবা মদন মোহন দেবের কনিষ্ঠা কন্যা) যখন অবিবাহিতা কুমারী, দৌহিত্র শ্রীকাপ্তেনদা যখন কয়েকমাসের শিশু, সেই সময়ে একদিন গভীর রাত্রে গৃহভর্ত্তি লোকজনের মধ্যে যেখানে শিশু দৌহিত্র নিদ্রিত আছে, সেইখানে একটি সাপও শয্যায় নিদ্রিত আছে। ইহা প্রথম দেখিলেন শ্রীশ্রীবাবা মদন মোহন, তিনি বিস্ময়ে, ভয়ে হতবাক্ হইয়া কথা বলিতে পারিতেছেন না। গোঁ গোঁ করিয়া অঙ্গুলী নির্দ্দেশে শ্রীশ্রীমাকে দেখাইলেন, শ্রীশ্রীমা অমনি ধূনচি প্রস্তুত করিয়া, যেখানে সর্প নিদ্রিত আছে, সেখানে গিয়া দাঁড়াইলেন। সর্প জাগিল, ফণা বিস্তার করিল, নিজ সংকুচিত দেহ প্রসারিত করিয়া শ্রীশ্রীমায়ের করস্থ ধুনোচি পর্য্যন্ত জিহ্বা বিস্তার করিয়া ধুনা আঘ্রান করিতে লাগিল।

গৃহস্থিত নিদ্রিতরা জাগিলেন, তাঁহাদের ক্রন্দন রোলে পাড়া জাগরিত হইল। যুবারা সর্প মারিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। শ্রীশ্রীমা সর্পের উদ্দেশ্যে বলিলেন, —"বাবা! আপনি মহানাগ, উদয়ন, বিশ্বনাথের মস্তকে বিরাজ করেন। নিজদেহ সংকুচিত করিয়া ক্ষুদ্রাকৃতি হইতে এবং প্রসারিত করিয়া বিরাটকায় হইতে পারেন। যথেচ্ছ রঙে নিজ দেহ রঙ্গিন করিতে পারেন। আপনাকে দর্শন করিবার পবিত্র বাসনা আমার মানসে উদিত হইয়াছিল, তাই আমার আব্দার রক্ষা করিবার জন্য আপনি কষ্ট স্বীকার করিয়া, আমার গৃহে পদার্পন করিয়া এ গৃহ পবিত্র করিয়াছেন, যান বাবা! আপনি এখন বাবা বিশ্বনাথের সহিত মিলিত হউন।" এই প্রার্থনা জানাইয়া শ্রীশ্রীমা নিজ ললাটদেশে ধুনোচি ঠেকাইয়া প্রনাম করিলেন। সর্প অমনি শ্রীশ্রীমায়ের মস্তক পর্য্যন্ত ফণা তুলিয়া জিহ্বাদ্বারা শ্রীশ্রীমায়ের মস্তক স্পর্শ করিয়া আঘ্রান করিলেন। এতক্ষণে শ্রীশ্রীবাবা মদন মোহনের সর্পভীতি কাটিয়া গিয়াছে, তিনি সবাইকে বলিতেছেন, —"ভয় নাই, ইঁনি বাবা বিশ্বনাথের সাপ, কাহাকেও দংশন করিবেন না।" এগৃহে এক্ষণে আর কেহ কাঁদিতেছেন না, সবাই হতবাক্, স্তম্ভিত, চিত্রার্পিতবৎ সর্পসহ স্থির রহিয়াছেন। মহানাগ এবারে তাঁহার দেহ সংকুচিত করিয়া ক্ষুদ্রাকৃতি হইলেন এবং আঁকিয়া বাঁকিয়া শ্রীশ্রীমাকে প্রদক্ষিণ করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইলেন। পাড়ার যুবারা শ্রীশ্রীমার

অজ্ঞাতসারে সর্পকে হত্যা করিবার জন্য আলোকমালায় প্রান্তর আলোকিত করিয়া, লাঠি, বল্লম, চৌকিসার প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া সর্পের আগমন প্রতিক্ষা করিতেছিল। মহানাগ সেই প্রতিক্ষিতদের সম্মুখে আসিয়া, আম্রবৃক্ষতলায় লাঙ্গুলের উপর ভর দিয়া বিশাল ফণা বিস্তার করিয়া, স্বর্ণ রঙে রঙ্গিন বিরাটকায় হইয়া ভীষণ তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে দংশন করিবার ভানে দুলিতে লাগিলেন। যুবকগণ এবম্বিধ মহানাগ উদয়নকে দেখিয়া ভয়ে অভিভূত হইয়া, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। তাহাদের হাতের অস্ত্র হাত হইতে খসিয়া পড়িল, তাহাদের মনে হইতে লাগিল সাপটা আম্রবৃক্ষ প্রমান দীর্ঘ হইতে পারে, এখন তাহাদের প্রাণ-রক্ষার উপায় কি ? ভয়-কম্পিত কণ্ঠে তাহারা এখন শ্রীশ্রীমহা-দেবীমাকে ডাকিতে লাগিল, —"ঠাকুরমা গো ! বৌদিদি গো ! কাকীমা গো ! জ্যেঠাইমা গো ! মহাদেবীমা গো ! কৈলাশ কামিনীমা গো ! আপনার সাপ আমাদের মাথায় ছোবল দিচ্ছে গো ! আমাদের বাঁচাও গো !!" শ্রীশ্রীমা দুগ্ধ ও গুড় যোগাড় করিয়া একটি মৃৎপাত্রে সর্পবলি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতে ছিলেন, তিনি এক্ষণে পরিচিত কণ্ঠের ক্রন্দনধ্বনি শ্রবন করিয়া, দ্রুতপদে পুষ্প ও জলপূর্ণ কমণ্ডলু হস্তে "প্রসন্ন হও বাবা বিশ্বনাথ" সুমধুর স্বরে স্তুতি পড়িতে পড়িতে আমতলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্বর্ণাকৃতি মহানাগ উদয়ন, এবারে শ্রীশ্রীমার দিকে ফিরিয়া তর্জ্জন

গর্জ্জন পরিত্যাগ করিয়া, তন্ময় হইয়া, শ্রীশ্রীমার সুমধুর কণ্ঠস্বর শুনিতে লাগিলেন। মুক্ত গগণতলে, শিববাড়ীর আমতলায়, আজ কি অপরূপ রূপচিত্র! স্বর্ণবর্ণ ফণী, তার বিস্তারিত ফণায় দুটি জিহ্বা লক্‌লক্ করছে। আর তার সম্মুখে কমণ্ডলু-করে যোগ-জ্যোতির্ম্ময়ী তপ্ত-কাঞ্চন-বর্ণা শ্রীশ্রীযোগেশ্বরী মহাদেবী মাতা। শ্রীশ্রীমাতার শ্রীবদনে, শ্রীনয়নে, শ্রীচরণ পদ্মে আজ কি অপূর্ব্ব রূপমাধুরী বিরাজ করছে। চারিদিকে চঞ্চল জনতা, কিন্তু তাদের চঞ্চল চক্ষু দুটি এখানে অচঞ্চল হয়ে রয়েছে। শ্রীশ্রীমা মহানাগের অঙ্গে পুষ্প-বর্ষন ওপুষ্পবারি সিঞ্চন করিলেন এবং সর্পবলি পুরোভাগে রাখি-লেন। স্বর্ণাকৃতি মহানাগ উদয়ন পুনর্বার নিজদেহ সংকুচিত করি-লেন এবং সর্পবলি গ্রহণ করিয়া শান্তভাবে কিছুদূর গিয়া অদৃশ্য হইলেন।

একদা চট্টগ্রামে দেব পাহাড়স্থ শ্রীশ্রীযোগেশ্বরী মহাদেবী মায়ের আশ্রমে নিকুঞ্জ কিশোর চক্রবর্ত্তীদাদা প্রভৃতি প্রাচীন শিষ্যগণ সমবেত হইয়াছেন। নিকুঞ্জদাদার আবদার অনুযায়ী পর দিবস বাবা পাগলনাথের ভোগের জন্য বহুবিধ অন্নব্যঞ্জনের আয়োজন চলিতেছে। শ্রীশ্রীমা নিকুঞ্জদা ও নবদ্বীপদাকে প্রত্যুষে কিছু জ্বালানী কাঠ জোগাড় করিবার ভার দিয়াছেন। সেই অনুযায়ী দুই পুঙ্গব অনুসঙ্গী অপর ভাইদের লইয়া অতি প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিয়া, দুইটি কুঠার ও দুইটি ঝুড়ি লইয়া দুই দলে ভাগ হইয়া, কাষ্ঠ

আহরণে দুই দিকে যাত্রা করিলেন। নিকুঞ্জদা সাথীদের সহিত অল্প কিছুদূর গিয়া, একটি বৃক্ষ বাছিয়া লইয়াছেন, সবল হস্তে কুঠার ধারণ করিয়া এক কোপ মারিয়াছেন, অমনি বৃক্ষের উপর হইতে তাঁহার মাথায়, পৃষ্ঠে, বাহুতে, মাটিতে সর্প ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। পতিত সর্পগুলি ফণা তুলিয়া দংশন করিতে উদ্যত হইল। এই দৃশ্য দেখিয়া, কুঠারটি মাটিতে ফেলিয়া দিয়া, মাগো! বাবাগো! বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে আশ্রমের দিকে ছুটিলেন, অনুসঙ্গীরাও তাহাই করিলেন। শ্রীশ্রীমা সব শুনিয়া বলিলেন, —"মা মনসার গাছে কোপ মারিয়াছিস্।" নিকুঞ্জদা কিছুতেই স্বীকার করিলেন না, বলিলেন, —"না মা, না মা, একটা শুক্‌নো গাছ বেছে নিয়ে ছিলাম।" শ্রীশ্রীমা বলিলেন, —"তবে চল্ আমার সাম্‌নে সাম্‌নে, আমি দেখে সব বুঝবো।" যথাস্থানে আসিয়া, দেখিয়া সবই বুঝিলেন, মনসা গাছেই কোপ্ মারা হইয়াছে। শ্রীশ্রীমা মনসা গাছের ক্ষতস্থানে পদ্মহস্ত বারংবার বুলাইয়া বলিতে লাগিলেন, —"মা! নাগ জননী! আমার সন্তান অন্যবৃক্ষ জ্ঞানে আপনার দেহে আঘাত করিয়া আপনাকে ব্যাথা দিয়াছে। তাকে নিজগুণে ক্ষমা করুন। বাবা বিশ্বনাথ আপনার ব্যাথা নিরাময় করুন। মা! অজ্ঞান পুত্রকে মার্জনা করুন।" পুত্রদের আদেশ করিলেন, —"ফুল, বেলপাতা, শ্বেত চন্দন, দুধ, গুড়, পাকাকলা, সিন্দুর প্রভৃতি যোগাড় করে স্নান সেরে এখানে

এসে পূজা করবে এবং অন্ন-ব্যঙ্গনাদি এনে নিবেদন করবে।" স্নানান্তে, দাদারা সব পূজোপকরণ লইয়া মা মনসাদেবীর পূজা দিতে চলিলেন। একজন কেবল পায়েস, পিষ্টক, খিঁচুড়ী, অন্ন ও ব্যঞ্জনাদি পাতায় পাতায় সাজাইয়া, ঝুড়িতে পুরিয়া, মাথায় বসাইয়া, কিছু পরে রওনা হইলেন। এখানে আসিয়া একজন স্থান মার্জ্জনা করিলেন, অপরজন গঙ্গা জলের ছিটা দিলেন, অন্যজন মা মনসার ক্ষতস্থানে সিন্দুরের টিকা লাগাইলেন। গঙ্গাজল, গুড় ও দুধ গাছের গোড়ায় ঢলিয়া, দেবীর স্নান সমাপন করিলেন। অপর কেহ পুস্পপাত্র মিষ্টান্ন ফলমূল নৈবেদ্য প্রস্তুত করিলেন। ততক্ষণে মনীন্দ্রদাদা (শ্রীমনীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য) উভাসনে বসিয়া গায়ত্রী পড়িয়া, মা মনসাদেবীর ধ্যান ধরিয়াছেন, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া —(ওঁ দেবী মম্বামহীনাং) এক্ষণে দাদারা সবাই সাপ সাপ বলিতে বলিতে লাফাইয়া লাফাইয়া পলাইতেছেন, এখন মনীদা চক্ষু খুলিয়া সামনে কয়েকটি সর্পকে তাঁহার দিকে আসিতে দেখিলেন, তিনি অতি দ্রুত পূজাসন ছাড়িয়া দাঁড়াইলেন, ফিরিয়া দেখেন, চারিদিক হইতে সাপ আসিয়া পড়িতেছে, অমনি সাপের উপর পা না দিয়া লাফাইয়া লাফাইয়া, ঘর্মাক্ত কলেবরে দাদাদের সহিত মিলিত হইলেন। এদিকে যেদাদা অন্ন পরমান্নাদি নৈবেদ্য মাথায় বসাইয়া আসিতেছিলেন, তিনি সহসা তার পুরোভাগে এক বাঁশ প্রমান লম্বা এক অজগর সাপকে দেখিলেন, তিনি থমকাইয়া দাঁড়াইলেন,

এখন তাঁহার দৃষ্টি পড়িল আর একটি অজগর জাতীয় সাপ যেপথে তিনি চলিতেছেন, সেই পথের গাছের আড়ালে শুইয়া মাথা তুলিয়া তাঁহার মাথার ঝুড়ি লক্ষ্যে জিহ্বা বাড়াইতেছে, অমনি মাগো! মাগো! বলিতে বলিতে মাথার নৈবেদ্য ঝুড়ি সেইখানে নামাইয়া পেছনে ফিরিয়া ছুটিতে লাগিলেন। এইভাবে দাদারা ঘর্মাক্ত কলেবরে আশ্রমে প্রবেশ করিয়া, শ্রীশ্রীমাকে তাঁহাদের দুঃখের কথা বলিতে লাগিলেন। সব শুনিয়া শ্রীশ্রীমা চোখে, মুখে, শুধু আনন্দের হাসি হাসিতে লাগিলেন।

কয়েকজন বৈষ্ণব আসিয়াছেন, শ্রীশ্রীমাকে কীর্ত্তন শুনাই-বেন, শ্রীশ্রীমা তাহাদের বলিয়াছেন, "—আপনারা এখন বাবার প্রসাদ গ্রহণ করুণ, বৈকালে কীর্ত্তন করিবেন।" এখন বেলা পড়িয়াছে। আহারান্তে শ্রীশ্রীমা বিছানায় বিশ্রাম করিতেছেন, দাদারাও বিশ্রামে আছেন। সংকীর্ত্তন শুরু করিয়াছেন বৈষ্ণবরা, 'এস হে গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দে সঙ্গে করি —' সহসা তাহারা দেখিয়া-ছেন দুই জানালায় দুই ফণী ফণা তুলিয়া উঁকি মারিতেছে, তাদের মধ্যে কেহ কেহ ভয়ে বিস্ময়ে কীর্ত্তন ও বাজনা বন্ধ করিয়াছেন, এদিকে যতই কীর্ত্তন বন্ধ হইতেছে, ততই ফণীরা ক্রোধে অধির হইয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছেন, এক্ষণে শ্রীশ্রীমার টনক নড়িয়াছে, তিনি একবার দেখিয়া সব বুঝিয়া লইয়াছেন, সংকীর্ত্তনরত বৈষ্ণবদের উদ্দেশ্যে শ্রীশ্রীমা বলিলেন, "—এই নাগযুবারা হরিনাম সংকীর্ত্তন

শ্রবণ করিতে আসিয়াছেন। যথা নিয়মে কীর্ত্তন শেষ হইলে ইঁহারা শান্তভাবে এইস্থান পরিত্যাগ করিবেন, তাহা না হইলে এই সর্প যুবারা আপনাদিগকে ক্ষমা করিবেন না। আপনারা কীর্ত্তন বন্ধ করিতেছেন বলিয়া ইঁহারা ক্রুদ্ধ হইতেছেন, ভালভাবে কীর্ত্তন করিলে ইঁহারা শান্ত হইয়া শ্রবণ করিবেন।" শ্রীশ্রীমায়ের মুখ নিসৃত এই অমৃত বানী কীর্ত্তনীয়াদের নতুন প্রেরণা দান করিল। তাহারা দাঁড়াইয়া খোল, করতাল ও সিঙ্গাধ্বনি সহকারে নাচিতে নাচিতে হরিগুণ গান করিতে লাগিলেন। সর্প যুবারাও শান্তভাবে কীর্ত্তন শুনিতে লাগিলেন। যথানিয়মে কীর্ত্তন শেষ হইল, সর্প যুবারাও স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

এক বিপ্রশিশু তাঁহার পিতা ও মাতার সহিত দেব পাহাড়স্থ শ্রীশ্রীমার আশ্রমে আসা যাওয়া করিতেন। তিনি যখন আসিতেন তখন দেখিতেন শ্রীশ্রীমার অঙ্গে ও বিছানায় সর্প চলাচল করিতেছে। তিনি যখন কিশোর, নিকটবর্ত্তী এক বিদ্যালয়ের ছাত্র হন। প্রতিদিন টিফিনের ঘণ্টা বাজিলেই, তিনি শ্রীশ্রীমার আশ্রমে ছুটিয়া আসিতেন, প্রধান আকর্ষন তাঁর, শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীঅঙ্গে ফণীকুলের আনাগোনা। তর্জ্জন গর্জ্জন নাই, দংশনের কোন অভিপ্রায় নাই, নিজ খেয়ালে ফণী ফণাধরে, অবাধ গতি তাহাদের আশ্রমে। এইসব দেখিয়া তিনি আনন্দ পান, তাঁহার ইচ্ছা হয় সাপগুলিকে ধরিয়া এইভাবে তাঁহার নিজ অঙ্গে চালাই-

বেন, কিন্তু তাহা হয় না। শ্রীশ্রীমা তাহাকে স্নেহ করিয়া এক গ্রাস মাখা প্রসাদ দেন, তিনি পরমানন্দে তাহা ভক্ষণ করেন, রসগোল্লা, সন্দেশ অপেক্ষাও এই গোল প্রসাদ তাঁহার কাছে লোভনীয়। তিনি ইহার মধ্যে সুক্তো, তেতো, ভাজা, ডাল, তরকারী, ঝোল, অম্বল, পায়েস, পিষ্টক, খিঁচুড়ি সব জিনিসেরই আস্বাদ প্রাপ্ত হন। দৈবাৎ কোন দিন শ্রীশ্রীমার শ্রীঅঙ্গে সর্প দেখিতে না পাইলে, তিনি ওৎ পাতিয়া বসিয়া থাকেন কখন সাপ শ্রীশ্রীমার গায়ে আসিবে! এইভাবে প্রথম জীবনে তিনি সাপকে ভালবাসেন তাঁহারও সর্প-ভীতি নাই তিনি কোনদিন সর্প হত্যা করেন নাই। তিনি দেখেন সর্প শ্রীশ্রীমার গায়ে আসিলে শ্রীশ্রীমার সৌন্দর্য অনেক বাড়িয়া যায়। যখন মেরুদণ্ড বাহিয়া সাপ মাথায় উঠিয়া, গোল পাকাইয়া লীলায় ফণা ধরে, তখন শ্রীশ্রীমার শ্রীবদন হয় অপরূপ রূপোচ্ছল, আর তখন কিশোর হন আনন্দে উছল। সেই কিশোর এখন ষষ্ঠী-তম বর্ষিয়ান্ হইয়াও কর্মে এবং উৎসাহে এক নবযুবা। জীবনের প্রথম সোপান তাঁর মাতৃ স্নেহে গড়া, তাই তিনি আজ মহাসাধিকা মা আনন্দময়ীর প্রিয় সহচর এবং সিদ্ধমহাপুরুষ গোপাল ঠাকুরের প্রিয় শিষ্য। তিনি ব্রহ্ম সাধক ও ব্রহ্মচারী এবং প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক, তাঁহার নাম ব্রহ্মচারী শ্রীদেব প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় দেবশর্মা, ২১৪/১, বামাচরণ রায় রোড, বেহালা, কলিকাতা-৩৪ তাঁর স্থায়ী নিবাস।

একদা রেঙ্গুন হাইকোর্টের এক প্রসিদ্ধ এড্ভোকেট্ আদম-পুর পল্লীর পথে পথে পাগলের মত মানুষকে দেখলেই সুধান, —"আমার রাঙ্গামা কৈ ? আপনারা বলে দিন, আমার রাঙ্গা মা কোথায় থাকেন ? আমি যে তাঁকে রেঙ্গুন হাইকোর্টের পথে, এক ব্রিজের উপর দাঁড়িয়ে থাক্তে প্রথম দেখেছি। দেখেছি তাঁর জটা মস্তক হতে পদ প্রান্ত পর্যন্ত লম্বিত। হাতে তাঁর ত্রিশূল, কমণ্ডলু ও খর্পর, আলতায় তাঁর রাঙ্গা পা দুখানি সমুজ্জল, সিন্দুরে রাঙ্গা ললাট তাঁর জ্বল্ জ্বল্ কোরছে, রাঙ্গাপাড়ের রাঙ্গা শাড়ী দিয়ে তাঁর গৌরবোজ্জল দেহখানি আবৃত, বদনে তাঁর পূর্ণচন্দ্রের কমনীয়তা, নয়নে তাঁর শিশু রবির কিরণছটা, কমণ্ডলুর গঙ্গোদক আমার মাথায় সিঞ্চন কোরে, আমার কর্ণে মহা-মন্ত্র দীক্ষা দিলেন রাঙ্গামা আমার। মূর্খ আমি, তাঁকে ফেলে চোল্লাম হাইকোর্টে, সেখানে গিয়ে রাঙ্গামার পরিচয় জানবার বাসনা হোল আমার। সেই ক্ষণ থেকে সারা ভারত ঘুরে ঘুরে খুঁজছি আমার রাঙ্গামাকে, মাগো ! রাঙ্গা-মাগো ! কোথায় তুমি ? আমায় দেখা দাও !!" এক বিশাল জনতা তাঁকে ঘিরে শিববাড়ীতে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে নিয়ে এলেন, এবারে এড্ভোকেট্ শ্রীশ্রীমায়ের পায়ে মাথা রেখে শুধু বুকফাটা কান্না কাঁদতে লাগলেন। শ্রীশ্রীমা তাঁকে নিজ আসনে বসিয়ে, নিজ আঁচলে তাঁর চোখ মুছিয়ে, তাঁর মুখে দিলেন সস্নেহে প্রাসাদ। প্রসাদ পেলেন তিনি, অশ্রু জলে নিজ অঙ্গ ও মাতৃ অঙ্গ সিক্তকরে,

আর ভাষা নাই, কেবল অশ্রু, কেবল কান্না, অঝোর ঝোরে কাঁদছেন তিনি, তাই দেখে কাঁদছেন জনতা, কাঁদছেন শ্রীশ্রীমা নিজে। এইভাবে কিছুক্ষণ কাটলো, আত্ম সংম্বরণ করে শ্রীশ্রীমা বলিলেন এড্‌ভোকেটকে, —"অশ্রু সংম্বরণ কর বাপ্‌, বল, তুমি কি চাও?" এড্‌ভোকেট বলিলেন, —"মা আমি চাই, তোমার সেই রূপ দেখতে, যেই রূপে তুমি আমায় কৃপা করেছিলে! এবারে শ্রীশ্রীমা নবীন কিশোর দাদাকে বললেন, —"নিয়ে এসো বিশ্বনাথ মন্দির হতে, আমার ত্রিশূল, খর্পর, কমণ্ডলু, শাড়ী, শাঁখা, সিন্দুর, আলতা যা গোছান আছে।" শ্রীশ্রীমা নব সাজে সজ্জিতা হয়ে দাঁড়ালেন এড্‌ভোকেট পুত্রের সামনে। এই সেই মাতৃমূর্ত্তি, অন্তর পুরা প্রত্যয় নিয়ে, 'মা পেয়েছি! মা পেয়েছি!! আমার রাঙ্গামাকে পেয়েছি!!!' বলে দণ্ডবৎ প্রনাম করে পুত্র এবারে, আনন্দে অধির হয়ে, মহানন্দে হাসতে লাগলো এবং বলতে লাগলো, —'জয়মা রাঙ্গামা! জয়মা শ্রীশ্রীযোগেশ্বরী মহাদেবী মা! জয়মা শ্রীশ্রীকৈলাশ কামিনী মা!' যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পরম ভক্ত, বেলুরমঠের সমাশ্রিত সন্তান, শ্রীশ্রীমাতা সারদেশ্বরীদেবীর প্রিয় শিষ্য, ভূতপূর্ব্ব চাটার্ড একাউন্টেণ্ড, শ্রীনরেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় স্বীয় পুস্তকে নিজ জীবন চরিত বর্ণনার মধ্যে ঢাকার শ্রীশ্রীরাঙ্গামার স্নেহ পাওয়ার যে কথা লিখিয়াছেন, তাহা আমাদের শ্রীশ্রীযোগেশ্বরী মহাদেবী মায়ের প্রসঙ্গ কিনা, তাহা বিতর্কের বস্তু হয়ে রইল, আমাদের নিকট।

আজ শিব বাড়ীর পথে একের কণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে,— "বন্দেমাতরম্ !" পরক্ষণে বহুকণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হইতেছে,— "বন্দেমাতরম্ !!" এই মহামন্ত্রের ধ্বনি ত্রৈলক্য তারিনী মন্দিরাভ্যন্তরে কর্মব্যস্ত শ্রীশ্রীযোগেশ্বরী কৈলাশ কামিনী মাকে আকর্ষিত করিয়া, বহিরাঙ্গনে আনয়ন করিল। অমনি কারা-প্রত্যাবৃত জনগণাভিনন্দিত মস্তকস্থ পুষ্পমাল্য শ্রীশ্রীমায়ের চরণে রাখিয়া, "বন্দেমাতরম্" বলিয়া প্রণত হইলেন, বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রীরমেশ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মহাশয়। অতঃপর অগণিত হিন্দু মুস্‌লিম কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হইল "বন্দেমাতরম্।" স্নেহময়ী জননী সন্তানের মস্তকে হস্ত রাখিয়া স্নেহ করিতে লাগিলেন। গর্ব্বিত ও স্নেহধন্য সন্তান করযোড়ে প্রার্থনা করিলেন, —"মা! আমাকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমি যেন বীরের মত যুদ্ধ করে মরি।" শ্রীশ্রীমা আশীর্ব্বাদ করলেন,—"তাই হবে আমি আশীর্ব্বাদ করছি; তুমি বীরের মত মরবে।" বীর সন্তান আবার প্রার্থনা করলেন,— "মা! আমি কখন কোথায় মরব তার ত কোন ঠিক ঠিকানা নাই, তার আগে তোমার এই অভয় পদে আমার এই শিশুপুত্র শৈলেশকে এবং পত্নি শ্রীমতী নিরুবালাকে রাখছি, তুমি তাদের পায়ে স্থান দিও মা।" শ্রীশ্রীমা বলিলেন, —"তোমার পত্নি ও শিশু পুত্রকে আমি নিলাম। তুমি তাদের এনে আমাকে একবার দেখাও।" এবারে সন্তান উত্তর দিলেন, —"তুমিত জান মা, পরাধীনা দেশ—

মাতৃকার শৃঙ্খলমুক্তিই আমার জীবনের একমাত্র ব্রত, তার প্রয়োজনে আমি গৃহ ছাড়া, যাযাবর। কখন কোথায় থাকি তার স্থির নাই, তুমিত মা সর্ব্বতশ্চক্ষুঃ, তোমায় দেখাতে হবে কেন?" শ্রীশ্রীমা হাসিলেন, বীর সন্তান হাসিলেন, হাসিলেন তার সহকর্মী কারা প্রত্যাগত অপর স্বাধীনতা সংগ্রামীগণ ও সমাগত জনসাধারণ। শ্রীশ্রীমা সবাইকে সস্নেহে ত্রৈলক্য তারিণী দেবীর প্রসাদ বিলাইতে লাগিলেন।

কুমিল্লা সহরে জন্মাষ্টমী মিছিলে বাধাদানকারী আহত এক মুসলমান হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করিবার পর, তাহার মৃতদেহ লইয়া মুস্‌লিম জনতা শোভাযাত্রা করেন। অতঃপর সহস্র সহস্র মুসলমান্ অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া কুমিল্লা সহরস্থ, এই বীর স্বাধীনতা সংগ্রামীর পাড়া আক্রমন করেন। তখন এই বীর একখানি লাঠি মাত্র সহায়ে বারংবার দাঙ্গাকারীদের বিতারণ করেন এবং —"কে আছ বন্ধু আমার একখানা বন্দুক এনে দাও" এই কথা বারংবার বলিতে থাকেন। ইনি যখন সন্মুখ লক্ষ্যে দাঙ্গাকারীদের সহিত যষ্ঠি-সহায়ে যুদ্ধ করিতেছিলেন, তখন ইহার অজ্ঞাতসারে একদল দাঙ্গাকারী পশ্চাদ্‌ভাগ হইতে অতর্কিত আক্রমন করিয়া এই বীরকে ধরাশায়ী করেন। ইহার রক্তাপ্লুত দেহখানি আত্মীয়-স্বজনদের-দ্বারা হাসপাতালে নীত হয়, দীর্ঘ সময় অতীত হইলেও সাম্প্রদায়িক কারণে, বিনা ঔষধে, বিনা চিকিৎসায়, হাসপাতাল চত্বরে এই বীর

শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ইহার পত্নি, পুত্র ও পৌত্রগণ অদ্যা-পিও মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিতেছেন যে, শ্রীশ্রীযোগেশ্বরী মাতা মহা-দেবীই তাহাদের জীবন রক্ষয়িত্রী এবং জীবিকাপ্রদাত্রী। অধুনা মহামান্য ভারত সরকার এই স্বাধীনতা সংগ্রামীর পত্নিকে স্বাধীনতা সংগ্রামী পেনসন্ প্রদান করিতেছেন।

শ্রীশ্রীমায়ের নিকট সহিংস ওঅহিংস স্বাধীনতা সংগ্রামীরা আসা-যাওয়া করেন এবং বৃটিশ বিরোধী কথাবার্ত্তা আলোচনা করেন। ত্রৈলক্য মহারাজের কর্মসঙ্গী, অনুশীলন সমিতির নেতৃ-স্থানীয় শ্রীরমেশ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, শ্রীনবদ্বীপ পাল প্রভৃতি বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী মানবগণ শ্রীশ্রীমায়ের অন্তরঙ্গ শিষ্যভক্ত ছিলেন। তন্মধ্যে, শ্রীরমেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বিপ্লবী সন্তানগণ রাজ-নৈতিক কারণে দীর্ঘদিন কারাবরণ করেন। আবুমিঞা ও নিশা-মনি মালী প্রভৃতি সন্তানগণ নারায়নগঞ্জে পুলিশের সহিত একদা খণ্ড যুদ্ধ করেন। এইসব কারণে বৃটিশ সরকার শ্রীশ্রীমাকে স্বগৃহে অন্তরীণ করেন। সহসা একদা পুলিশ বাহিনীর সহ-মহকুমা পুলিশ ইনিস্পেক্-টর মহাশয় শিববাড়ীতে উপস্থিত হইয়া, একটি বড় মাছ শ্রীশ্রীমাকে উপহার দিয়া বলিলেন, —"মহামান্য সরকার আপনাকে নিজ গৃহে বন্দী রাখিয়া আপনার গতিবিধি নিয়ন্ত্রন করিতে চান। অতএব অদ্য হইতে আপনাকে পুলিশ বেষ্ঠনীর মধ্যে অবস্থান করিতে হইবে।" পুলিশ ছাউনি বসাইয়া, শ্রীশ্রীমাকে গৃহে অন্তরীণ

করিয়া, তিনি চলিয়া যান। কিছুদিনের মধ্যেই পুলিশ বাহিনী শ্রীশ্রীমার ভক্ত হইয়া পড়িলেন। তাহারা শ্রীশ্রীমায়ের হাতের প্রসাদ গ্রহণ করিয়া, মহানন্দে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা-রতির বাজনা বাজাইতে লাগিলেন এবং শ্রীশ্রীযোগেশ্বরী মহাদেবী মাতার জয়নাদে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করিতে লাগিলেন। ব্যাপারটা কর্তৃপক্ষের মোটেই মনঃপূত হইতেছিল না, তাই তাহারা ঘন ঘন পুলিশ পিকেট্ বদলি করিতে লাগিলেন। কখনো শিখ, কখনো মারাঠি, কখনো নেপালী বাহিনী বদলী হইয়া আসিতে লাগিলেন। ইহাতেও অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হইল না। শ্রীশ্রী-মায়ের প্রভাবে পুলিশ বাহিনী প্রভাবিত হইতে থাকিলেন। এই সময়ে এক মারাঠী পুলিশ শ্রীশ্রীমায়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া; চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া, সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া, ভারত ভ্রমন করিতে লাগিলেন। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ সবদিক বিবেচনা করিয়া, পুলিশ বাহিনী প্রত্যাহার করিয়া লইলেন। অতঃপর গুপ্তচর বিভাগের প্রচ্ছন্ন প্রমান বিহীন পর্য্যবেক্ষণ শ্রীশ্রীমায়ের শান্তি বিঘ্নিত করিতে লাগিল। পুনরায় চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন হইবার পর সাম্প্রদায়ি-কতাবাদী গোঁড়া মুসলমান দলের গোপন উস্কানিতে চট্টগ্রামের মুসলমানরা শ্রীশ্রীমহাদেবীমাই এই সব পরিচালনা করিতেছেন, দেব পাহার আশ্রমই এই সব কার্য্যের কেন্দ্রস্থল ইত্যাদি মিথ্যাকথা প্রচার করিয়া, আশ্রম অবরোধ করেন। ইহাদের নেতৃস্থানীয়

কয়েকজন শ্রীশ্রীমার আশ্রমে প্রবেশ করিয়া, শ্রীশ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করেন, —"আপনি এখানে কেন থাকেন? কি করেন? কি উপায়ে এতগুলি লোকের খাওয়া দাওয়া হয়?"—ইত্যাদি। শ্রীশ্রীমা মাত্র একজন মুসলমান সন্তানের নাম করেন এবং তাহার নিকট তাহাদের সব প্রশ্নের উত্তর লইতে বলেন। উপস্থিত শিষ্যগণ মান্য ডিষ্ট্রিক্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেট্ বাহাদুরের দৃষ্টি আকর্ষন করিয়া আবেদন করেন। মান্য ডিষ্ট্রিক্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেট্ বাহাদুর আসিয়া শ্রীশ্রীমাকে বলেন, —"আপনি বিপন্ন হলে আমাকে ফোন করিবেন।" শ্রীশ্রীমা বলেন, —"আমি একজনের নিকট যাহা বলিবার তাহা বলি, দ্বিতীয় কোন মানুষকে ফোন করিতেও অসমর্থ।" এই কথায় ম্যাজিষ্ট্রেট্ বাহাদুর সন্তুষ্ট হন, তিনি ১৪৪ ধারা জারী করিয়া সন্ধ্যার পর দেব পাহাড়ে মুসলমানদের প্রবেশ নিষেধ করেন। অতঃপর এই সব মুসলমানরা বলিতে থাকেন মহাদেবীমা নারী নন, পুরুষ, তিনি যাহা বলেন ম্যাজিষ্ট্রেট্ তাহাই করেন।

একবার এক শিব চতুর্দ্দশীর পর শিবোৎসবে সমবেত কতকগুলি কিশোর এক বধির মূক ও বিকলাঙ্গ মানুষকে লইয়া করযোড়ে শ্রীশ্রীমার নিকট প্রার্থনা জানাইল, —"মা! এই মানুষটি তার অন্তরের ভাষা প্রকাশ করিতে সক্ষম নহে, আপনি জীবজগতের অন্তর্যামিনী, ইহার অন্তরের আবেদন গ্রহণ করুণ, একে বাক্ শক্তি এবং শ্রবণ শক্তি প্রদান করুণ।" শ্রীশ্রীমা কিশোরদের

বলিলেন, —"তোমাদের যদি এর উপকার করিবার বাসনা অন্তরে উদিত হইয়া থাকে, তবে তোমরা ইহার কর্ণে অদ্য সারা নিশি 'তারামা,' 'তারামা,' জপ করিয়া শুনাও।" শ্রীশ্রীমায়ের নির্দেশানুযায়ী কিশোররা সারা নিশি জাগিয়া, পালা করিয়া একদল বামকর্ণে, এবং অপরদল দক্ষিণকর্ণে 'তারামা,' 'তারামা,' জপ করিতে লাগিল। অমানিশি যখন অবসান হইতে চলিয়াছে, গাছে গাছে বিহঙ্গরা যখন কূজন করিতেছে, পূর্ব্ব গগণ যখন অরুণ রঙে রঞ্জিত, সহসা তখন সেই বৃন্দাবন দাস নামক মূক বধির মানুষটি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, —"তারামা! তারামা!!" তারপর তিনি শ্রীশ্রীমার সহিত মানবের ভাষায় সর্ব্বপ্রকার বাক্যের আদান প্রদান করিতে লাগিলেন।

মেহেরের কালী বাড়ীতে পূজা দিতে যাবেন শ্রীশ্রীমা, অর্দ্ধ-কালীকন্যার এক বংশধর পণ্ডিত-ব্রাহ্মণ শ্রীশ্রীমার পক্ষে মেহেরের কালী বাড়ীতে পূজার্চ্চনা করিবার জন্য ও চণ্ডী পাঠ করিবার জন্য শিব বাড়ীতে আসিয়াছেন। তাঁহার সহিত আসিয়াছেন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। তিনি শ্রীশ্রীমাকে যুক্তকরে নিবেদন করলেন, —"মা! আমাদের কুলদেবের মন্দিরটি কুল-খাওয়া নদীর মুখ গ্রাসে এসে পড়েছে, আমাদের বংশের ও পল্লীর বহু পূণ্য-স্মৃতি বিজড়িত এই মন্দিরটি। কে যেন আমায় বলেছেন, আপনাকে সেখানে নিয়ে গেলে, নদীর ভাঙ্গনের মুখেও মন্দিরটি টিঁকে থাকবে, তাই এসেছি

মা, মেহেরের কালী বাড়ীতে আপনার সহিত আমিও যাবো। পূজান্তে আপনাকে নিয়ে আসতে চাই মা আমাদের কুলদেবের মন্দিরে, দয়া করে আমায় অনুমতি দেন মা।" "হ্যাঁ, আমি যাবো বাবা!" শ্রীশ্রীমা বলিলেন, —"আপনাকে জলদেবতা বরুণদেবের ও গঙ্গামাথায় দেবাদিদেব মহাদেবের পূজা ও হোম করতে হবে।" বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সানন্দে সহাস্যবদনে উত্তর দিলেন, —"আপনার সমুপস্থিতিতে এই পূজা ও হোম হবে মা।" শ্রীশ্রীমা মেহেরের কালী বাড়ীতে পূজা দিয়া, ঐ ব্রাহ্মণদের সহিত পূর্বোক্ত মন্দিরে আসিয়া, জলদেবতা বরুণদেবের ও গঙ্গামাথায় দেবাদিদেব মহাদেবের পূজা ও হোম ব্রাহ্মণদের দ্বারা যথাবিধি সুসম্পন্ন করিলেন। অতঃপর নদীর ভাঙ্গনের মুখে মন্দিরটি টিঁকে রইল।

ঢাকা শহরের গুরুদাস সরকার লেনস্থ শ্রীশ্রীমহাদেবীমার আশ্রমে একদা এক পণ্ডিত প্রবর আগমন করেন! তাঁহার সহিত ঢাকা শহরের অধিবাসী শ্রীশ্রীমার এক ভক্ত আসিয়া প্রণামান্তে যুক্তকরে নিবেদন করেন, —"মা! ইঁনি ব্রাহ্মণ-মহাসভার এক মহান্ পণ্ডিত, কলিকাতা হইতে আপনার নিকট আসিয়াছন, ইঁনি-বেদ ও বেদান্তাদিষড়্ দর্শন, তন্ত্র, পুরাণ, কাব্য, ব্যাকারণাদি সর্ব্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, ইঁহার একটি সন্দেহ ইঁনি আপনার নিকট নিরসন করিতে আসিয়াছেন, আপনার অনুমতি হইলে ইঁনি তাহা বলিবেন, শ্রীশ্রীমায়ের অনুমতি পাইয়া, প্রণামান্তে পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন,

—"মা ! মুলাধার পদ্মে কুলকুণ্ডলিনী ও শিব, সহস্রাধার পদ্মে পরমশিব, নাগিনী জননীর ব্রাহ্মিকী গতি ও ব্রাহ্মিকী স্থিতি, এসব বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু মা, মুলাধারে কুণ্ডলিনী বর্ণনান্তে, আজ্ঞাচক্রে পুনরায় কুণ্ডলিনী প্রসঙ্গের অবতারণা তন্ত্রে দেখিতে পাইয়াছি, আবার এই সব আলোচনা দেখিয়া আমি সংশয়ে পতিত হইয়াছি মা।" শ্রীশ্রীমা বলিলেন, —"বাবা ! ইহা হইল তন্ত্রের তত্ত্বকূট। আপনি মহানির্বান তন্ত্রোক্ত শিবক্যের কথা বলিতেছেন।" পণ্ডিত মহাশয় যুক্তকরে বলিলেন, —"হ্যাঁ মা ! হ্যাঁ মা !" শ্রীশ্রীমা আবার বলিলেন, —"বিন্দুরূপে মহেশানি ! পরমাত্মনি তিষ্ঠতি ! ইহাও শিব বাক্যে। বিন্দুব্রহ্ম গোলাকার-জ্যোতির্বিন্দু, বলয়াকারে অবস্থিত আজ্ঞাচক্রে প্রকট জ্যোতির্বিন্দুই কুলকুণ্ডলিনীতত্ত্ব। দ্বিদলে কুলকুণ্ডলিনী বর্ণনায় সদাশিব এই তত্ত্ব-কূটই পরিবেশন করিয়াছেন।" এবারে পণ্ডিত প্রবর অপনোদিত সংশয়। তিনি যুক্তকরে শ্রীশ্রীমাকে বলিলেন, —"মা ! এই ভেদটি আমাকে কেহই উপদেশ করেন নি, আমার সন্দেহ নিরশিত হইয়াছে, আমি এখন নিঃসংশয়। আপনি সব পড়িয়াছেন, অথচ সাধারণ্যে আপনার পরিচয়, আপনি লেখাপড়া জানেন না, আপনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মবিদ্যা, প্রচ্ছন্না-বাগ্‌দেবী।" শ্রীশ্রীমা বলিলেন, —"বাবা ! আমি লেখাপড়া জানিনা, আমার শ্রীগুরু দত্ত নয়নে যাহা প্রত্যক্ষ করি তাহাই বলি। আপনারা ত লোচন বিহীন

আলোচনা করেন। আগে লোচন তারপর আলোচনা। প্রসন্ন-চিত্তে পণ্ডিত প্রবর শ্রীশ্রীমাকে বন্দনা করিয়া বিদায় লইলেন।

সিদ্ধ মহাপুরুষ শ্রীশ্রীরাম ঠাকুরের শিষ্যা ভগিনী শ্রীমতী বীণা সেন বলেন,—"বাতব্যাধিগ্রস্থ হইয়া চলচ্ছক্তিবিহীন শ্রীশ্রী-রাম ঠাকুর ঢাকায় অবস্থান করিতেছিলেন, শ্রীশ্রীমা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার গৃহে প্রবেশ করা মাত্র, শ্রীশ্রীরামঠাকুর মেরুদণ্ড সোজা করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া যুক্তকরে বলিতে থাকেন,—ব্রহ্মবিদ্যা দেবি! নমস্তে, শুভ্রা দেবি! নমস্তে, মাতঃ! সরস্বতি দেবী! নমস্তে, অতঃপর শ্রীশ্রীযোগেশ্বরী মাতা মহাদেবীকে দেবী সরস্বতী জ্ঞানে তিনি স্তুতি করিতে থাকেন,—

যা কুন্দেন্দু তুষার হার ধবলা,
যা শ্বেত-পদ্মাসনা, যা বীণাবর দণ্ডমণ্ডিত ভুজা,
যা শুভ্র বস্ত্রাবৃতা, যা ব্রহ্মাচ্যুত শঙ্কর প্রভৃতিভিঃ,
দেবৈঃ সদা বন্দিতা, সা মাং পাতুতী!
সরস্বতী ভগবতী নিঃশেষ জাড্যা পহা।

শ্রীশ্রীমাও তাঁহাকে যুক্তকরে প্রত্যাভিবাদন করিয়া, সুখাসনে বসা-ইয়া, নিজে উপবেশন করিয়া, মহানন্দে চির সুন্দরের আলোচনা করিতে লাগিলেন।"

একদা ঢাকা সহরের উয়ারীস্থ শ্রীশ্রীমহাদেবী মার আশ্রমে আরব দেশ হইতে এক ইস্‌লাম মহাপুরুষ বেহেস্তলোকের অশরীরি

আদেশ প্রাপ্ত হইয়া, আগমন করেন। তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া, আশ্রম ভূমিতে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম রচনা করিয়া, দণ্ডবৎ শায়িত থাকেন। আশ্রমবাসীদের কোনও কথার তিনি প্রত্যুত্তর প্রদান করেন না এবং শয়নাসনও পরিত্যাগ করেন না। শ্রীশ্রীমা যখন নিজে আসিয়া বলেন, "—ওঠো বাবা! বোসো।" তখন তিনি শয়নাসন পরিত্যাগ করিয়া, উপবেশন করিয়া, আরবীয় পদ্ধতিতে শ্রদ্ধা ভক্তি নিবেদনান্তে আরবীয় ভাষায় তাঁহার সাধনালোকের কথা নিবেদন করিয়া, অশ্রুমোচন করিতে থাকেন। শ্রীশ্রীমা তাঁকে বাঙ্‌লা ভাষায় উপদেশ করেন। উভয়েই উভয়ের কথা বুঝিতে পারেন। এইভাবে কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনা হয়। তারপর শ্রীশ্রীমা তাহাকে স্থির হইয়া বসিতে বলেন। শ্রীশ্রীমার নির্দ্দেশ মত তিনি দীর্ঘ সময় আসনে বসিয়া থাকেন। তৎপর তিনি তাঁহার সাধন জগতের হারান শান্তি পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন। শ্রীশ্রীমায়ের দেওয়া অন্নাদি প্রসাদ গ্রহণ করিয়া বিশ্রামান্তে শ্রীশ্রীমায়ের নিকট বিদায় লইয়া তিনি প্রস্থান করেন।

তাঁহার প্রতি শ্রীশ্রীমায়ের উপদেশগুলির মধ্যে নিম্নোক্ত কথাগুলিও ছিল, যথা— মনটি পত্নীকে, পুত্রকে, বন্ধুকে, জগৎকে দিয়া আল্লাকে ডাকিলে শান্তি আসিবে না, আল্লাকেও পাওয়া যাইবে না। মনটি পত্নী, পুত্র, জগৎ, শত্রু মিত্র ভুলিয়া, যখন আল্লাতে লগ্ন হইবে, তখনই শান্তি আসিবে এবং আল্লার সান্নিধ্যলাভ হইবে।

[ সাতচল্লিশ ]

সংস্কৃতজ্ঞ এক ইউরোপীয়ান্ খৃষ্টান মহাপুরুষ ম্যক্স্ মুলার সাহেবের গ্রন্থাদি পড়িয়াছেন, তিনি ভারতীয় যোগ সাধনার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন। ভারতে আসিয়া যোগীরা কিভাবে যোগ সাধনা করেন, তাহা দেখিয়া বুঝিবার জন্য তিনি ভারতে আসিতেছেন। তিনি দেখিতে পাইলেন, তাঁহার ষ্টিমারে এক প্রসন্ন বদন, প্রসান্ত চিত্ত, দীর্ঘাকৃতি পাদ্রী সাহেবকে, পাদ্রী সাহেব তাঁহাকে নাম ধরিয়া ডাকিলেন এবং সস্নেহে জীবনের কিছু অতীত কথা শুনাইলেন, যে কারণে তিনি ভারতে অসিতেছেন, তাহাও তিনি কথায় কথায় আলোচনা করিয়া, ঢাকায় গিয়া, মহাসাধিকা শ্রীশ্রীযোগেশ্বরী মহাদেবী মার দর্শনলাভ করিলে তাঁহার শুভাকাঙ্খা পরিপূর্ণ হইবে বলিলেন। এই সংস্কৃতজ্ঞ খৃষ্টান মহাপুরুষ সবই শুনিলেন, মূহুর্ত্তকালের জন্য আলাপরত অবস্থায় তিনি নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন। নিদ্রা ভঙ্গ হইলে তিনি শ্রীশ্রীযোগেশ্বরী মহাদেবীমার ঠিকানা লিখিয়া লইবার জন্য সারা ষ্টিমার তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া, সেই পাদ্রী সাহেবকে আর দেখিতে পাইলেন না। বিস্মিতান্তঃকরণে তিনি ঢাকায় আগমন করিয়া, বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া শ্রীশ্রীযোগেশ্বরী মহাদেবীমার দর্শন লাভ করিলেন। তিনি কখনো সংস্কৃত ভাষায়, কখনো ইংরাজী ভাষায় শ্রীশ্রীমার সহিত কথা বলিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীমা সবই বুঝিলেন। শ্রীশ্রীমা আকার ইঙ্গিতে ও বাঙলা ভাষায় তাঁহার সহিত আলাপ করিলেন,

তিনিও তাহা বুঝিতে সমর্থ হইলেন। শ্রীশ্রীমা তাঁহার প্রার্থনানু-যায়ী তাঁহাকে যোগদীক্ষা মহাকৃপা প্রদান করিলেন। তিনি ভারতে আসিয়া জীবনে অভূতপূর্ব্ব দীব্যানুভূতি প্রাপ্ত হইলেন এবং তাঁহার ভারত আগমন সার্থক হইল, ইহা ব্যক্ত করিয়া, শ্রীশ্রীমার প্রসাদ লইয়া, প্রসন্ন চিত্তে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

উয়ারীস্থ আশ্রমে শ্রীশ্রীমা এক সময়ে ফুলবাগানের মধ্যে দিনে রাতে অনেক সময় বসিয়া কাটান। আশ্রমবাসীরা সবাই কানাকানি করেন, কেহই সাহস করিয়া শ্রীশ্রীমাকে কিছুই বলেন না। শ্রীমদ্ তুরীয়ানন্দ ভারতী মহারাজ একদিন শ্রীশ্রীমাকে বলি-লেন, —"মা! আপনি ইদানিং প্রায়শঃ ফুলবাগানে নিরালায় বসিয়া থাকেন, আপনার দেহ হইতে একপ্রকার দুর্গন্ধ যেন পাওয়া যায়, ইহার কারণ কি মা?" শ্রীশ্রীমা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, —"আপনারা টের পান নাকি? দুর্গন্ধ পান নাকি? তাতো একটু আধটু পেতেও পারেন। আপনাদের ভীমদাদা, হিমালয়ের গিরি-গুহায়, শীতলা মায়ের কৃপা প্রাপ্ত হয়ে, জ্ঞানহীন অবস্থায় শায়িত আছেন, তাঁর কোন খেয়াল নাই। তাই তার ব্যাধি নিজ দেহে আনতে হচ্ছে।" শ্রীশ্রীমা কয়েকদিন আগে হতে আশ্রমে প্রতিদিন শীতলা মায়ের পূজা করিতেছিলেন। কি কারণ এখন সবাই তাহা জানিতে পারিলেন।

ঢাকার স্বামীবাগ আশ্রমের সিদ্ধমহাপুরুষ স্বামীজী মহা-

রাজের শিষ্য শ্রীজীতেন্দ্র নাথ মুখুটিদাদা, শ্রীশ্রীমার পরম ভক্ত ছিলেন। তাঁর নাতির খুবই কঠিন অসুখ হয়েছে, ডাক্তার দেখিয়ে কোনও সুফল পাচ্ছিলেন না, শ্রীশ্রীমার নিকট প্রার্থনা করায়, শ্রীশ্রীমা তাকে বাবা পাগলনাথের চরণামৃত দিয়েছেন, তাহা তিনি তাঁহার নাতিকে নিজে একবার খাইয়েছেন, পুনরায় রাতে খাওয়াবার ভার পরিজনদের দিয়েছেন। রাত্রি যখন ৩-টা বাজে, তখন ঐ গৃহে ক্রন্দন ধ্বনি উত্থিত হইল। মুখুটিদাদা তখন আলো লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে কোনও বাধা না মানিয়া গুরুদাস সরকার লেনস্থ শ্রীশ্রীমার আশ্রমে উপস্থিত হইয়া, পরিজনদের ডাকা হাঁকা করিয়া জাগাইলেন, সবাই তাঁহাকে বলিলেন, উপরে শ্রীশ্রীমার ঘরে যাইবেন না, শ্রীশ্রীমার নিষেধ আছে, রাত্রি ১২ টার পর তিনি সমাধি মগ্না থাকেন, প্রভাতে গৃহদ্বার উন্মুক্ত হইলে আপনি দেখা করিবেন। মুখুটিদাদা কোন বাধাই মানিলেন না, তিনি উপরে সিঁড়ি বাহিয়া উঠিয়া ডাকিতে লাগিলেন, — মা! মা! মা! দ্বার খুলিল, আলু থালু বেশে কোনও প্রকারে কোটিতে, বুকে কাপড় টানিয়া শ্রীশ্রীমা দাঁড়াইলেন, তাঁর নয়নে বদনে কি অপূর্ব্ব নয়নারাম তন্ময় দীপ্তি। মুখুটিদাদা করযোড়ে বলিলেন, "—নাতিটাকে ঘরের বাহির করতে বলছে সবাই, বার করব মা?" হাত নাড়িয়া শ্রীশ্রীমা নিষেধ করিলেন। মুখুটিদাদা বলিলেন, "—সবই বুঝিতেছি মা, তথাপিও আপনার বাণী কর্ণে প্রবেশ না করিলে আজ আমি কর্ত্তব্য

নির্ণয় করিতে পারিব না।" শ্রীশ্রীমা বলিলেন, "—না নাতি জীবিত আছে, আমি যা দিয়াছি, তাহার পরিবর্ত্তন হইবে না, আমার শ্রীগুরু প্রদত্ত মহৌষধি এক, তার প্রকার নাই, তাই যত্ন-সহকারে সেবন করান। দ্বার রুদ্ধ হইল। মুখুটিদাদা ঘরে ফিরিলেন, ধম্‌কানি দিয়া পরিজনদের কান্না বন্ধ করাইলেন। ঐ গৃহ হইতে সবাইকে সরাইয়া দিলেন, শ্রীশ্রীমার নাম স্মরণ করিতে করিতে তাঁর দেওয়া চরণামৃত নাতির মাথায়, নাভিতে দিয়া, মুখে দিলেন। কিছুক্ষণ পরে মনে হইল যেন নাতি ঢোক্ গিলিল।

রাত্রি যখন ৫টা বাজিল তখন নাতির গায়ে হাত দিয়া, নাতির গায়ে উত্তাপ আছে মনে হইল, নাড়ি দেখিলেন, যেন ক্ষীণ গতি মনে হইল। নাতির গায়ে কাপড় দিয়া, নিজ আসনে বসিয়া, শ্রীগুরু নাম ও শ্রীশ্রীমার ধ্যান করিতে লাগিলেন। যখন ৬টা বাজিল, তখন নাতির শ্বাস প্রশ্বাস চলিতেছে বুঝিলেন, যখন ৭টা বাজিল, তখন নাতি মা, মা, বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার মার ক্রোড়ে বসিয়া দুগ্ধ পান করিতে লাগিল। বেলা ১২ টায় শ্রীশ্রীমা মুখুটিদাদার নাতির ঔষধ হিসাবে ঠাকুরের অন্ন-পরমান্নাদি প্রসাদ মুখুটিদাদার হাতে দিলেন। নাতি তাহা পরমানন্দে ভক্ষণ করিয়া খেলা করিতে লাগিল। আর কোন ব্যাধি নাই। এই মুখুটি দাদার মুখে, যুগীনগরের দিদির মুখে, স্বামীবাগ আশ্রমে, মজুমদার প্রমোদা দাদাদের বাসায় গিয়া, কতই না বাস্তব অত্যাশ্চর্য্য কাহিনী শ্রবন

করিয়াছি। অনুরূপ কাহিনী শিব বাড়ীতে, নবদ্বীপ দাদার মুখে, নবীন দাদার কাছে, পানামে সাহা বাড়ীতে এবং অগণিত মানুষের মুখে শ্রবন করিয়াছি।

কালীঘাটে, অবলাবন্ধু দাদার সাথে গিয়া, মন্দিরে শ্রীশ্রীমা ও আমরা কয়েকজন ভাইবোন যখন প্রবেশ করিলাম, সারা মন্দির প্রাঙ্গন জনপ্রবেশ তখন নিষিদ্ধ হইল। কালী মায়ের সন্মুখে শ্রীশ্রীমা ঘর্মাক্ত কলেবরে দাঁড়াইয়া পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছেন। মুহুর্ত্তের জন্য মনে হইল, আমার হাতের পাখা শ্রীশ্রীমাকে বাতাস করিতেছে না, কালীমাকে বাতাস করিতেছে। যেখানে শ্রীশ্রীমা, সেখানে যেন কালীমা, যেখানে কালীমা, সেখানে যেন শ্রীশ্রীমা। ক্ষণিকের মধ্যে এ চমক ভাঙ্গিয়া গেল। আবার দেখিলাম, শ্রীশ্রীমার স্থানে মা আর কালীমার স্থানে কালীমা।

প্রতাবাদিত্য রোডে নিরুদিদের বাসায় শ্রীশ্রীমা আসিয়াছেন। রাত্রি তখন ৯টা, আমি আমার হাওড়ার বাসা, ৬নং নটবর পাল রোড হইতে শ্রীশ্রীমার পায়ে উপস্থিত হইয়া যখন কলে মুখ, হাত-পা ধুইতেছি, তখন শ্রীশৈলেশদার বৌ আমাদের বৌদিদি আমাকে দেখিতে পাইয়া, রান্নাশালা হইতে হাতছানি দিয়া ডাকিলেন। তাঁহার কাছে গিয়া উপস্থিত হইতেই তিনি বলিতে লাগিলেন, পণ্ডিত দাদা! আপনি দয়া করে আমার কোলের ছেলেটাকে একবার ধরুণ, আমি কাপড় ছেড়ে, কয়লা ভেঙ্গে, আঁচ্ দিই, এ

অাঁচ্‌টা একেবারে মজে গেছে। ভাত হাঁড়িটা উনুনে চড়িয়েই আমি বুঝেছি পুনরায় অাঁচ দিতে হবে, কিন্তু এই ছেলেটা আমাকে কিছুই করতে দিচ্ছে না। আমার কোলে তাঁর ছেলেটাকে দিয়ে তিনি ভাত হাঁড়ির ভাত টিপে অবাক্ হয়ে বললেন, একি ? ভাত যে ঠিক হয়ে গেছে, কেবল ফেন গালতে বাকী। ফেন গালতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন, কি করে হলো পণ্ডিত দাদা ? শ্রীশ্রীমার দয়া ছাড়া এটা হতে পারে না। এদিকে শ্রীশ্রীমা আমাকে ডাকছেন, আসনে বসতে বলছেন।

৮নং কুঞ্জলাল ব্যানার্জি রোডে, অবলাবন্ধু দাদার বাড়ীতে এসেছেন শ্রীশ্রীমা। ভাওয়ালের প্রথমা রাণী তাঁর মটর গাড়ী এনেছেন। শ্রীশ্রীমা যাবেন দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে, সাথে যাচ্ছেন অনেক বোনেরা। সরোজের মা (শ্রীমতী বাসন্তী দেবী) আলতা পরে, চুল বেঁধে, সিন্দুর পরে, শাড়ী পরে ঘরের ভিতর চেয়ারে বসে মনে মনে বলছে, মা, আমি তোমার সাথে যাব, আমায় ডেকে নিয়ে যাও মা, আমি দক্ষিণেশ্বর কোন দিন যাইনি, আমায় নিয়ে যাও মা ! এদিকে মোটরে উঠে, শ্রীশ্রীমা তাঁর পাশে একটি সিট রেখেছেন, গাড়ী ভর্ত্তি ভাই বোন, গাড়ী ছাড়তে যাচ্ছে, শ্রীশ্রীমা বোলছেন, আমার বাসন্তি বৌমা আসুক, তারপর গাড়ী ছাড়বে। এক বোন গাড়ী হতে নেমে, ছুটে এসে, সরোজের মার হাত ধরে টেনে নিয়ে বোলছেন, শ্রীশ্রীমা আপনাকে ডাক্‌ছেন আসুন,

আসুন। হাসতে হাসতে সরোজের মা বেরিয়ে গেল।

শিববাড়ীতে এক শীতে দ্বিপ্রহরে আহারান্তে মুক্তআকাশ তলে শয়নাসনে শ্রীশ্রীমা বিশ্রাম কোরছেন, শীতের আমেজ, রৌদ্র সেবনে অনেকেই বসেছেন, উভয়-পণ্ডিত সন্তান, নবীন নিরোদ কাব্যরত্ন (ভট্টাচার্য্য) দাদা ও বরদা কাব্যতীর্থ (ভট্টাচার্য্য) দাদা শ্রীমদ্ ভাগবদ্ গীতা পাঠ করে শ্রীশ্রীমাকে শুনাচ্ছেন। উভয়-পণ্ডিত আলোচনা মুখর, গীতার ব্যাখ্যা শুরু করে, শ্রীধর গোস্বামী, শায়া-নাচার্য্য, শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্য, ব্যাসদেব, বেদান্ত, আত্মতত্ব, অদ্বৈততত্ব সবই তাঁহাদের আলোচনার মাধ্যমে আলোচিত হইতেছেন। শেষে উভয়ে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। এই সিদ্ধান্ত শ্রীশ্রীমার মনঃপুত হইল কিনা, তাহা উভয়ে সবিনয়ে শ্রীশ্রীমার নিকট জানিতে চাহিলেন। শ্রীশ্রীমা বলিলেন, তাঁহাদের সিদ্ধান্ত ভ্রমা-ত্মক। ইহা শুনিয়া নবীনদাদা রাগিয়া রুক্ষ ভাষায় বলিয়া উঠি-লেন,— "মা, তোমার পেটেত 'ক' অক্ষরও নাই, কেবল আছে কালি, তুমি আমাদের এই দার্শনিক সিদ্ধান্ত নাকচ করিয়া দিলে, এখন তুমি তোমার সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত করিয়া আমাদের বুঝাইয়া দাও।" শ্রীশ্রীমা স্বীয় অঙ্গুলী চালনায় আকাশ পানে তাকাইতে উভয় পণ্ডিতকে বলিলেন, তাঁহারা আকাশ পানে তাকাইয়া রক্তবর্ণ অক্ষরে শ্রীধরের টিকা, শায়ানের ভাষ্য, শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্যের বেদান্ত ব্যাখ্যা, ব্যাসদেবের ব্রহ্মসূত্র ব্যাখ্যা প্রভৃতি সংস্কৃত ভাষায় পড়িয়া

তাঁহাদের সিদ্ধান্ত যে ভ্রমাত্মক তাহা বুঝিলেন এবং প্রকৃত সিদ্ধান্ত শাস্ত্রসম্মত যুক্তিসহ উপস্থাপিত হইয়াছে, তাহাও পড়িয়া বুঝিলেন, এখন উভয় পণ্ডিত সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া শ্রীশ্রীমার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। নবীনদাদা শ্রীশ্রীমাকে সাক্ষাৎ চণ্ডী জ্ঞানে চণ্ডী-স্তুতি পাঠ করিতে লাগিলেন। বরদাকাব্যতীর্থদাদা শ্রীশ্রীমাকে সাক্ষাৎ দশমহাবিদ্যা জ্ঞানে ধ্যান ও স্তুতি করিতে লাগিলেন।

একদা নিকটবর্ত্তি পানাম পল্লীর এক জমিদার কোলকাতা যাচ্ছেন। গৃহ হতে যাত্রা কোরে শিববাড়ী এসে, বাবা বিশ্বনাথ ও ত্রৈলক্য তারিণীদেবী মন্দিরে প্রনামান্তে শ্রীশ্রীমাতা কৈলাশ কামিনী দেবীকে বন্দনা কোরে বোললেন, মা, গঙ্গা স্নানে যাবেন, চলুন। নৌকো প্রস্তুত, আমি যাচ্ছি। উত্তরে শ্রীশ্রীমা প্রশ্ন কোরলেন, তুমি কি গঙ্গা স্নানেই যাচ্ছো ? ভদ্রলোক একটু ইতস্ততঃ কোরে বোললেন, হাতে অন্যান্য কাজও আছে। শ্রীশ্রীমা তাকে নীরবে প্রসাদ দিলেন। কোলকাতায় এসে, সেই ভদ্রলোক এক সুগায়িকা সুন্দরী বারনারীর অঙ্গিনায় এসে উপস্থিত হোলেন। পরিচারিকা এসে, তাঁকে সসম্ভ্রমে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের মতো, উপরে নিয়ে চললো, ততক্ষণে তাঁর প্রেয়সী গান ধরেছেন। উপরে উঠ্‌তে উঠ্‌তে গান শুনে, তিনি মনে কোরলেন, গানটি আদিরসে ভরা। উপরে উঠে, সঙ্গীতরতা সুসজ্জিতা হাস্যাননা সেই প্রেয়সীকে চুম্বন দিবার উদ্দেশ্যে তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে, অবাক দৃষ্টিতে স্তম্ভিত হোয়ে, দাঁড়িয়ে

রইলেন তিনি। পরিচারিকা তাঁকে তাঁর প্রেয়সীর শয্যায় বসিয়ে দিচ্ছিলো, কিন্তু তিনি আজ সেখানে কিছুতেই বোসলেন না। তখন সে একটি ছোট্ট টুল আনলো। এবারে তিনি বোসলেন, মন দিয়ে গান শুনতে লাগলেন। এবারে বুঝলেন গানটি হর-গৌরীর বন্দনা, মোটেই আদিরসের নয়। কণ্ঠস্বর সুপরিচিতা সেই প্রেয়সীর কিন্তু মুখ তার নয়, আপাদমস্তক বারংবার নিরীক্ষণ কোরতে লাগ-লেন, এবারে স্থির সিদ্ধান্ত, ইনিত তাঁর প্রিয়তমা নন, ইনি যে মা, শিববাড়ীর মা, শ্রীশ্রীযোগেশ্বরী মহাদেবী মা, শ্রীশ্রীকৈলাশ কামিনী মা, যাকে তিনি শ্রদ্ধার সহিত ডেকেছিলেন। এবারে ভদ্রলোক ভক্তিনম্র চিত্ত আড়ষ্ট হোয়ে, চক্ষু মুদ্রিত কোরলেন। এক্ষণে নাসিকা চুয়া-চন্দন ধূপ-ধুনার গন্ধে আমোদিত হলো! বিস্মিতান্তঃ-করণে চোখ খুলে চারিদিক দেখলেন, কোথাও ধূপ-ধুনা নাই, অন্য দিন এই গৃহ সুগন্ধি তৈলে ও আতরাদির গন্ধে ভরপুর থাকতো, অবাক্ নয়নে আবার দেখা, একি রূপ, অপরূপ রূপ, রূপের ছটায় গৃহাঙ্গন আলোকিত, এত রূপ কি মানবীর হয়? প্রসান্ত বদন, নয়ন ছুটি শান্ত স্নিগ্ধ সমুজ্জ্বল, সুবিন্নস্ত কেশগুচ্ছে একি? এ যে জটা, লুক্কায়িত জটা শুধু জটা নয়, জটাজাল, জটা ত তাঁর প্রণ-য়িণীর কখনও ছিলনা, তবে এ জটা কার? নিশ্চয়ই এ জটা শ্রীশ্রীযোগেশ্বরী মহাদেবী মার। এক্ষণে সেই নারী দেবী বস্ত্রাবৃত তাঁর চরণ ছুটি সোজা করলেন। এবারে দৃষ্টি শ্রীচরণ যুগলে, অল-

ক্তক্ রঞ্জিত এছুটি রাঙ্গাচরণ তাঁর সুপরিচিত। এ চরণ কমলে এ মস্তক বহুবার লুণ্ঠিত হোয়ে ধন্য হোয়েছে। এবারে সংশয় নাই, দ্বিধা নাই। মা! মা! তুমি, তুমি, তুমি এসেছো, বিপথগামী সন্তানকে পথে হাঁটাতে তুমি এসেছো, পকেটে যা ছিল দিবার জন্য, তার অনেকবেশী শ্রীচরণে রেখে, সেই নরদেবীর শ্রীচরণপদ্মে মস্তক নত কোরে, সাশ্রুনেত্রে প্রার্থনা করেন তিনি, ক্ষমা করো মা! অপরাধ মার্জনা কর মা! এ জীবনে আর কখনো বারনারী তলায় আসবো না, তোমার ইচ্ছায়, মাগো ইচ্ছাময়ী, পরিচালিত হবো। সাশ্রু-নয়নে বারংবার এই নরদেবীরমূর্ত্তি দেখতে দেখতে নিচে নামতে শুরু কোরলেন তিনি। সেই নরদেবী, সহাস্যবদনে দ্বিধাহীন ভাবে সেই অভিনব প্রণাম গ্রহণ কোরলেন। তাঁর সঙ্গীতের ঝঙ্কার প্রস্থানরতের মনে, প্রাণে আজ অভিনব ভাবাবেগ সৃষ্টি করতে লাগল।

শিববাড়ীর সন্নিহিত পল্লীর এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের এক নববধূ কয়েকদিন যাবৎ অজ্ঞান হইয়া থাকেন, ডাক্তার-কবিরাজ দেখাইয়া কোনও ফলোদয় হইল না। এহেন সময়ে একজন গেরুয়া-ধারী ছদ্মবেশী এক মানুষ ঐ বাড়ী আসিয়া বলেন, আমি এই কুল বধূকে নিরাময় করিতে পারিব। আমার ফর্দ্দ অনুযায়ী পূজোপ-করণ আপনারা যোগাড় করিয়া দিন, সারা নিশি আমার অনুষ্ঠান চলিবে। এই গৃহে এই বধূ এবং আমি অবস্থান করিব, আর কেহ এই গৃহে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। ঐই বধূর আত্মীয়-স্বজনগণ

এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না তখন সেই গেরুয়াপরা মানুষটি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, —একমাত্র আমি ছাড়া এই বধূর এই রোগ কেহ নিরাময় করিতে পারিবেন না। তাহা শুনিয়া, এই বধূর আত্মিয়-গণ পাল্‌কী করিয়া এই সুন্দরীকে শ্রীশ্রীযোগেশ্বরী মহাদেবী মায়ের নিকট আনয়ন করেন, ইহাদের সহিত সেই গেরুয়াধারী মানুষটিও আগমন করেন, শ্রীশ্রীমা ত্রৈলোক্যতারিণী দেবীর নির্মাল্য কারণোদক সেই বধূর মুখে ও মস্তকে প্রদান করেন, অমনি সেই মোহিতা কুল--বধূ দাঁড়াইয়া কোমরে কাপড় জড়াইয়া, একটি ঝাঁটা লইয়া, এক হাতে সেই গেরুয়াধারীর মাথার চুল ধরিয়া, উচ্চস্বরে বলিতে থাকেন, "—বল্ চোরা, সত্য কথা, তোর পত্নি আছে, পুত্র আছে, তুই ভণ্ড, আমার দেহ উপভোগ করিবার জন্য তুই এই জাল পাতিয়াছিলি। তুই এই ভাবে কয়েকটি কুল-কামিনীর সর্ব্বনাশ করিয়াছিস্ !" এক্ষণে সেই গেরুয়াধারী সজলনেত্রে করজোড়ে শ্রীশ্রীযোগেশ্বরী মহাদেবী মায়ের নিকট জীবন ও সম্মান রক্ষার আবেদন জানান। শ্রীশ্রীমা পুনর্ব্বার সপুষ্প কারণবারি সেই বধূর গায়ে ছিটাইয়াদেন, তখন সেই কুলবধূ অজ্ঞান হইয়া মাটিতে পড়িয়া যান। অতঃপর শ্রীশ্রীমা এই কুলবধূর স্বামীকে বলেন, "—তুমি এই গেরুয়াধারীকে জিজ্ঞাসা কর এই সিমন্তিনী যাহা বলিল, তাহা সত্য কিনা ? জিজ্ঞাসিত হইয়া সেই গেরুয়াধারী স্বীকার করিলেন সবই সত্যকথা। শ্রীশ্রীমা সেই গেরুয়াধারীকে

মালা, ঝোলা ও গেরুয়া পরিত্যাগ করিয়া নিজ গৃহে গমন করিতে আদেশ দিলেন এবং সেই কুলবধূকে ত্রৈলক্যতারিণী দেবীর প্রসাদ দিয়া নিরাময় করাইলেন।

## গুরু-শিষ্য সমালাপ

শ্রীগুরু শ্রীশ্রীযোগেশ্বরী মাতা মহাদেবী দেব পাহার আশ্রমে স্থিরপূর্ব্বকায় ঈষৎ হাস্যাননা সমুপবিষ্টা !

শিষ্য কুমারব্রতী ব্রহ্মচারী শ্রীমনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কখনো মনে মনে, কখনো বাক্যে হৃদয়ের প্রশ্ন শ্রীগুরু শ্রীচরণে উপস্থাপিত করিতেছেন। পার্শ্বে সমুৎসুক নয়ন ও সমুৎসুক কর্ণ প্রশান্ত হৃদয় হাস্যমুখ ব্রহ্মচারী বিষ্ণানন্দ সমুপবিষ্ঠ। ব্রহ্মচারী মনীন্দ্রদাদা সাধনবলে অবগত হইয়াছেন তাঁহার তিরোধানের দিন। আর তিন রাত্রি পরে সেই শেষ মুহূর্ত্ত আসিয়া পড়িতেছে। তিনি তাঁহার ত্যাক্ত দেহ সংকারের ঝঞ্ঝাট শ্রীগুরুদেবকে দিতে অনিচ্ছুক, তাই তাঁহার বাসনা বারানসীর মনিকর্ণিকা ঘাটে নাভি প্রমান জলে আসনে বসিয়া সমাধিস্থ অবস্থায় দেহত্যাগ করিবেন। ব্রহ্মচারী বিষ্ণানন্দ তাহা যেন জানিতে না পারেন, তাই তিনি মনে মনে এবং যাহা জানিলে কিছু ক্ষতি নাই, তাহা বাক্যে শ্রীগুরুদেবকে নিবেদন করিতেছেন। "—মাগো ! যোগ-মন্দাকিনী ! তোমার শ্রীচরণে আমার দেওয়ার কিছুই নাই, শুধু জন্ম-জন্মার্জিত পাপ ও তাপ দিয়ে যাচ্ছি,

তুমি আমায় দাও শান্তি, দাও পবিত্রতা। আবার মনে মনে বলিতেছেন, "—আমি কি যমালয়ে নীত হবো মা! এ ধরায় পুনর্ব্বার আমি কি জন্মগ্রহণ করবো মা?" শ্রীশ্রীমাও তাঁর প্রিয় শিষ্যকে বলিতেছেন, "—বাবা! বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা, যখন অবগত হইলেন, যে মহাদেবের মস্তকে মহাদেবের পত্নিরূপে অবস্থান করিবার জন্য এবং বসুধার পাপ ও তাপ হরণ করিবার জন্য স্রোত-পথে সাগর সঙ্গমে মিলিত হইবার জন্য তাঁহাকে যাত্রা করিতে হইবে, তখন তিনি অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে নারায়নকে বলিলেন, আমি তোমার পরমপদে পরমানন্দে বিরাজ করিতেছিলাম, এখন হইতে আমি বিশ্বনাথের পত্নিরূপে বিশ্বনাথের মস্তকে যাইতেছি, এজন্য আমার আনন্দাশ্রুবর্ষিত হইতেছে, অতঃপর সাগর সঙ্গমে যাত্রাপকালে স্রোতঃপথে ভূ-ভারতের পাপী তাপীগণ আমার জলে স্নান করিয়া তাহাদের পাপ ও তাপ প্রদান করিবে, সেই দুঃখে আমি দুঃখাশ্রুমোচন করিতেছি।" নারায়ন বলিলেন, "—মা! পতিতোদ্ধারিণী! আমার পরমপদে তোমার উদ্ভব, তাই তুমি আমার কন্যা, তুমি চির পবিত্রা, তাই বিশ্বনাথ তোমায় মস্তকে ধারণ করিবেন। আমি তোমায় বিশ্বনাথকে সম্প্রদান করিতেছি। তাই তুমি বিশ্বনাথের পত্নিরূপে, নিজ স্বরূপে তাঁর মস্তকে পরমানন্দে বিহার কর, মকর বাহনে অন্যরূপে তুমি স্রোতঃপথে সাগর সঙ্গমে যাত্রা কর, মানবের পাপ ও তাপ গ্রহণরূপ সন্তাপ হইতে আমি

তোমায় শান্তিদান করিবার জন্য পুণ্য স্নান লগ্নে, হরিদ্বার মহাতীর্থে সাধুরূপে, স্নান স্থানে, তোমার মস্তকে পদার্পণ করিয়া তোমাকে পবিত্র ও শান্তিদান করিব। কখনো আমি আসিব উলঙ্গ উন্মাদরূপে, কখনো জটাবিলাসী কৌপিনধারীরূপে, কখনোবা মুণ্ডিত-মস্তক গৌরিকধারীরূপে, কখনো শুভ্রবস্ত্র যজ্ঞোপবীতরূপে, কখনোবা নারী রূপে, 'গুরু শুধু শিষ্যের পাপ তাপ গ্রহণ করেন না, ব্রহ্মিষ্ঠ শিষ্যকে দীক্ষা দান করিয়া কৃতকৃতার্থও হন।' আচার্য্য শঙ্করের শ্রীগুরুদেব সহস্র বৎসর সমাধীস্থ ছিলেন কাহারো সহিত বাক্যালাপ করেন নাই, আচার্য্য শঙ্কর যখন সেই পথে আগমন করিতেছিলেন, তখন তিনি বলিলেন,—এসো শঙ্কর! দীক্ষা গ্রহণ করে আমার কর্ম্ম সমাপ্ত কর। অতঃপর তিনি দীক্ষা প্রদান করিয়া দেহমুক্ত হন।" আবার শ্রীশ্রীমা বলিলেন, "—কৈলাশপতির দূত আসছেন, ছুই বৎসর পরে ফিরে আসতে হবে।" শিষ্য সবই বুঝিলেন, আকাঙ্খিত উত্তর পাইয়া তিনি নিজ হস্তে একখানি কাগজে কিছু লিখিয়া এক জায়গায় গুছাইয়া রাখিলেন। ইহা বিষ্ণানন্দ দেখিলেন। অতঃপর ব্রহ্মচারী বিষ্ণানন্দ তাঁহার শুভার্থী মনীন্দ্রদাদাকে খুজিয়া পান না। শ্রীশ্রীমার কাছে ব্যাকুলভাবে দিনের পর দিন প্রশ্ন রাখেন মা, মনীন্দ্রদাদা কোথায় গেলেন? তিনি কেন আসেননা? শ্রীশ্রীমা বলিলেন, "—তাহার পত্র আসিলে তুমি আমাকে দেখাইও।" দীর্ঘদিন ব্যবধানে এক পত্র ব্রহ্মচারী বিষ্ণানন্দের হাতে

আসিয়া উপস্থিত হইল। সে শ্রীশ্রীমার কাছে তাহা লইয়া বলিল, মা, মনীন্দ্রদাদার নামে পত্র আসিয়াছে। শ্রীশ্রীমা বলিলেন, পড়ে দেখ, মনীন্দ্র পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। অবাক্ হৃদয়ে বিষ্ণা- পড়িয়া শুনাইল, ব্রহ্মচারী মনীন্দ্র ভট্টাচার্য্যের এক আত্মীয় লিখিতে- ছেন, গতকল্য আমার এক পুত্রসন্তান ভূমিষ্ট হইয়াছে। এখন শ্রীশ্রীমার নির্দ্দেশক্রমে বিষ্ণানন্দ গচ্ছিত মনীন্দ্রদাদার হস্তলিখিত কাগজখানি খুঁজিয়া পাইলেন। তাহাতে লেখা আছে—'শ্রীশ্রী যোগেশ্বরী মাতা মহাদেবীর শ্রীপাদ সমাশ্রিত সন্তান ব্রহ্মচারী মনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। তিরোভাব দিবস.........সন ও তারিখ, স্থান—কাশী মণিকর্ণিকা ঘাট। পুনর্জন্ম.........সন ও তারিখ। ব্রহ্মচারী এই লেখার সহিত পত্র মিলাইয়া দেখিলেন মৃত দিবসের দুই বৎসর ব্যবধানে এই পুনর্জ্জন্মগ্রহণ। আরও চিন্তা করিয়া মিলাইয়া দেখিলেন যে দুই বৎসর তিন দিন পূর্ব্বে ব্রহ্মচারী মনীন্দ্র এই আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীমা, ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে গাঙ্গুলীবাগানস্থ শ্রীশ্রীমহাদেবী- মার আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। এখান হইতে শ্রীশ্রীমহাদেবী মায়ের যোগবাণী নামক মহাগ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। শ্রীশ্রীমা নিখিল বিশ্বের অগণিত সন্তান-সন্ততিদের সহিত এখান হইতে সর্ব্বপ্রকার যোগাযোগ রক্ষা করেন। শ্রীশ্রীমার সন্নিধানে শত

সহস্র গুরুভাইবোনের সমাগমে এখানে, নিরুদিদির বাসায় ও অবলাদাদার বাড়ীতে কি যে আনন্দ আমরা উপভোগ করিয়াছি, তাহা ভাষায় বর্ণনা করিতে অক্ষম। সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিতে শ্রীশ্রীমা, অতিথি-অভ্যাগত, সাধু-সন্ত, সন্তান-সন্ততিদের অন্নবিতরণ করিয়াছেন। এই সমষ্টিগত আনন্দস্রোতের ভাটার সময় উপস্থিত হইল। এখানে শ্রীশ্রীমা অসুস্থ হইলেন। তাঁহার অসুস্থতা ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। তিনি প্রায়শঃ কিছুই আহার করিতে চাহিতেছেন না। এক বোন সাশ্রুনেত্রে শ্রীশ্রীমার নিকট প্রশ্ন রাখেন, "—মা আপনি কিছুই আহার করিতেছেন না।" শ্রীশ্রীমা উত্তর দেন, "—একজন ত সহস্রমুখে আহার করিতেছেন, এই একটি মুখে যদি তিনি আর আহার গ্রহণ না করেন, তবে দুঃখ করিবার কারণ কি আছে মা!" অবশেষে, ১১ই শ্রাবন—বঙ্গাব্দ—১৩৫৮ সন, ইংরাজী ২৮/৭/১৯৫১ খৃষ্টাব্দের মহাপ্রয়ান নিশা নিয়তীর নিয়মে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই মহানিশার চতুর্থাংশে শ্রীশ্রীমা স্থুলদেহ পরিত্যাগ করিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের এই মহাপ্রয়ান নিশা ছিল, অমাবস্যা তিথির কালরাত্রি। আকাশে ঘন-ঘটায় অন্ধকার বিরাজ করিতেছিল। কিন্তু এই মহাপ্রয়ান মূহূর্ত্তে আকাশে এক দীব্যজ্যোতির আবির্ভাব হইয়াছিল। তাহার কিরণচ্ছটা, অন্তিম শয়ানে শায়িতা শ্রীশ্রীযোগেশ্বরী মহাদেবী মায়ের শিরোভাগের উন্মুক্ত গবাক্ষ ভেদ করিয়া, শিরোদেশ আলোকিত করিয়া-

ছিল। শোকাহত অবস্থায় ও ভাই-বোনেরা তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া, পরস্পর সবিস্ময়ে আলোচনা করিয়াছিলেন। যে ভগিনী প্রথম দেখিয়া বলিয়া উঠেন, "—দেখ, দেখ, আমার মার মহিমা, আজ অন্ধকার রাত্রি হইলেও আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে, তাহার কিরণচ্ছটায় শ্রীশ্রীমার শিরোদেশ আলোকিত হইয়াছে।" সেই ভগিনী শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে দীর্ঘ সময় অজ্ঞান হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার পরিজনদের সহিত শেষ কথা বলেন, "—মা আসিয়াছেন, তোমরা তাঁহাকে বসিবার আসন দাও, আমাকে একবাটি শ্বেত-চন্দন ঘসিয়া দাও, ফুল আনিয়া দাও আমি মার পায়ে ফুল-চন্দন দিব।" এই ভগিনীর পুত্র, মাতার মৃত্যুর পর দেখিতে পান ঐ গৃহে দুই সারি চন্দনার্চিত শ্রীপদচিহ্ন, এক সারি আগমনের এবং এক সারি নির্গমনের। শ্রীশ্রীমার শ্রীপাদপদ্মের প্রতিচিত্র বলিয়া বিশ্বাস করিয়া, অনেক ভাই-বোন এই শ্রীপদচিহ্নে মস্তক অবনত করেন। শ্রীশ্রীমার ছিলনা কোন প্রচার, তথাপিও আরব হইতে মুসলমান, ইউরোপ হইতে খৃষ্টান, জাপান, চীন, সিংহল, তিব্বত প্রভৃতি দেশ হইতে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীগণ ভারত, নেপাল ও বহির্ভারত হইতে মুক্তিকামী সাধুগণ ও নর-নারীগণ, প্রথিতযশাঃ পণ্ডিতগণ, অহিংস ও সহিংস স্বাধীনতা সংগ্রামীগণ, সাহিত্যিকগণ, সুগায়ক ও সুগায়িকাগণ এবং বিশ্বের শান্তিকামী মানব-মানবীগণ শ্রীশ্রীমার নিকট আসিয়া জীবন জুড়াইতেন। ভারতীয় মহাজাতির

গোপ্য মহতী সম্পদ যাহা শ্রীমদাচার্য্য শঙ্করের পর শ্রীশ্রীমায়ের নিকট পুনঃ প্রকট হইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের মহাপ্রয়ানের সাথে সাথে তাহার বিশেষ বিশেষ অংশ পুনরায় গুপ্ত হইলেন। ব্রহ্মাদি দেবতারাধ্য সিদ্ধমহাযন্ত্র জনালক্ষ্যে পুনরায় গুপ্ত হইয়াছেন। শ্রীশ্রী-মায়ের পুনরাবির্ভাব ছাড়া এই মহাজাতি তাহার গুপ্ত এইসব সম্পদ পুনরায় ফিরিয়া পাইবেন না।

কলিকাতা-৪৭ গাঙ্গুলীবাগনস্থ শ্রীশ্রীমহাদেবী মার আশ্র-মেরও কোন প্রচার নাই। শ্রীশ্রীমার প্রবর্ত্তিত সাধনচক্র পরিচাল-নার কোনও সুব্যবস্থা নাই। তথাপিও অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর ন্যায় শ্রীশ্রীমার প্রবর্ত্তিত আধ্যাত্মিক স্রোতধারা প্রবাহিত হইতেছে, একটিমাত্র লক্ষণে তাহা আমরা বুঝিতে পারি, তাহা হইল, শ্রীশ্রীমার সমাধি মন্দিরে, পূজাগৃহে, বাবা যোগেশ্বর মহাদেব তলায়, অথবা আশ্রমের যেকোন প্রান্তে বসিয়া, যোগাসনে, পূজায়, পাঠে, জপে ও ধ্যানে যে প্রাণারাম শান্তি ও দীব্য অনুভূতি আমরা প্রাপ্ত হই, তাহা অন্যত্র হয় না, তাহার তুলনা নাই। জাগতিক বিভ্রাট, যুগ-প্রমাদ এই আশ্রমেও ষোল কলায় বহিঃপ্রকাশ। তথাপিও জনা-লক্ষ্যে শ্রীশ্রীযোগেশ্বরী মহাদেবী মাতার যোগদীক্ষা-মহাকৃপা নির্ঝর শান্তি পিপাসু নর-নারীকে ঐযী শান্তি প্রদান করিতেছেন ও করি-বেন। জটাজুটধারিণী সেবাইত-জননী শ্রীহেমলতা দেবী (শ্রীশ্রী-মহাদেবী মাতার পুত্রবধূ) আশ্রমের পূজার্চ্চনার দায়িত্বভার বহন

করিতেছেন। ইঁহার জীবনেও বহু অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছে। পতি বিয়োগের পূর্ব্বরাত্রিতে, শিববাড়ীতে, বাবা পাগলনাথের আহারার্থ নৈবেদ্য থালা হাতে লইয়া, যতবার তিনি বাবা পাগলনাথ মন্দিরে যাইতে চেষ্টা করিতেছেন, ততবারই পথের ধারের আম্র বৃক্ষটি তাঁহার মাথার উপর নামিয়া পড়িতেছে, তিনি ফিরিয়া আসিতেছেন, বৃক্ষ যথাপূর্ব্ব উঠিয়া যাইতেছে! হরি, হরি, হরি, হরি, বাবা পাগলনাথের কণ্ঠধ্বনি ততবারই তাঁহার কর্ণগোচর হইতেছে। তাঁহার স্বামী শ্রীমহেন্দ্রনাথ ভৌমিকদেব অসুস্থ হন চট্টগ্রামে। তাঁহাকে লইয়া শ্রীশ্রীমা আদমপুর শিববাড়ীতে আসেন, বাবা পাগলনাথের পায়ে পুত্রকে সমর্পন করিয়া শ্রীশ্রীমাতা মহাদেবী বলেন,— "বাবা! অসুস্থ মহেন্দ্রকে পায়ে রাখুন।" বাবা পাগলনাথ উত্তর দেন,— "রাখলাম।" পরে যখন ব্রহ্মমুহুর্ত্তে কাল-নিশা শেষে মহেন্দ্রনাথ ভৌমিকদেব শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করেন, তখন সাশ্রুনেত্রে স্নেহময়ী জননী মাতা মহাদেবী তাঁর শ্রীগুরুদেবকে বলেন,— "এ কি করলেন বাবা!" শ্রীগুরুদেব উত্তর দিলেন,— "মাতা পার করে দিলাম। হরি, হরি, হরি, হরি, হরি, হরি।" শ্রীশ্রীমাতা মহাদেবী তখন কিছুক্ষণ নিজ বিছানায় শয়নাসনে সমাধিমগ্না হইয়া থাকেন। অতঃপর যাবতীয় কর্ত্তব্যভার বহন করতে থাকেন এবং হেমলতা দেবীকে বক্ষে ধারণ করিয়া শ্রীশ্রীমা বলিতে থাকেন,— "অদ্য হইতে তুমি আমার পুত্র মহেন্দ্র

এবং পুত্রবধূ হেমলতা দেবী, তুমি আমার পুত্ররূপে এবং পুত্রবধূরূপে কার্য্য পরিচালনা কর ও সেবা কর।”

একদা তিনি গাঙ্গুলী বাগানস্থ আশ্রমের পূজা মন্দিরের সদরে বসিয়া দুঃখিতমনে জপে নিরত হইয়াছেন, এই সময়ে তিনি পূজা মন্দির হইতে এক পদধ্বনি শুনিতে পাইতেছেন, পদধ্বনি তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহার মাথায় শ্রীশ্রীমার পদ্মহস্তবৎ হস্তার্পন করিলেন, ইনি তখন প্রাণারাম আত্ম ক্রিয়ায় আভিভূত হইয়া তন্ময় হইলেন। আর মনে দুঃখের লেশমাত্র রহিল না, আত্মারাম অবস্থায় দীর্ঘ সময় আনন্দে বিভোর রহিলেন। ইঁহার বধূমাতা শ্রীমতী সন্ধ্যারাণী দেবী শ্রীমৎ তুরীয়ানন্দ ভারতী মহারাজের নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন, —দেহত্যাগের পর কয়েকজন গুরুভাই-বোনকে তিনি আশ্রমের পথে আসিতে, আশ্রমের সদরে বসিতে, কলতলায় প্রবেশ করিতে দেখিয়াছেন, কাহারো কাহারো সহিত তাঁহার প্রাথমিক কথাবার্ত্তাও হইয়াছে, পরে তিনি নিশ্চিতভাবে অবগত হইয়াছেন, ঐ সময়ের কিছু আগে তাঁহারা ইহজগৎ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

পরিশেষে, শ্রীশ্রীযোগেশ্বরী মহাদেবী মায়ের পত্র যোগবাণী যাঁহাদের সংগ্রহ সৌজন্যে প্রকাশ করা সম্ভব হইতেছে আমি সেই সৌভাগ্যবান ত্যাগী গুরুভ্রাতা শ্রীমদ্ বিশুদ্ধনন্দ গিরি মহারাজের উদ্দেশ্যে এবং সৌভাগ্যবতী মহীয়সী গুরুভগ্নী শ্রীনিরু দিদিকে

অন্তরের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। এই অমূল্য রত্ন-গুলি তাঁহারা সংগ্রহ করিয়া না রাখিলে, গ্রন্থাকারে ইহার প্রকা-শনা সম্ভব হইত না। ভারতীয় মহাজাতির গোপ্য সম্পদ যাহা শ্রীশ্রীযোগেশ্বরী মহাদেবী মাতার বাণী ও জীবনী হইতে সাধারণ্যে পরিবেশন করা সম্ভব হইতেছে, তাহা মুমুক্ষু ও শান্তিকামী মানবের অধ্যাত্ম-পিপাশা চরিতার্থ করুক ইহাই সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি। ইতি—

প্রকাশক

স্বাধীনতা সংগ্রামী

শুভ ১লা বৈশাখ,

১৩৮৩

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মিশ্র কাব্যতীর্থ

১) শ্রীশ্রীমহাদেবী মায়ের যোগবাণী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান,
মথুরা পল্লী, পোঃ- মথুরা, ভায়া ঃ- পাঁচেরগড়, জেঃ- মেদিনীপুর।

২) হেড পণ্ডিত, ডুমুরিয়া জে. সি. ইন্‌স্‌-টিটিউশন, পোঃ- ডুমুরিয়া, ভায়া ঃ- গিধনী, জেঃ- মেদিনীপুর।

৩) শ্রীশ্রীমহাদেবী মায়ের আশ্রম, গাঙ্গুলী বাগান, কলিকাতা-৭০০০৪৭।

# শ্রীশ্রী মহাদেবী মায়ের পত্র-যোগবানী

## ঢাকা স্বামীবাগ আশ্রমে থাকাকালীন পত্র-উপদেশ

পত্র নং-১

নারায়ণবর !

আপনার পত্র পাইলাম। আপনি ক্রিয়া বোঝেন এবং কতকটা ভাল আছেন জানিয়া সুখী হইলাম। আমি অকথ্য পরিশ্রম করিতেছি তাহা আপনি যদি বোঝেন একটু বোধ করিতে পারেন তাহা হইলেই আমার শান্তি। আর উহাদের প্রেরণায় আপনি চলিবেন না। যখনই তাহারা জোর করে তখনই আপনি দশ মিনিটের জন্য বসিবেন তাহা হইলেই তাহারা সাম্য হইবে জোর করিয়া আপনাকে দিয়া কিছু করাইতে পারিবে না। আপনি সর্বদাই লেখেন উহারা বাহির হইয়া গেলেই আপনি রক্ষা পান, উহারা বাহির হইয়া কোথায় যাইবে, উহারাতো বাহিরের জিনিষ নয়। ভালরূপেই তাহারা আপনার অন্তরে বাসা করিয়া বসিয়াছে। রূপক যোগ করিতে গিয়া বহু সাধকের এই অবস্থা ঘটে, নিশ্চয়ই জানিবেন যোগমায়ার বিপরীত প্রেরণায় এইসব

হইতেছে। সেই মহাশক্তি যোগমায়া প্রসন্ন হইলে উহারা আপনা হইতেই দূরিভূত হইবে। আপনি যদি সর্ব্বদা ক্রিয়াটি অনুভব করিতে পারেন তবে উহারা অতিসত্বরই বিদায় নিবে। প্রাণ সিদ্ধি হইবার একমাত্র উপায় নিরাময় মঙ্গলময় যোগ। এই যোগের দ্বারাই প্রাণারাম ও আত্মারাম অবস্থা লাভ করিতে পারিবেন। আমি লিখিয়াছিলাম সন্ধ্যার পর হইতে নয়টার মধ্যে বসিবেন।

দেবপাহাড়, চট্টগ্রাম।

ইং ২. ১২. ৩৬.

পত্র নং-১

নারায়ণবর!

আপনার পত্রের সংবাদ জ্ঞাত আছি। আপনি কতক শান্তি পাইতেছেন জানিয়া সুখী হইলাম, বুঝিলাম আমার পরিশ্রম ব্যার্থ হইতেছে না। যাহারা যোগী, যোগপথ অবলম্বন করিয়াছেন তাহারা এই পথ অবলম্বন করিলে ব্রাহ্মিস্থিতি লাভ করিতে পারিবেন ইহাতে অন্যথা হইবে না। প্রাণের খাদ্যও প্রাণ, প্রাণের দ্বারাই প্রাণকে পুষ্টি ও তুষ্টি রাখিতে হয়। প্রাণের দ্বারাই প্রাণ সিদ্ধি হয়। প্রাণ সিদ্ধি হইলেই ব্রাহ্মিস্থিতি হয় অবশ্যম্ভাবী। আপনার প্রাণ যখন ব্রহ্মাকাশে বিলীন হইবে তখন ঐ অসৎ আত্মা আপনাকে কি করিতে পারে। জীবের যখন আত্মাতে স্থিতি হয় তখন দেহাত্ম বোধই থাকেনা উহারা আর কোথায় থাকিবে।

আপনি যদি আমার অনুগত ও স্মরণাপন্ন থাকেন, তবে শ্রীগুরুদেবের কৃপায় নিশ্চয়ই আপনি ঐ চরম শান্তি লাভ করিতে পারিবেন। অপ্রসিত ৺ঈশ্বর শক্তির নিকট উহারা ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র শক্তি। উহারা নিশ্চয়ই তাহাদের প্রাণ লইয়া পলায়ন করিবে। আমি কাহারও গুরু হইতে চাই না, কেহ আমার গুণগান গাহিয়া ফিরুক তাহাও চাই না, আপনারা শান্তি পান তাহা হইলেই হইল। তবে খুব সংযত থাকিবেন। আপনার আগের কোন ক্রিয়াই করিবেন না। তবে মাঝে মাঝে দুই একটা আসন করিতে পারেন। কোন কঠিন আসন করিবেন না।

দেবপাহাড়, চট্টগ্রাম।

ইং ২২. ১২. ৩৩.

পত্র নং-৩

সাধকবর !

আপনার পত্র পাইয়াছি। আপনি অলস থাকিবেন না, অন্ততঃ সকালে বিকালে হাঁটা হাঁটি হইলেও করিবেন। যতক্ষণ বসিতে ভাললাগে ততক্ষণই বসিবেন। জোর করিয়া বেশীক্ষণ বসিবেন না সর্ব্বদার জন্য ক্রিয়াটির দিকে লক্ষ্য রাখিবেন। এই সূক্ষ্ম ক্রিয়াতে যদি আত্ম বিলীন করিতে পারেন তবে প্রাণ সিদ্ধি ও ব্রাহ্মি সিদ্ধি স্থিতি হইবে। কাজে বসিয়া যদি সামলাইতে না পারেন তবে জোর করিয়া বসিবেন না তাহাতে কাজেরও ক্ষতি হয় আমারও ভয়ানক কষ্ট হয়। আমি ক্রিয়াটি একটু বেগে চালানের

গতিকেই বোধহয় আপনি ঐরূপ বোধ করিতেছেন। যখন আপনার যেরূপ অবস্থা হয় পত্রের দ্বারা জানাইবেন। ৯ই জানুয়ারী হইতে কেমন থাকেন আমাকে জানাইবেন।

দেবপাহাড়, চট্টগ্রাম।

ইং ৮. ১. ৩৪.

পত্র নং-৪

নারায়ণবর !

আপনার চিন্তা আপনার করিতে হইবে না। এই ক্রিয়ায় যদি আপনার শান্তি না আসে তবে আর আপনার শান্তি আসিবে না আর বুঝিব যে অলঙ্ঘনীয় যোগ শাস্ত্র তাহাও লঙ্ঘন হয়। প্রত্যেক পত্রে লিখেন উহারা কুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করিয়া রাখে। কুণ্ডলিনী মহাশক্তি তাহাকে ঐ ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র শক্তি কি করিয়া জাগ্রত করিতে পারে বুঝিলাম না। আরও জানিবেন তিনি এক মাত্র বিন্দু ব্রহ্মে চৈতন্য হন। সেই হল প্রকৃত চৈতন্য। তিনি আপনি চৈতন্য না হইলে তাঁহাকে কেহই জাগাইতে পারে না। উহারাই নানা রূপ ধরিয়া নানা ভাবে উৎপাত করিতেছে। আপনি একটু সংযত হইয়া এই মহান যোগের অনুগত হন তাহা হইলে নিশ্চয়ই মঙ্গলময়ের কৃপায় শান্তিতে থাকিতে পারিবেন।

দেবপাহাড়, চট্টগ্রাম।

ইং ২৪. ১. ৩৪.

পত্র নং-৫

সাধকবর !

আপনার পত্রের সংবাদ জ্ঞাত আছি। আপনার ক্রিয়া হইতেছে সর্ব্বদা বোঝেন। শক্তি সঞ্চারিত যদি পূর্ণমাত্রায় হয় তবে উহাদের বিড়ম্বনা একেবারেই থাকিবে না। আপনি আপাদ-মস্তক ব্যাপিয়া প্রত্যেক ধমণীতে ধমণীতে ও লোমকূপে ক্রিয়াটি অনুভব করিতে পারিবেন। মূল ধমণীতে ও প্রত্যেক যন্ত্রে ক্রিয়া সঞ্চারিত হইলে আপনি নির্বিঘ্ন শান্তিতে কালযাপন করিতে পারিবেন। যেকোন অবস্থায় নিজেকে অতি বলবান মনে করিতে পারিবেন। ইহার দ্বারাই সকল বুঝিয়া লইতে পারিবেন। আমি পরিশ্রম করি তাহা রীতিমত প্রাপ্ত হন কিনা লিখিবেন।

দেবপাহাড়, চট্টগ্রাম।

ইং ৩. ৩. ৩৪.

পত্র নং ৬

নারায়ণবর !

আপনার পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। শ্রীগুরু পাট যাইবেন শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। সাক্ষাৎ ব্রহ্ম জানিয়া শ্রীগুরু চরণ বন্দনা করেন আশীর্ব্বাদ করিতেছি। শ্রীগুরুদেবের অক্ষয় কৃপা সাধকের একমাত্র সম্বল জানিবেন। আপনি একটু বসিতে পারেন জানিয়া সুখী হইলাম। আমার পরিশ্রম ব্যর্থ হইলে আমাকে জানাইবেন। আমার সহিত একত্র হইতে চেষ্টা করিবেন।

কেননা আবার কতকদিন নিকটে থাকিয়া ক্রিয়াটি আয়ত্তাধীন করিয়া নেন। এই ক্রিয়াটি সমাধী ও মুক্তির দ্বার জানিবেন।

দেবপাহাড়, চট্টগ্রাম।

ইং ২১. ৩. ৩৪.

পত্র নং-৭

সাধকবর !

আপনার পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। আমার শরীর অসুস্থ থাকায় উত্তর দিতে গৌণ হইল। আপনার শরীর এখন কেমন জানাইবেন। ধৈর্য্য ধরিয়া এই ক্রিয়া অবলম্বন করিয়া থাকুন তাহারা সাম্য হইবেই। সর্ব্বদাই আপনার জন্য পরিশ্রান্ত হইতেছি আপনি সুলভ বোধ করিলেই হইল।

দেবপাহাড়, চট্টগ্রাম।

ইং ৬. ৪. ৩৪.

পত্র নং-৮

নারায়ণবর !

আপনার পত্রখানা পাইয়াছি। যোগের সাধন ও গুহ্য বিদ্যা জানিতে হইলে কতখানি দায়িত্ব থাকা প্রয়োজন তাহা কোন যোগবিদ মহাপুরুষের সহিত সাক্ষাৎ হইলে জানিয়া লইবেন। রাজর্ষি, দেবর্ষি এবং মহর্ষি এই তিনটি অবস্থা কোন কোন মহাপুরুষ প্রাপ্ত হন। কিন্তু গুহ্য যোগ পরাবিদ্যা আয়ত্তাধীন করিয়া

ব্রহ্মর্ষি কোটী কোটী জীবের মধ্যে এক-আধজনের হয়। আমার কথায় লিখায় রাগ হইবেন না। চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

দেবপাহাড়, চট্টগ্রাম।

ইং ২৯. ৭. ৩৬.

পত্র নং-৯

সাধকবর!

আপনার পত্র পাইয়াছি। আপনি চট্টগ্রাম আসার পর প্রত্যহই আপনাকে বলিয়াছি যে শক্তি সঞ্চার না করিলে ক্রিয়াটি সেই ভাবে চলে না। আমি দিবা রাত্র পরিশ্রম করিতেছি কিন্তু আপনি উপকৃত হইতেছেন না। তবে আপনি স্পষ্ট করিয়া লিখেন আমি রক্ষা পাই। পেট শক্ত হইলে সেক দিন মেরুদণ্ডের ও দুই পার্শ্বে সেক দেন। আপনি পাতলা দুধ খান বেশী করিয়া। উদরী ব্যারামের লক্ষণ আপনার মধ্যে দেখা যায়। পত্র পাওয়ার পরে মঙ্গলবার হইতে কেমন থাকেন আমাকে লিখিবেন। স্মরণানন্দজিকে আমি লিখিয়াছিলাম আমার গুরুবাক্যানুসারে যদি ক্রিয়া নেন তবে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। আপনাকে শক্তি সঞ্চার করি নাই উহাকে কি করিয়া করিব। আর যোগ দীক্ষা ছাড়া আমি শক্তি সঞ্চার করিতেও পারিব না, শক্তি সঞ্চার না করিয়া ক্রিয়াটি বুঝাইয়া না দিলে আপনারা কি অভিজ্ঞতা লাভ করিতে চান? শাস্ত্রবাক্য ও আমার গুরুবাক্য লঙ্ঘন করিয়া আমি জগতে প্রচার হইতে চাইও না। আপনাদের মত উচ্চাঙ্গের সাধুদের নিকট আমি প্রচার হইতে পারিব না চাইও না। জীবকে দয়া করিলে গঞ্জনা ভোগ

করিতে হয় দয়া না করাই উচিৎ।

দেবপাহাড়, চট্টগ্রাম।
ইং ৩০. ৬, ৩৪.

পত্র নং-১০

নারায়ণবর !

আপনার পত্রখানা অদ্যই পাইলাম। আপনার পেটের পার্শ্বে ঘাড়ের শলা হইতে কটিদেশ পর্য্যন্ত সেক দিবেন। তবে আপনার অপান বায়ুর ক্রিয়াটিও ভাল ভাবে চলিবে এবং শৌচও পরিস্কার হইবে। আপনার নাড়ীগুলি কোকড়ান তাহাতেই বায়ু কুপিত ও তাই বায়ু বন্ধ হয়। বায়ু বন্ধ হইয়া শৌচ পরিস্কার হয় না। মঙ্গলবার হইতে তিন চারি দিন অল্প সময় বসিবেন তাতে কাজ কিরূপ হয়, শৌচ পরিস্কার হয় কিনা আমাকে জানাবেন।

দেবপাহাড়, চট্টগ্রাম।
ইং ৪. ৮. ৩৪.

পত্র নং-১১

সাধকবর !

আপনার পত্রে সংবাদ জ্ঞাত আছি। আপনার লিখিত অনুসারে আমি সকলই বুঝিয়াছি। আপনার যদি ধর্মে দৃঢ়তা থাকে এবং সাধনে যদি জ্ঞান হইয়া থাকে তবে সহস্র প্রকার ভয় আপনাকে সৎ পথ হইতে বিপথগামী করিতে পারিবেনা। আপনি যে আমাকে বৃথা অনুযোগ বাক্য লিখিয়াছেন তাহার উত্তরে আমি লিখিতেছি আমি আপনাকে বলিয়াছিলাম, দীক্ষা ছাড়া আমি শক্তি

সঞ্চার করিতে পারিব না। তদুত্তরে আপনি বলিয়াছিলেন তাহা আর কি করিয়া হয়, 'আমিতো সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষিত।' তাহার উত্তরে আমি বলিয়াছিলাম, আপনি আপনার গুরুর নিকট সত্বর চলিয়া যান। 'তোলা দুধে পোলা বাঁচে না' এই কথা আমি আপনাকে বহুবার বলিয়াছি ও লিখিয়াছি। আমি তখনই বুঝিয়াছিলাম এই বিষয়ে আপনার জ্ঞান বা দৃঢ়তা নাই তাহা হইলে আমাকে এই উত্তর করিতে পারিতেন না। তবে আপনাদের নানা অভিজ্ঞতা আছে বহুদর্শিতাগুণও আছে কিন্তু পরাবিদ্যাজ্ঞান আপনাদের নাই। আমি পূর্ব্বেও যাহা বলিয়াছি এখনও তাহাই লিখিতেছি যোগ দীক্ষা ছাড়া আমি ইহার বেশী কিছুই করিতে পারিব না। ঐ মহাত্মার প্রেরণায় আমি তাঁহার সম্মানার্থে আমি আপনার মধ্যে ক্রিয়া করিতেছি। বিষ্ণু নাভিগ্রন্থি ভেদ না করিলে নির্ভিক ও শোকশূন্য হওয়া যায় না। ঐ বিষ্ণু নাভিই পাতঞ্জানের বিশোকরেখা জানিবেন। নানাবিধ আসনের দ্বারা প্রাণায়ামের দ্বারা এই বিদ্যা আয়ত্ত করিতে পারিবেন না। এইটী পরাবিদ্যা অন্যরূপ সাধনার আকাঙ্খা থাকিলে আপনি অনায়াসে পশ্চিমে যাইতে পারেন। আপনার মন্তব্য ও শারিরীক কুশল লিখিবেন। এই বিদ্যা শুধু শক্তি সঞ্চার করিয়া দিলেই হয় না। কিছুদিন গুরুর নিকট থাকিয়া শিক্ষা করিতে হয়।

দেবপাহাড়, চট্টগ্রাম।

৮. ১০. ৩৪

পত্র নং-১২

নারায়ণবর !

আমি যেকোন অবস্থায় থাকিনা কেন আপনার প্রতি আমার লক্ষ্য আছে। আমি আপনার নিকট হইতে কেবল দৈহিক স্থিরতাটুকু চাই, আর কিছু চাইনা। এই ক্রিয়াতেই আপনি শারিরীক, মানসিক ও আত্মানন্দে থাকিতে পারিবেন। যদি অর্দ্ধ সেকেণ্ড অনন্তত আপনার (মধ্যে) ভিতরে স্থিতি হয় সেদিকেই যত্ন নিবেন।

দেবপাহাড়, চট্টগ্রাম।

২৭. ১০. ৩৪.

পত্র নং-১৩

সাধকবর !

আপনি সংযত থাকিবেন। আমি আছি ভয় নাই। কখন কেমন থাকেন লিখিবেন। পত্রপাঠ আপনার বিস্তারিত মঙ্গল জানাবেন। আমি চাই কেবল স্থিরতা।

কলিকাতা।

৩০. ১০. ৩৪.

পত্র নং-১৪

নারায়ণবর !

আপনার পত্র গত কল্যই আশ্রমে পৌঁছিয়া পাইলাম। আপনার শরীর বিশেষ অসুস্থ জানিয়া চিন্তিত আছি। পত্রপাঠ মাত্র আপনার অবস্থা বিস্তারিত লিখিবেন। আগামী মঙ্গলবার রাত্রি ৯টা হইতে কিরূপ থাকেন লিখিবেন।

দেবপাহাড়, চট্টগ্রাম।

২৫শে বৈশাখ।

পত্র নং-১৫

সাধকবর !

আপনার পত্র পাইয়াছি। আপনাকে আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম আপনার একটী ফাঁড়া আসিতেছে। আপনার কোন ভয় নাই আমি সর্ব্বদাই আপনার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছি। দুঃসময়ের দুর্ভোগ সকলেরই ভোগ করিতে হয়। গ্রহ প্রকোপ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরই ভোগ করিয়াছেন আমরাতো ভোগ করিতেই পারি।

দেবপাহাড়, চট্টগ্রাম।

৩১শে বৈশাখ।

পত্র নং-১৬

নারায়ণবর !

আপনার পত্রখানা ৺মহাদেব বাড়ীর ফেরৎ এখানে আসিয়াছে। আপনার উভয় পত্রের অবস্থা জ্ঞাত আছি। আপনি

আত্মসাধনে সদাযুক্ত থাকুন। এই ঔষধটীই সর্বরোগ হরং ও আত্ম জাগরণ এই দুই করিয়া থাকে। বিশেষ চিন্তিত আছি আপনার বিস্তারিত কুশল দানে চিন্তা দূর করিবেন।

শিবশান্তি আশ্রম।

১০. ৪. ৪৭.

পত্র নং-১৭

সাধকবর!

নববর্ষের শুভাশির্ব্বাদ গ্রহণ করুণ। আপনার শরীর কিরূপ থাকে সর্ব্বদা লিখিবেন। আপনার প্রতি আমার লক্ষ্য আছে। কোন ভয় করিবেন না। অমৃতময় আত্ম পরায়ন হউন। ক্রিয়াযুক্ত থাকিলেই আপনার দেহে সুধা সঞ্চার হইবে। ঐ বৈষম্যটী যাহাতে উল্লেখ না করিয়া পারেন তাহাই করিবেন। আপনি ক্রিয়াযুক্ত থাকিয়া উদাসীন থাকিলে তাহারা লজ্জায় ও অভিমানে পলায়ন করিবে। আর যাহা করিতে হয় আমিই করিব। আপনার কোন ভয় নাই। আপনি সর্ব্বত্র জয়যুক্ত থাকুন। আপনার কাজ ভালই হইতেছে।

দেবপাহাড়, চট্টগ্রাম।

২৭শে বৈশাখ, ১৩৪৫ সন।

পত্র নং-১৮

নারায়ণবর !

আপনার পত্রের সংবাদ জ্ঞাত আছি। আমি সর্ব্বদাই আপনার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছি আপনার ভয় নাই। আপনি যাহাতে একটু স্থির হইয়া বসিতে পারেন তাহাই করিবেন। আমি যাহা বুঝিতে দেখিতে পাই পূর্ব্ব হইতে অনেকটা ভাল আছেন। আপনার হৃদয়ে ধারক শক্তি কতকটা স্থিতি হইয়াছে দেখিতে পাই, আরো হইবে। পূর্বাশ্রমের ভয়ে অস্থির হইবেন না, স্থির হইয়া থাকুন না আত্মসাধনে সদাযুক্ত থাকুন সর্ব্বত্র মঙ্গল নিশ্চয়ই হইবে।

দেবপাহাড়, চট্টগ্রাম।

ইং ৯. ৫. ৩৯.

পত্র নং-১৯

সাধকবর !

আপনার পত্রের সংবাদ জ্ঞাত আছি। আমি সর্বদাই আপনার উপর একভাবেই লক্ষ্য রাখিয়াছি। আমিতো সেই বিষয়ে এই পর্য্যন্ত ক্রুটী করিনা করবও না। আপনি একটু সংযত থাকিলেই আত্মারাম নিশ্চয়ই পাবেন। আত্মসাধনে নিত্য যুক্ত থাকুন সাধনে মন যুক্ত থাকিলে জাগতীয় মঙ্গল আত্মানন্দ লাভ নিশ্চয়ই হয়। আমি পূর্বেও আপনাকে যাহা বলিয়াছি এখনও তাহাই বলিতেছি। নানারকম ক্রিয়ায় শরীর মনের নানারূপ

অবস্থা হইতে পারে তাহাতে আপনি ভয় পাইবেন না। আপনি নিজেও দিনে দিনে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভগবান আপনার সর্বত্র মঙ্গল করুন জয়যুক্ত থাকুন।

দেবপাহাড়, চট্টগ্রাম।
২৬শে জ্যৈষ্ঠ. ১৩৪৫

পত্র নং-২০

নারায়ণবর!

আপনার পত্রের সংবাদ জ্ঞাত আছি। আপনার কখন কিরূপ কাজ হইতেছে জানাবেন। ভয় নাই নির্ভয়ে থাকুন, আমি সর্বদাই আপনার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছি আত্মপরায়ন হন। আত্মা পরব্রহ্ম জীবের মোক্ষ ধর্ম জানিবেন। আপনার মঙ্গল চাই।

৺মহাদেব বাড়ী।
ইং ১৩. ১১. ৩৯.

পত্র নং-২১

সাধকবর!

অদ্য আপনার পত্র পাইয়া বিস্তারিত জ্ঞাত হইলাম। আপনি আমার আশীর্বাদ গ্রহণ করিবেন। ৺ভগবান আপনাদের সর্বত্র মঙ্গল বিধান করুণ। আপনি নির্ভয়ে থাকুন আমিইত আছি। সুবাসিনী আসুক আর যেই ইচ্ছা আসুক না কেন আপনার তাহাতে

কি ? আপনি সদা স্বয়ম্ভূতে থাকুন, স্বয়ম্ভূকেই একমাত্র বান্ধব জানিবেন, এই পরমপদ আশ্রয় করিয়া থাকুন কে আপনাকে দন্ত স্ফুট করিতে পারে। তবে ক্রিয়ার সময় খুব সাবধান নিয়া থাকিবেন। আপনার চঞ্চলতা আসে তাহা আমি বুঝি। যতদূর সম্ভব আসনে স্থির থাকিতে চেষ্টা করিবেন। আপনি ভয় পাইবেন না আপনি স্বপ্ন যাহা দেখিয়াছেন তাহা অতি সত্য।

৺মহাদেব বাড়ী।

ইং ১৬. ১১. ৩৯.

পত্র নং-২২

নারায়ণবর !

আপনার মঙ্গল উক্ত ঠিকানায় লিখিবেন। ভয় নাই আমি সর্বদাই আছি ক্রিয়ার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিবেন। সর্ব্বদা আত্মপরায়ন থাকিবেন। সাধনই মানুষের একমাত্র ধন আত্মসাধনে সদা মন যুক্ত রাখিবেন তাহাতে সর্ব্বত্র মঙ্গল সর্বত্র জয় নিশ্চয়ই হয় জানিবেন। আশীর্বাদ লইবেন।

দমদম।

বাং ৮. ২. ৪৬.

পত্র নং-২৩

সাধকবর !

আপনার পত্রের সংবাদ জ্ঞাত আছি। আত্মসাধনে সদা মন যুক্ত রাখুন কোন ভয় নাই আমি সর্বদাই আছি।আপনার শারীরিক মঙ্গল লিখিবেন, আমার আশীর্বাদ গ্রহণ করুণ।

দমদম।

বাং ১৭. ২. ৪৬.

পত্র নং-২৪

নারায়ণবর !

আপনার শরীর এখন কেমন আছে? কাজ কর্ম কিরূপ হইতেছে, আত্ম সাধনে সদা মন যুক্ত রাখিবেন। সাধনে মন যুক্ত থাকিলে সর্বত্র মঙ্গল সর্বত্র জয় নিশ্চয়ই হয়। সর্বদা আত্ম পরায়ণ থাকিবেন। আসনে থাকিতে হাত পা ছুটিয়া গেলে তৎক্ষণাৎ দাঁত কপাটী দিয়া আসন ছাড়িয়া দিবেন। আমার শুভাশীর্বাদ গ্রহণ করিবেন। ভগবান আপনাদের সর্বত্র মঙ্গল করিবেন, সর্বত্র জয়যুক্ত করিবেন। আপনার মঙ্গল চাই।

দেবপাহাড়, চট্টগ্রাম।

ইং ২৫. ৫. ৪৬.

পত্র নং-২৫

সাধকবর !

সর্বদা আত্মপরায়ন থাকুন। আমাকে যদি একমাত্র ভরষা করেন, আমি আপনাদের যত সুযোগ সুবিধা করিয়া দিব। আমি সর্বদা আপনাকে ব্যাপিয়া আছি কোন ভয় নাই। আপনার মঙ্গল সংবাদ লিখিবেন।

দেবপাহাড়, চট্টগ্রাম।

১. ৩. ৪৭.

**ঢাকা স্বামীবাগ আশ্রমে থাকাকালীন পত্রোপদেশ এই পর্যন্ত শেষ।**

# কলিকাতা মহানির্ব্বাণ মঠে থাকাকালীন পত্রোপদেশ

পত্র নং-১

নারায়ণবর !

আপনার পত্র গতকল্য পাইয়াছি। আপনার কাজ ভাল চলিতেছে ও ভাল আছেন জানিয়া সুখী হইলাম। আপনি কখন কেমন থাকেন লিখিয়া জানাইবেন, আর শান্ত ভাবে থাকিবেন তাহা হইলেই আমি সব করিয়া নিতে পারিব। পৃথিবীর যে কোন অংশে থাকিবেন আমি সেখানেই আছি তজ্জন্য কোন ভয় করিবেন না।

২৭শে ভাদ্র।

পত্র নং-২

সাধকবর !

আপনার পত্র পাইয়াছি। আপনার অবস্থা বিস্তারিত জ্ঞাত আছি। আপনি শান্ত ভাবে যেখানে চন্দ্র সূর্যের নীচে থাকিবেন সেখানেই সাধনের ক্রিয়া উপলব্ধি করিতে পারিবেন। কখন কেমন থাকেন লিখিবেন। শ্রীগুরুদেবকে সন্তুষ্ট রাখিয়া ভাল ভাবে চলিয়া আসিবেন।

৩১শে ভাদ্র।

পত্র নং-৩

নারায়ণবর !

আপনার পত্রের সংবাদ জ্ঞাত আছি। আত্মসাধনে নিত্য যুক্ত থাকিলে সর্বত্র মঙ্গল ও সর্বত্র জয় নিশ্চয়ই হইবে জানিবেন। সর্বদাই আপনার মাথায় দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া আশীর্বাদ করিতেছি। ৺বিজয়ার শুভ আশীর্বাদে আপনাদের মঙ্গল হউক পৃথিবীর যে কোন অংশে থাকেন না কেন আমি সেখানে আছি।

১৮ই আশ্বিন।

পত্র নং-৪

সাধকবর !

আপনার পত্র গতকল্য পাইয়াছি। ঢাকাতে পুনরায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হইয়াছে বহুলোক হতাহত হইতেছে মাঝে মাঝে লুটতরাজ হইতেছে। অবস্থা কি যে হয় শ্রীগুরুদেবই জানেন। আমারতো শ্রীগুরুদেবই আছেন আমার জন্য চিন্তা করিবেন না। আপনিও শ্রীগুরুপরায়ন থাকেন, আপনি আতন পরায়ন থাকেন। আপনি ক্রিয়া সম্বন্ধে যাহা বুঝিয়াছেন তাহা ঠিকই বুঝিয়াছেন এই বোধের নাম জ্ঞান। আপনারা চন্দ্র সূর্যের নীচে যেখানে থাকিবেন আমি সেখানেই আছি জানিবেন। আপনাদের পিতা মাতা ভাই বন্ধু গুরু আপনাদের নিকট হইতে অনেকদূরে কিন্তু আমি যেখানে আছি আপনারা সেখানে থাকিবেন।

আপনাকে দুগ্ধপুষ্য শিশুর মত আবর্ত্তন করিয়া সব সময়ে আছি। ভগবান আপনাদের সর্বত্র মঙ্গল করুণ সর্বত্র জয়যুক্ত রাখুন।

গুরুদাস সরকার লেন, ঢাকা।

ইং ১১. ১০.৪১.

পত্র নং-৫

নারায়ণবর !

আপনার পত্রের সংবাদ জ্ঞাত আছি। জ্বর ও লিভারের বেদনায় কাতর আছি। আপনার সবই লিখিলে না লিখিলে জ্ঞাত আছি ও থাকি। আপনি ভাল আছেন জানিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। স্বামীবাগের মহারাজদ্বয়ের ও আপনার গুরুর অনুমতি নিয়া আসিতে পারেন। অবশ্য যদি কোন বিঘ্ন না থাকে। সবই শ্রীগুরুদেবের ইচ্ছা তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইতেছে ও হইবে। আপনি আত্মপরায়ন থাকুন। আত্মসঙ্গ ছাড়া অন্য বাজে সঙ্গ কখনও করিবেন না। আপনি শান্ত থাকুন আর সব আমি করিব।

গুরুদাস সরকার লেন, ঢাকা।

ইং ২৬. ১১. ৪১.

## —ঃ সালকিয়া হাওড়া থাকাকালীন পত্রের উপদেশ ঃ—

পত্র নং-১

নারায়ণবর !

আপনার পত্রের সংবাদ কয়েকদিন হইল জ্ঞাত আছি। আপনি কোথাও থাকবেন ভাবিয়াছিলেন কিন্তু থাকা ও খাওয়ার বন্দোবস্তের জন্য দমিয়া যাইতেন, আমি তখন অভয় দিয়া বলিতাম আপনি চিন্তা করিবেন না আমি সব বন্দোবস্ত করিয়া দিব। এখন ইহা ঠিক কিনা চিন্তা করিয়া দেখুন। আপনাদের নিয়া আমার যন্ত্রনা পাইতে হয় কারণ আপনারা দেহাত্মবাদি আত্মপরায়ন হন। আপনার যেসব স্থানে বায়ু আটকাইয়া আছে এখন ভালতো। আপনি আত্মসাধনে মতি স্থিতি রাখেন বাকী সব আমি করিয়া নিব। আপনারা আমার নিকট হইতে যত দূরেই থাকেন না কেন আপনারা আমার অতি নিকটে জানিবেন। উত্তর দিবেন।

৮ই কার্ত্তিক।

পত্র নং-২

সাধকবর !

আপনার এনভেলাপের পত্রের উত্তর দিয়াছি বোধহয় পাইয়া থাকিবেন। পত্রপাঠ প্রাপ্তি সংবাদসহ আপনি ঢাকা

আসিবেন করে লিখিবেন। আমি সর্বদা আপনাকে আশীর্বাদ করিতেছি ও করিব। আপনি ভয় করিবেন না আত্মপরায়ন থাকুন, আত্মাপরব্রহ্ম জীবের মোক্ষ ধর্ম। আত্মবিমুখ থাকিবেন না। আপনার উত্তেজনা অবস্থা যাহা কিছু হইতেছে সবই আমার ক্রিয়ার ফলে হইতেছে। আপনি ভয় করিবেন না আপনি নির্ভিক থাকুন ও হন। আস্বরীক ব্যাপার আপনার বিচার করার প্রয়োজন নাই। পত্রপাঠ বিস্তারীত লিখিবেন। আপনার যাহা কিছু হয় সকলই আমার ক্রিয়ার ফলে হয়। প্রয়োজন অনুসারে আমার সব করিতে হয়।

২৪শে কার্ত্তিক।

পত্র নং-৩

নারায়ণবর !

আপনার উভর পত্রই পাইয়াছি। আপনার এ পত্র এই মাত্র পাইলাম। স্বামীজীর আশ্রমের ঠিকানায় লিখিত পত্রখানা আনাইয়া লইবেন। ঐ পত্রে বিস্তারীত সব লিখিয়াছি। আপনাকে নিয়া পারা যাইবে না, আপনি এত দুর্বল ও ভীতু একটু জোরে কোন ক্রিয়া করা যায় না তাই আপনার গ্রন্থি ভেদ কি করিয়া হইবে ? সাধনপথে কত বিঘ্ন ও বিভ্রাট আছে তাহার সম্বন্ধে অনেক বলিয়াছি। আমি সব করিতেছি এবং এতেই স্থির ও শান্ত থাকিতে পারেন না। আপনি কি করিয়া সাধন পথে

নিজে কাজ করিতেন। যদি আপনি নিজে সাধন করিতেন তাহা হইলে তরঙ্গ দেখিয়া ভয়ে নৌকা ডুবাইয়া দিতেন। ভুজঙ্গিনী বিভ্রাটে কবিরাজী তৈল ও বড়ীতে কতটা প্রতিকার করিতে পারে। আপনি কিঞ্চিত সুস্থ হইয়া চট করিয়া চলিয়া আসিবেন যদি কোন বিঘ্ন না থাকে। এই অসুস্থ শরীরে আমার বড় বেগ পাইতে হয়। এই পত্র পাইয়া কেমন থাকেন পত্রপাঠ উত্তর দিবেন। এখন দূরে থাকিয়া লাভ নাই।

৩রা অগ্রহায়ণ।

পত্র নং-৪

সাধকবর !

আপনার পত্রের সংবাদ গতকল্য সন্ধ্যার পর জ্ঞাত আছি। আপনার পূর্ব্ব পত্র পাইয়া উত্তর দিয়াছি তাহা নিশ্চয়ই পাইয়াছেন। এত অস্থির হইয়া পত্র লিখেন কেন? আপনি আত্মপরায়ন থাকুন আত্মসাধনে নিত্য যুক্ত থাকিলে সর্বত্র মঙ্গল সর্বত্র জয় নিশ্চয়ই হইবে। আমিতো সর্বদাই আপনাকে দুগ্ধপোষ্য শিশুর মত আবর্ত্তন করিয়া আছি আপনার ভয় কি? তবে আপনার প্রসারণা ভাল হইতেছে না আমি দেখিতে পাই আরও কিছুদিন আমার সামনে থাকিতে হইবে। আসন ছাড়া আপনার ভাল হইতেছে না তাই এত সব গোলমাল। আমার জন্য চিন্তা করিবেন না এখনও জ্বর হইতেছে। আমার ভরষা শ্রীগুরুদেব।

আপনিও স্বয়ম্ভু যুক্ত থাকুন সর্বদাই আশীর্বাদ করিতেছি ও করিব। আমি সর্বদা আপনার হৃদয়ে আছি। আপনারা যেখানেই থাকুন, আমি সর্বদাই আপনার নিকটেই আছি জানিবেন। শ্রীগুরু ভরসায় এক প্রকার আছি। আপনার বিস্তারীত মঙ্গল পত্রপাঠ লিখিবেন। রৌদ্রে কম্বল দিয়া পরে ঐ গরম কম্বলে বাম কাতে শুইবেন কমিয়া যাইবে।

১লা কার্ত্তিক।

পত্র নং-৫

নারায়ণবর!

আপনার পত্র কয়েকদিন হইল পাইয়াছি। আপনি এখন কেমন আছেন বিস্তারীত লিখিবেন। আপনাকে আমি দুগ্ধপোষ্য শিশুর ন্যায় রাখিয়াছি। আপনার বামধারের পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত ধরা কেমন আছে? সাধনে নিত্য যুক্ত থাকুন, তাহা হইলে সর্বত্র মঙ্গল নিশ্চয়ই হইবে। আত্মপরায়ন থাকুন আপনার যে বিভূতি অনুভূতি হইতেছে তাহা ভালই হইতেছে। কসমল না কাটিয়া গেলে পরিষ্কাররূপে অনুভূতি হয় না জানিবেন। আমরা সকলে এক প্রকার আছি। আপনার বিস্তারীত মঙ্গল চাই।

২২শে কার্ত্তিক।

## পত্র নং-৬

সাধকবর !

আপনার দুইখানা পত্রের সংবাদ জ্ঞাত আছি। আমার এই পত্র পাওয়ার পর আর বেশী দেরী করা আপনার উচিৎ নয়। আপনার শীঘ্রই এখানে আসা ভাল যদি কোন রকম বাধাবিঘ্ন না থাকে। আপনার কাজের গতিবিধি অনুসারে আমি নূতন ক্রিয়া করিতেছি। আপনার আসন ছাড়িয়া উঠিবার ক্রমটা এখনও বুঝিতে পারেন না বলিয়াই নানাপ্রকার উদ্বেগ হয়। আমি সাথে সাথেই সেগুলিকে ( আবর্জ্জনাগুলিকে ) পরিস্কার করি তাহা বোধহয় আপনি বুঝিতে পারেন। নিকটে থাকিলে যত শীঘ্র পারা যায় কিন্তু দূরে থাকিলে আমাকে বেগ পাইতে হয় ও দেরীতে উপশম হয় তাহা আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কুণ্ডলিনীর ক্রিয়া উর্দ্ধদিকে চলায় আমার নানারূপ ক্রিয়া চালাইতে হইয়াছে। আমি আপনাকে দুগ্ধপোষ্য শিশুর মত রাখিয়া আপনাকে সর্বদাই উপশম রাখিতে চেষ্টা করিতেছি। আপনার যখন যে ভাবে ক্রিয়া হউক না কেন আপনি শান্ত থাকিবেন আমি সব ঠিক করিয়া দিতে পারিব। আপনি ভয় করিবেন না আত্মপরায়ন থাকুন ও যোগযুক্ত থাকুন ! স্বয়ম্ভু মহা ঔষধ জানিবেন। যে কোন অবস্থায় উদ্বেগ প্রসারণা করিয়া আপনাকে শান্ত রাখিবে। কুটিলা 'সাপিনীর'ফের বড়ই কঠিণ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, তাঁরই মায়ায় অচৈতন্য, সামান্য জীবে কি

বুঝিবে তারই মরম। এত কুটগতি তাঁর যে গাড়ুরী বিদ্যায় নিপুণ না হইলে তাঁর গতিবিধি বুঝা বড় দায়। রহিয়া সহিয়া থাকতে পারলে হাসিল হয় পাছে নিশ্চয়ই জানিবেন। তাঁর ঐ চেতনার কৃপায় জীব মহৎ হয়। তিনি পরাবিদ্যার কৃপায় সর্ব্ববিদ্যায় নিপুণ হয় কারণ সর্ববিদ্যার অধিশ্বরী তিনি। আপনার সব পত্রের তারিখ অনুসারে সবই জ্ঞাত আছি। আমিত সবই জানি তারিখ দিয়া এত না লিখিলেও চলে। পত্রের উত্তরে আপনার ঢাকায় আসার বিষয় জানাইবেন।

গুরুদাস সরকার লেন, ঢাকা।
২রা অগ্রহায়ণ।

## *হাওড়া, বালীটিকুরী সদানন্দ মঠে থাকাকালীন*
## *—ঃ পত্রোপদেশ ঃ—*

পত্র নং-১

আয়ুষ্মান্!

আপনার পত্রের সংবাদ জ্ঞাত আছি। আপনার সাধনের বিঘ্ন হইবে ভয়ে প্রচণ্ড সূর্য্যের ন্যায় পরমাত্মা পরমেশ্বর অসীম-অক্ষয়

নিত্যশুদ্ধ চৈতন্য আপনি হুঁসিয়ার হইয়া চলিবেন বটে কিন্তু অসীমকে সসীমতায় আনিবেন না। দেহাত্মবুদ্ধি প্রয়োগের দ্বারা বিচার করিবেন না। আপনি সন্ন্যাসী শুদ্ধ আত্মবুদ্ধি নিয়া বিচার করে চলুন। এমতাবস্থায় যেখানই থাকিবেন, সুখ, শান্তি ও আনন্দে অক্ষুন্ন থাকিবেন। আমি আপনাদিগকে বেষ্টন ও আবর্ত্তন করে রেখেছি। যেখানে থাকেন না কেন! অন্তরে ঘনঘটাকাশে নাগিনীকে খণ্ড খণ্ড দেখিতেছেন, লাল রঙ্গের বহ্নিবিন্দুর প্রকোপে হইতেছে। তার অজ্ঞাতে ঐরূপ নাগিনীকে অনুভূতি করিতেছেন। আপনি ভয় পাবেন না, যে কোন অবস্থায় অনুভূতি হউক না কেন, কস-মলত থাকবেই। চিত্ত ময়লাতে ভরা। ক্রমশই আবাদ হবে নিশ্চিন্ত থাকুন। পূর্ব্বেই বলেছি 'গুরুরতি' নানাস্বরূপে প্রকট হইবে। স্বরূপ বদলাইয়া প্রকট হবেন যখন প্রচুর আনন্দ ও শান্তি পাবেন। ধৈর্য্য ধরুণ, দেহের স্থিরতা রাখুন। আর সবই আমি করে দিব, বিনা আয়াসেই পাবেন। যখন যেখানে থাকেন কেমন থাকেন লিখিবেন। খণ্ড খণ্ড নাগিনীর রং কি কিছুই লিখেন নাই কারণ কি ? সে নাগিনী মহাবুজরুক ভোজ বিদ্যায় নিপুনা, তাহার ভোজবাজী দেখাইয়া কোটি কোটি সাধকের ঘার মটকাইয়া দেয়। এখন বহ্নিবিন্দুর তাপ জর্জ্জরিত তাই হয়ত বেশী উৎপাত করিতে পারে। নির্ভিক হয়ে স্থির থাকুন। শ্রীগুরুপদে যার মতি অচলা স্থিতি হয় সর্বশক্তি সর্বসিদ্ধি তার করতলগত হয়। সর্বসাধন

একদিকে আর শ্রীগুরুর অক্ষয় কৃপা একদিকে জানিবেন।

ঢাকা।

ইং ১৯. ৮. ৪২.

পত্র নং-২

ব্রহ্মবিদ্যার্থী !

আপনার পত্রের সংবাদ এইমাত্র জ্ঞাত হইলাম। আমার শরীর এখনও সুস্থ হয় নাই। বাস্তবিকপক্ষে আমার কোন রোগ নাই। ভুতের বাড়িতে থাকি বলিয়া ভুতের বিকার মাত্র। আত্মা সর্বদাই নিরবচ্ছিন্ন। বহু ভুতের সঙ্গেই এইরূপ হয় জানিবেন। আপনার কুণ্ডলিনী বিভ্রাট ব্রাহ্মিকস্থিতি হইলে নিস্কৃতি পাবেন। একটু একটু স্থিতি হইতেছে বোধহয় টের পাইয়া থাকেন। আপনি কোন বিষয়েই আর ভয় করিবেন না। আমি আপনাকে সর্বদা অভয় দিতেছি এই চাঁন্দের নীচে যেখানেই থাকিবেন আমি সেখানেই আছি জানিবেন। আপনি দৈহীক স্থিরতা রাখুন, মুদ্রাদোষ প্রভৃতি সবই যাবে। নিত্যশুদ্ধ চৈতন্যসত্তা আপনার হৃদয়ে সঞ্চার করে দিয়েছি। আপনার আপাদমস্তক ব্যাপিয়া চৈতন্যসত্তা আবর্ত্তন করে আছে। আপনার ভয় কি ? ভালই থাকিবেন। আত্মসাধনে মতি স্থিতি রাখুন। সর্বত্র মঙ্গল সর্বত্র জয় নিশ্চয়ই হবে। আপনার মঙ্গল সংবাদ লিখিবেন।

ঢাকা।
২৫. ৯. ৪২.

পত্র নং-৩

নারায়ণবরেষু !

আপনার পত্রের সংবাদ জ্ঞাত আছি। আত্মসাধনে মতি স্থিতি রাখুন সর্ব্বত্র জয় সর্ব্বত্র মঙ্গল নিশ্চয়ই হবে। আমি সর্বদাই আপনাকে বেষ্টন আবর্ত্তন করিয়া আছি। আপনি একটু স্থিরতা নিলেই প্রতিমুহূর্ত্তে বুঝিতে পারিবেন। আপনি নির্ভয়ে থাকুন, কুটিলা যতই প্রকোপ করুক না কেন তার প্রকোপ ব্রাহ্মিকস্থিতির পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত তারপরে নাই। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন দেহাত্ম-বুদ্ধি প্রত্যাহার করুণ আত্মপরায়ন হন। আমি পূর্ব্বহতে ভাল আছি। স্বভাবত আমার কোন রোগ নাই ভুতজগতে ভুতের সাথে আছি তাই ভূতের বিকার হয়ে থাকে। আত্মা সর্ব্বদাই নিরবচ্ছিন্ন তার কোন বিকার বা বন্ধন নাই। আপনার মঙ্গল সংবাদ লিখিবেন।

পত্র নং-৪

আয়ুষ্মান্ !

আপনার পত্রের সংবাদ জ্ঞাত হইলাম। আপনি দেহের স্থিরতা রাখুন আমি আর সবই করে দিব। আপনি ভাল আছেন জানিয়া

সুখী হইলাম। দেহাত্মস্থিরতা রাখিয়া মুদ্রাদোষ ত্যাগ করুণ আমি খুবই কাতর আপনার ধারক রাখিতে আমার খুবই বেগ পাইতে হইতেছে। আত্মসাধনে মতি স্থিতি রাখুন সর্বত্র জয় সর্বত্র মঙ্গল নিশ্চয়ই হইবে।

পত্র নং-৫

ব্রহ্মবিদ্যার্থী !

আপনার দুইটি পত্রের সংবাদ জ্ঞাত আছি। বহ্নি প্রকটে নাগিনী নানা ভাবে প্রকট হইয়া ভয় দেখাইতে পারে স্থির থাকিবেন। বহ্নির তাপে সেও জর্জ্জরিত আছে। যে কোন স্থানে যে কোন অবস্থায় থাকিবেন আমি আপনাকে বেষ্টন করে আছি। ভয় নাই, চৈতন্যসত্তা আপনার হৃদয়ে সঞ্চার করেছি ভয় কি ? মুদ্রাদোষ প্রক্ষালন করে দৈহীক স্থিরতা যদি রাখিতে পারেন, তবে যেখানেই থাকেন না কেন বোধ করিতে পারিবেন। তবে নিকটে থাকিতে পারিলে ভাল হইত। আপনি যত দূরেই থাকেন না কেন আমি আপনার নিকটেই আছি জানিবেন। আত্মসাধনে মতি স্থিতি রাখুন সর্ব্বত্র জয় সর্ব্বত্র মঙ্গল নিশ্চয়ই হইবে।

পত্র নং-৬

নারায়ণবরেষু !

আপনার পত্রের সংবাদ জ্ঞাত আছি। আত্মসাধনে মতি

স্থিতি রাখুন সর্ব্ত্র জয় সর্ব্ত্র মঙ্গল নিশ্চয়ই হইবে। আপনার শান্ত অবস্থা আনিবার জন্য চেষ্টা করিতেছি। দুই বেলা দুই মুট ভাত অলবন কচলাইয়া জল দিয়া খাইবেন তাহা হইলে জ্বালা পোড়া নষ্ট হইবে। ডুবাইয়া স্নান করিবেন না। কুশল লিখিবেন।

### পত্র নং-৭

সাধকবর !

আমার গত চিঠি বোধহয় পাইয়াছেন। ধীরেন ভট্টাচার্য্য আমার বাসা হইতে রওনা হইল তার সংঙ্গে এই পত্র দিলাম। আপনার সব অবস্থা আমি জ্ঞাত আছি। আমার কাছে থাকিয়া সাধন করার প্রয়োজন বোধ হইলে এবং সুযোগ সুবিধা পাইলে চলিয়া আসিবেন। আপনি আত্মপরায়ন থাকুন দেহাত্মস্থিরতা রাখিতে চেষ্টা করুণ আমার আশির্ব্বাদে ধীমান থাকুন। আমি সর্ব্দাই আপনাকে আবর্ত্তন করিয়া রাখিয়াছি ভয় নাই। আত্ম-সাধনে মতি স্থিতি রাখুন সাধনে মতিস্থিতি থাকিলে সর্ব্ত্র মঙ্গল ও জয় নিশ্চয়ই হইবে। আপনার মহদানন্দ ব্রহ্মচারীর ও ধীরেন ভট্টাচার্য্যের কুশল ও পৌঁছ সংবাদ লিখিবেন।

### পত্র নং-৮

ব্রহ্মবিদ্যার্থী !

আপনার সব পত্রের সংবাদ জ্ঞাত আছি। আপনি নির্ভয়ে

থাকুন। যতদিন থাকতে ইচ্ছা হয় থাকুন। যেখানেই থাকেন সেখানেই আমি আছি। শুদ্ধ চৈতন্যসত্তায় সর্বদাই আমি অন্তরে বাহিরে স্থূলে সূক্ষ্মে আপনাকে আবর্ত্তন করিয়া আছি। শুধু দৈহীক স্থিরতাটুকু আমাকে দেন। ইহার অভাবে আমার কষ্ট আপনারও কষ্ট। খুবই বেগ পাইতে হয় আমার। কখনও একটু-আধটু পাই, কখনও একেবারেই পাইনা। বিজ্ঞানন্দের শয্যাগত অবস্থা জেনেছেন। সে চাটগাঁয় ও আমি ঢাকায়, শুদ্ধ চৈতন্যসত্তায় স্বয়ম্ভু যোগেই আরোগ্যলাভ করিয়াছে। আমি যাহাকে যাহা বলি তাহাই করি। আমার মানব দেহ শ্রীগুরুদেব যদি আমার কর্মগুণে বা ভ্রান্তিবসে আমার বাক্যের অপলাপ করান করাইতে পারেন, নচেৎ পারেন না। আপনি ঢাকায় আসিয়া আমার কাছে থাকিয়া সাধন করিতে ইচ্ছুক লিখিয়াছেন। আবার লিখিয়াছেন চাউল ডাল কিরূপ পাওয়া যায়। আপনি সন্ন্যাসী আপনার এত বিবেচনায় কাজ কি ? আসিতে হইলে আসিবেন, শ্রীগুরুদেব যেমন মিলাবেন তেমন পাবেন। আমাদের প্রাপ্ত অনুসারে দাতার দান পাব। এতসব বিচার করিলে চিত্তস্থির হয়না আর আত্মপরায়ন থাকা যায় না। আমার শরীর কাতর জ্বর লাগিয়াই আছে, কখন দিনে থাকে রাত্রে ছাড়ে আবার কখনও রাত্রে থাকে দিনে ছাড়ে। বাস্তবে আমার কোন অসুখ বা জ্বর নাই। ভূতের সংসর্গে থাকায় ভূতের অসুখ ভূতেই ভোগ করে। আত্মা সর্বদাই নিরবচ্ছিন্ন জানিবেন

তাঁর কোন রোগ নাই। লিখিয়াছেন আলো দিদিকে আপনার সহিত এক আসনে দেখিতে পাই আপনার সঙ্গে তিনি এক হইয়া গেছেন। আপনারা কোথায় আছেন ? যে তারিখে আপনার হৃদয়ে শুদ্ধ চৈতন্য-সত্বা সকার করিয়াছি সেই হইতে এক আত্মাভেদ কেবা করে ? আপনার বিস্তারিত মঙ্গল সহ আপনি কি সিদ্ধান্ত করেন পত্রপাঠ জানাবেন। আত্মসাধনে সদা গতি স্থিতি রাখুন সর্ব্বত্র জয় সর্ব্বত্র মঙ্গল নিশ্চয়ই হইবে।

পত্র নং-৯

নারায়নবরেষু !

আপনার পত্রের সংবাদ জ্ঞাত আছি। আপনার ও পরমানন্দ পুরীর পত্রে অনেকদিন লিখিয়াছি, আপনি দেহকে স্থিরতা রাখিতে চেষ্টা করুণ। ইহাই আপনার নিকট চাই, আর কিছুই চাই না। সর্বদা আত্মপরায়ন থাকুন, দেহাত্মবুদ্ধি পুনঃ পুনঃ ত্যাগ করুণ। কুটিলা আর কতদিন বিড়ম্বনা করিবে। ভ্রামরীগুহায় স্থিতি হইলেই চৈতন্য সত্বায় লয় হইতে পারিবে। তাহলে প্রমাদ আর কি করিয়া ঘটাবে। উপস্থিত কাল পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ধরুণ। আপনাদের মঙ্গল লিখিবেন।

গুরুদাস সরকার লেন, ঢাকা।

৩০. ১০. ৪২.

পত্র নং-১০

আয়ুষ্মান্ !

আপনার পত্রের সংবাদ জ্ঞাত আছি। ৺বিজয়ার শুভ আশির্বাদ গ্রহণ করুণ। মঙ্গলময়ের কৃপায় আপনাদের সকলের মঙ্গল হউক, সর্বত্র জয়যুক্ত থাকুন। আত্মসাধনে মতি স্থিতি থাকিলে সর্ব্বত্র জয় সর্ব্বত্র মঙ্গল নিশ্চয়ই হইবে জানিবেন। আপনি দেহাত্ম স্থিহতা রাখুন, দেহাত্ম স্থিরতা না রাখিলে মুদ্রাদোষগুলি দূরীভূত হইবে না। আপনার পত্রে লিখিত সমুদয়ই আমি জ্ঞাত আছি। দেহাত্ম স্থিরতা নিয়া যদি আসনে স্থির থাকিতে পারেন তবে মুদ্রা-দোষ প্রক্ষালনের সঙ্গে সঙ্গে সকল বিষয়ে সকল দিকেই সুবিধা ও সুফল পাবেন। আমার দিকেও সুবিধা হইবে। আমি পূর্ব্বাপেক্ষা ক্রমশঃ ভালর দিকে চলিয়াছি। শ্রীগুরুদেবের দেহ তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহা হইবে। এবার যদি বাঁচিয়া উঠি তবে জানিবেন যে যম-পুরী হইতে ফিরিয়া আসা হইল। আপনি নিশ্চয়ই জানিবেন আপনি যেখানে আছেন আমিও সেখানেই আছি। একটু স্থিরতা নিলেই বুঝিতে পারিবেন শুদ্ধ চৈতন্য সত্ত্বায় আপনাকে সর্বদাই আবর্ত্তন করিয়া রাখিয়াছি। দেহাত্মবুদ্ধি প্রত্যাহার করিয়া আপনি আত্ম-পরায়ণ হউন। আপনি সর্ব্বদা পবিত্র ও মুক্ত জানিবেন।

দেহাত্ম বুদ্ধিই জীবের একমাত্র বন্ধন। আপনার ও মহদানন্দ ব্রহ্ম-চারীর বিস্তারীত কুশল লিখিবেন।

২৬. ১০.৪২.

পত্র নং-১১

ব্রহ্মবিদ্যার্থী !

আপনার পত্রের সংবাদ কতকদিন যাবৎ জ্ঞাত আছি। আমার আশির্বাদ গ্রহণ করুণ আত্মসাধনে মতি স্থিতি রাখুন। সর্বত্র জয় ও সর্বত্র মঙ্গল নিশ্চয়ই হইবে। দেহাত্ম স্থিরতা রাখিয়া চলুন। আমি এখন পর্য্যন্ত সুস্থ হইতে পারি নাই। অন্ন প্রসাদ প্রত্যেকদিন খাইতে পারিনা, তাই শরীর এত দুর্ব্বল। জ্বর ১০০" ৯৯" পর্য্যন্ত হয় দুধও খাইতে পারিনা, তাই লিখিতেছি দেহাত্ম স্থিরতা রাখিতে যত্নবান হউন। আপনি যখন যাহা লিখেন আমি সবই জানি। সর্বদাই আপনাদের ব্যাপিয়া আছি। যখন যেখানে থাকিবেন আমি সেখানেই আছি। তাই নির্ভয়ে আত্মপরায়ণ হউন। গুরুরতির কস-মল দূরীভূত হইয়াছে কিনা ? স্থায়ী কত-টুকু হয় লিখিবেন। আমার গত পত্র বোধহয় পাইয়াছেন। আপ-নার ও ব্রহ্মচারীর বিস্তারিত মঙ্গল লিখিবেন।

৩০শে কার্ত্তিক, ১৩৪৯
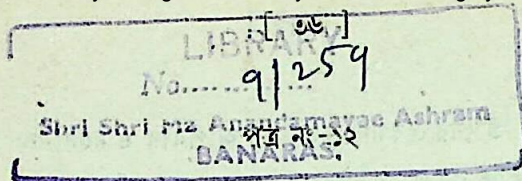
সাধকবর !

আপনার পত্রের সংবাদ জ্ঞাত আছি। আমি ক্রমশঃ ভাল হইতেছি। যদি খাইতে পারিতাম তবে সুস্থ হইতাম। যুগীনগরের তারা সর্বদাই আসিতেছে, অনেক জিনিষ দিতেছে ও আলো অনেক যত্ন করিতেছে। তার যত্নেই অনেকটা ভালর দিকে আসিয়াছি। বিষ্ণানন্দ আশ্রমে ভালই আছে। আশ্রমের তিনদিকেই সৈন্যে ভর্ত্তি। আশ্রমের নিরিবিলি শান্তিও নাই, আমি লিখিয়াছি শ্রীগুরু ভরযায় সাবধানে থাক ভয় নাই। আপনার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন সব জ্ঞাত আছি। নির্ভয়ে আত্মপরায়ন থাকুন। দেহাত্ম স্থিরতা রাখিতে চেষ্টা করুণ উহার অভাবে বড়ই বিঘ্ন হইতেছে জানিবেন। আমি সর্বদাই আপনাদের ব্যাপিয়া আছি ভয় নাই। ধীরেন ভট্টাচার্য্য যাহা লিখিয়াছে কিছু ঠিক আর কিছু কল্পিত। আপনি উহাকে এবিষয়ে কিছু বলিবেন না। আমার সাক্ষাতে আসিলে উহাকে এবিষয়ে যাহা হয় বুঝাইয়া দিব, পত্রে বুঝান যায় না। "অয়াতে মরুতে একই ঘরে করে বাস" যার নাম আয়ু তার নাম মৃত্যু। পথ ছাড়িয়া বিপথগামী হইলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইতে পারে। ধীরেন ভট্টাচার্য্যকে আমি লিখিয়াছি। শ্রীগুরু কৃপায় এক প্রকার আছি। আপনার ও মহানন্দের বিস্তারীত মঙ্গল সংবাদ লিখিবেন। আত্ম-

সাধনে মতি স্থিতি রাখুন সর্বত্র জয় সর্বত্র মঙ্গল নিশ্চয়ই হইবে।

৩১শে কার্ত্তিক, ১৩৪৯

পত্র নং-১৩

ব্রহ্মবিদ্যার্থী !

আপনার পত্রের সংবাদ জ্ঞাত আছি। আত্মসাধনে মতি-স্থিতি রাখুন, সর্বত্র জয় সর্বত্র মঙ্গল নিশ্চয়ই হইবে। বিশেষ অসুবিধা হইলে এদিকে চলিয়া আসুন। ফণী এবং আমি এখন সুস্থের মধ্যে আসিয়াছি। সবল হইয়া উঠিতে সময় লাগিবে। ডাক্তার কবিরাজ বাদে শ্রীগুরুদেব দত্ত ঔষধেই বোধহয় সারিয়া উঠিলাম। আপনার যে গুরুরতি প্রকট হইতেছে তাহা ভালই। সাধন ছাড়িবেন না, স্বরূপবাদ লইয়া যখন প্রকৃত স্বরূপে প্রকট হবেন তখন আনন্দ পাবেন ও প্রকৃত স্বরূপে স্থিতি হবেন নিশ্চয়ই জানিবেন। খাওয়া দাওয়ার কসুর হলে কষ্ট পাবেন, খাওয়া দাওয়ার সুবিধা করে নিবেন। দেহাত্ম স্থিরতা রাখিবেন আর সমস্ত আমি করে নিব। মহদানন্দ ব্রহ্মচারীর ও আপনার মঙ্গল সংবাদ লিখিবেন।

ঢাকা। ১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৯

পত্র নং-১৪

সাধকবর !

আপনার পত্রের সংবাদ জ্ঞাত হইলাম। আত্ম-সাধনে

মতিস্থিতি রাখুন। সর্ব্বত্র মঙ্গল সর্ব্বত্র জয় নিশ্চয়ই হইবে। অগ্নিসার বামহা অগ্নিসার ইতিমধ্যে আপনার মধ্যে করি নাই। ইহা হইতে আপনার কিছুই হয় নাই। বাত্তির কাজ হইল তেজের কাজ, এই কাজের বিঘ্ন হইলে শারীরিক, মানসিক নানারূপ অনিষ্ট হয়, এমনকি ভীষণ অমঙ্গল ঘটিতে পারে। খুব সাবধান মত কাজ করিবেন এক মিনিট। এ পর্য্যন্ত খুব সাবধানে চলিবেন। সোমবার হইতেই আপনার অপরাধ ক্ষমা করে অন্যরূপ কাজ চালাইতেছি। ভয় করিবেন না, একটু স্থিতি হইলেই বুঝিতে পারিবেন। এই ক্রিয়ায় কেমন থাকেন বিস্তারীত লিখিবেন। আমি এখন ভালর দিকে যাইতেছি। ধীরেন ভট্টাচার্য্য, মহদানন্দ ব্রহ্মচারী ও আপনার মঙ্গল সংবাদ লিখিবেন। আপনারা সবাই আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করুণ।

ঢাকা, ২৪শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪৯।

— × —

বিঃ দ্রঃ - মাননীয়া নিরুদিদির যে সব পত্রগুলি যোগবাণী প্রচার প্রথম খণ্ডে, দ্বিতীয় খণ্ডে এবং তৃতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাছাড়া, অপ্রকাশিত পত্রগুলি এবং স্বামী বিশুদ্ধানন্দ গিরি মহারাজের অবশিষ্ট পত্রগুলি যোগবাণী প্রচার চতুর্থ খণ্ডে প্রকাশিত হইবে।

প্রকাশক—